Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিশোর ম্যাগাজিন

# আলো

৪র্থ সংখ্যা

জুন-আগস্ট ২০২৩

- মুখোশ
- আখ চুরি
- রহস্যজট
- আদবকেতা সিরিজ
- একটি ভয়ংকর রাত্রি
- হোস্টেলের এলোমেলো দিনে
- অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের উপায়

সন্দীপন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঘরে বসে আপনার
পছন্দের পণ্যটি অর্ডার করুন
ওয়াফিলাইফে!

WafiLife
www.wafilife.com

দেশের যেকোনো প্রান্তে ডেলিভারি
পণ্য হাতে পেয়ে মূল্য পরিশোধ
নানান অফার ও গিফট
ইজি রিটার্ন পলিসি

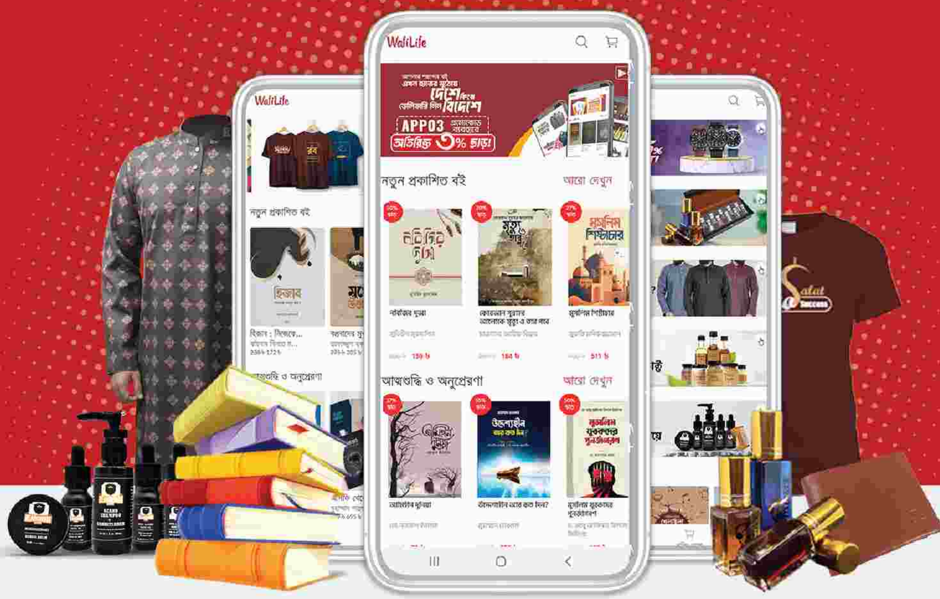


GET IT ON
Google Play

ওয়াফিলাইফের
মোবাইল অ্যাপ
ডাউনলোড করতে
QR কোডটি স্ক্যান করুন

বাসা ৩১০, রোড ২১,
মহাখালি ডিওএইচএস, ঢাকা।
www.wafilife.com
01799925050

ওয়াফিলাইফের
ফেসবুক পেজে
যুক্ত হতে
স্ক্যান করুন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

চতুর্থ সংখ্যা
জুন-আগস্ট, ২০২৩
গ্রন্থস্বত্ব © ষোলো

সম্পাদনা : লস্ট মডেস্টি
প্রচ্ছদ : ওমর ইবনে সাদিক
গ্রাফিক্স : শাহরিয়ার হোসাইন
পৃষ্ঠাসজ্জা : আসাদুল্লাহ আল গালিব

ষোলো ফেসবুক পেইজ
facebook.com/SholoOfficial

ষোলো ফেসবুক গ্রুপ
facebook.com/groups/sholo

লস্ট মডেস্টি
www.lostmodesty.com
facebook.com/lostmodesty

প্রকাশনা ও প্রাপ্তিস্থান:

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৪০৬ ৩০০ ১০০

অনলাইন পরিবেশক:
www.wafilife.com

**মূল্য : ৭০ টাকা**

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# অন্দরমহল


৪ আখ চুরি

১১ এক ভয়ংকর রাত

১৪ মেলায় হারিয়ে যাওয়া ছোট ভাই ও পড়া মুখস্থের সমস্যা

১৭ বালিতে লেখা চড়

১৯ মৌমাছির জীবনচক্র

২২ হোস্টেলের এলোমেলো দিনগুলো সাজিয়ে নাও

২৭ স্মৃতিচারণ

২৮ মুখচোরা

৩০ মুখোশ

৩২ পরিণাম

৩৪ বাংলার সিংহপুরুষ : হাজী শরীয়তউল্লাহ

৩৭ ফলোয়ার

৩৯ দুআ সিরিজ : বিষধর প্রাণীর ক্ষতি থেকে বাঁচার দুআ

৪০ টয়লেটের চাইতেও ১০ গুণ নোংরা বস্তু তোমার পকেটে!

৪৩ মাটির মাসজিদ

৪৬ বড়শি

৪৯ গ্রাফিক ডিজাইনের আদ্যোপান্ত

৫১ লেখালেখি নিয়ে লেখালেখি (২য় পর্ব)

৫৩ রহস্যজট

৫৪ আদবকেতা সিরিজ : আগে যদি জানতাম রে!

৫৭ ভুল হলে ফুল হয়ো

৬০ দুনিয়াবি পড়াশোনা কি একেবারেই অপ্রয়োজনীয়?

৬৪ কীভাবে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করব? (২য় পর্ব)

৬৯ অরিগামি

৭০ ব্যবসায় নামার আগে..

৭১ সমাপ্ত জীবনের গল্প

৭৩ কমিকস

৭৪ ভালোবাসা বনাম ভালোবাসা

৭৭ চোখের সামনে জান্নাত ক্রয়

৭৯ গণিত ধাঁধাঁ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# মুখবন্ধ

সব স্বপ্নের রেশ সমান থাকে না। কিছু স্বপ্ন ভুলতে পারা অসম্ভব। এরা শরীর-মাথা-মন সব কামড়ে ধরে থাকে। যেতে চায় না। তাড়িয়ে দিলেও ফিরে আসে আবার শক্তপোক্ত হয়ে।

ঠিক সেরকম কিছু স্বপ্ন তাড়া করে বেড়ায় আমাদের সব সময়। ক্লান্তি দূর করতে যখন পাড়ার চায়ের দোকানে বসি, ঠিক সেখানেই আমার ছোট ভাইয়ের বয়সী ছেলেটাকে দেখি বিড়িতে আগুন ধরাচ্ছে। মনে হয়, কেউ একজন বুকের ভেতরটা ধারালো ছুরি দিয়ে ফুটো করে দিয়েছে।

বাসের পেছনের সিটে পিচ্চি একটা ছেলেকে যখন দেখি গার্লফ্রেন্ডের হাত ধরে বসে আছে, নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকি। কিংবা টুয়েলভে পড়া রুমমেটকে যখন দেখি, রাতের পর রাত জেগে ফোনে বাবার রক্তঝরা টাকা উড়িয়ে দিচ্ছে সিমকার্ডের পেছনে, মাথাটা হ্যাং মারে।

আহা! কত স্বপ্ন দেখি ওদের নিয়ে, ওরা যদি বুঝত! সব বাধা বিপত্তির মুখেও ওদের হৃদয়ে একে একে ডানা মেলবে তাবৎ সুকুমার বৃত্তি। সজীবতার উচ্ছ্বাসে পৃথিবীর পথে পথে ফুটাবে ফুল। স্বপ্ন দেখি, ওরা ফেলে আসবে সব নোংরা অতীত, সব মোহ। এক্কেবারে হিরোর মতো... স্বপ্ন... কত স্বপ্ন!

মাথাচাড়া দিয়ে উঠা সেই স্বপ্নগুলো নিয়েই আমরা শুরু করেছিলাম 'ষোলো'র যাত্রা। আজ একবুক আশা নিয়ে অনেকগুলো পিচ্চি তাকিয়ে থাকে আমাদের দিকে। ইনবক্স করে, 'ভাইয়া, পরের সংখ্যা কবে আসবে? একটু তাড়াতাড়ি বের কইরেন প্লিজ।' বড় ভালো লাগে। আরও বড় স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে।

'ষোলো'র সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল গত বছর। এরপর প্রায় একটি বছর কেটে গেছে। এই সময়ে আমরা বিভিন্ন কারণে ধারাবাহিক থাকতে পারিনি। এ জন্য আমাদের ষোলোদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আমাদের সীমাবদ্ধতা মাফ করে দিয়ো, ভাইয়াপুরা!

চতুর্থ সংখ্যার জন্য অনেক অপেক্ষা করেছ তোমরা। লম্বা বিরতির পর 'ষোলো' আবারও তোমাদের মাঝে ফিরে এসেছে।

এবারের সংখ্যায় নিয়মিত বিভাগের সাথে আদবকেতা সিরিজ, ক্যারিয়ার গাইডলাইন, কমিকস ইত্যাদি নতুন কিছু বিষয় যুক্ত হয়েছে। প্রচ্ছদ এবং ভেতরের গ্রাফিক্সসহ ম্যাগাজিনের সার্বিক মানোন্নয়নে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি আমরা।

তারপরও ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। ম্যাগাজিনের মানোন্নয়নে যেকোনো উত্তম পরামর্শ দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করতে পারো। পরামর্শ পাঠাতে পারো আমাদের ই-মেইলে কিংবা ফেসবুক পেইজে। সেই সাথে পরের সংখ্যার জন্য পাঠাতে পারো তোমার লেখা। যেকোনো বিষয়ে।

'ষোলো' নিজে পড়ো। বন্ধুদের পড়তে দাও। 'ষোলো'-কে ছড়িয়ে দাও ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের প্রতিটি কোণায় কোণায়।

লস্ট মডেস্টি
সম্পাদক, ষোলো ম্যাগাজিন
editor.sholo@gmail.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# আখ চুরি

আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

### দৌড়াচ্ছি অনেকক্ষণ ধরে...

আকাশে কার্তিকের চাঁদ। ধান কাটা হয়ে গিয়েছে। চাঁদের আলোয় শূন্য মাঠের শূন্যতা আরও বেড়েছে। গত পাঁচ মিনিট ধরে দৌড়াচ্ছি। আমি একা না। আমার আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আরও ৪/৫ জন। সবুজ, সজীব, আপন, শামীম, মানিক। একই স্কুলের একই ক্লাসে পড়ি আমরা। এলাকার সবাই একবাক্যে আমাদের ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেয়—ওরা খুব ভদ্র ছেলে!

তবে আর বোধহয় এমন সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে না। গত পাঁচ মিনিট ধরে আখ খেতের মালিকের তাড়া খেয়ে ছুটছি আমরা। স্কুলের মাঠ, রাস্তা পাড়ি দিয়ে এখন শূন্য খেতের মধ্যে নেমেছি। মালিক টর্চ জ্বালিয়ে পিছু নিয়েছে আমাদের। ধরাই পড়ে যাব মনে হচ্ছে। মাঠের শেষে চলে এসেছি আমরা প্রায়। আর কিছুদূর গেলেই নদী শুরু। গরমের রাত হলে কথা ছিল না। তবে এই শীতের মধ্যে ঠান্ডা পানিতে নামার কোনো উপায় নেই। কাল সকালে এলাকায় যে কী করে মুখ দেখাব! সব দোষ ওই ব্যাটা আপনের। সে-ই আমাদের বুদ্ধি দিয়েছিল! এখন কী এক মুসিবতে পড়লাম!

**দুই মিনিটের মাথায় নদীর তীরে পৌঁছে গেলাম আমরা। পালাবার আর উপায় নেই। নিয়তির হাতে সব ছেড়ে দিয়ে আমরা লাইন ধরে দাঁড়ালাম। ধাওয়াকারী টর্চটাও একেবারে কাছে চলে আসলো। টর্চ-মালিক আমাদের মুখে টর্চ মারল। ২০ সেকেন্ড কোনো কথা বের হলো না তার মুখ দিয়ে।**

কথা বের হলো না আমাদের মুখ দিয়েও।

এরপর সবার মুখ থেকেই একযোগে বেরিয়ে আসলো – অ্যাঁএএ!

### দুই.

বছর শেষের পরীক্ষা হয়ে গেছে। কোনো কাজ কাম নেই। আমরা সকালে বের হই সাইকেল নিয়ে। দুপুরে একবার বাসায় গিয়ে নাকেমুখে কিছু গুঁজে দিয়ে আবার সাইকেল নিয়ে বের হই। কোনো কোনো দিন মাঠে ক্রিকেট খেলি। তবে বেশিরভাগ পোলাপানই গেইম আর টিকটক নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ক্রিকেট তেমন একটা খেলা হয় না। মাঝে দুদিন মানিকের কোনো খবর নেই। আজ সাইকেল নিয়ে ঝড়ের বেগে উড়ে আসলো। আমরা তখন বসে ছিলাম মাঠের পাশের বাগানে। সাইকেলটা কোনোমতে স্ট্যান্ড করেই আমাদের পাশে এসে বসে কথা বলতে শুরু করল। তবে এত দ্রুত সাইকেল চালিয়ে এসেছে যে, খুব জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছিল। উত্তেজনায় কোনো কথাই বের হচ্ছিল না তার মুখ দিয়ে। একটু স্বাভাবিক হবার পর সে শোনাল এই দুই দিনের তার এডভেঞ্চারের কথা...

মানিক গিয়েছিল তার ফুপির বাসায়। ফুপাতো ভাই আছে কয়েকটা। কয়দিন খুব মজা করেছে ও। ফুপিদের বাড়ির পাশেই ছিল এক মস্ত বিল। সেই বিলই ছিল তাদের এডভেঞ্চারের কেন্দ্রবিন্দু। শীতকাল। বিলে পানি খুব বেশি নেই। যা আছে তাও শুকিয়ে যাচ্ছে। সেখানে দুপুর পর্যন্ত ওরা মাছ মেরেছে কাদার ভেতর। দেশি মাগুর, শিং, কই মাছের ঝোল দিয়ে জম্পেশ একটা খাওয়া দিয়েছে দুপুরে। এরপর পড়ে পড়ে ঘুমাইছে অনেকক্ষণ। উঠেছে একবারে সূর্য ডুবতে বসা সন্ধ্যায়। এরপর আবার চলে গিয়েছে বিলে। ধান কাটা হয়ে যাওয়া শূন্যক্ষেতে হাঁস দিয়ে পিকনিক করার জন্য। বেশ রাত পর্যন্ত খাওয়াদাওয়া, আনন্দ-ফুর্তি করার পর বাড়ির পথ ধরেছে ওরা। লাইন দিয়ে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে একটা আখ ক্ষেতের পাশে চলে আসে ওরা। মানিকের ছোট ফুপাতো ভাই সাদের মাথায় চেপে বসে। সবার পেছনে ছিল সে। চুরি করা ফল না কি খুব সুস্বাদু

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়। কয়েকটা আখ সাবাড় করে দিলে কেমন হয়? হাতের কাছেই তো আছে। হাঁস জবাই করার বটিটা দিয়ে কয়েকটা কোপ দিতে হবে কেবল। তাহলেই হলো!

বেশিক্ষণ ভাবাভাবিতে সময় নষ্ট করল না সে। বটি দিয়ে কয়েকটা পোচ দিল আখের গাছে। নিপুণ দক্ষতায় আখগুলো হাতে তুলে নিল।

- দৌড় দে, মানিক। ভাইয়া, দৌড় লাগান।

বাকিরা কিছু বুঝে উঠার আগেই দৌড়ে অনেকদূর চলে গেল সাদ। আখ খেতের অপর পাশ থেকে শক্তিশালী একটা টর্চ জ্বলে উঠল। পুরুষালী একটা কণ্ঠে হাঁক আসলো—কে রে, আখ চুরি করে কে?

এবার মানিক আর অন্যরাও বুঝল সাদ কী করেছে। ভোঁ দৌড় দিল তারাও। পুরুষালী কণ্ঠও বুঝতে পেরেছে ঘটনা সত্যি। শেয়াল টেয়াল নয়, আসলেই আখ চুরি হচ্ছে তার ক্ষেতে। 'ধর, ধর' চিৎকার করে দৌড় দিল সেও। কিন্তু ততক্ষণে মানিকরা পগার পাড়।

ুঝলি, আমার খুব ভয় লাগছিল। উত্তেজনায় কের মধ্যে হৃদপিন্ডটা লাফাচ্ছিল। কিন্তু যখন কেবারে নিরাপদ জায়গায় চলে আসলাম আর াখে প্রথম কামড়টা দিলাম, তখন মনে হচ্ছিল ত সুস্বাদু আখ আমি আমার জীবনে আর াইনি। চুরির ফলের আসলেই খুব স্বাদ হয়!' সি হাসি মুখে বলছিল মানিক।

ৗাঁ, ঠিক বলেছিস।' সহমত জানাল শামীম। ামার বাসায় গিয়ে আমিও একবার এরকম ল চুরি অভিযানে অংশ নিয়েছিলাম। চুরির ফল াসলেই খুব সুস্বাদু হয়।'

ুই কী চুরি করেছিলি?' প্রশ্ন করল মানিক।

ামি চুরি করেছিলাম ডাব। আমি আর আমার ই মামাতো ভাই মিলে। মামার গাছেই!

া কী! নিজের মামার গাছেই! কেন? প্রচণ্ড বাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমরা সবাই।

আর বলিস না। মামা ছিল ভীষণ কৃপণ। কী কচি কচি ডাব ধরে আছে গাছে। কিন্তু আমাদের খেতে দেবে না। বিক্রি করবে। আর টাকা জমাবে। তাই এই ব্যবস্থা আরকি।

তা কীভাবে চুরি করলি? বল দেখি পুরো ঘটনা।

সেদিন বিকাল থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। ঝুপ করে সন্ধ্যা নেমে গেল। সন্ধ্যা না যেন ঘুটঘুটে রাত। কারেন্ট নেই। মামা গিয়েছে হাটে। বাসায় আমরা ছাড়া পুরুষ মানুষ বলতে কেউ নেই। নানীকে বললাম—নানী, আমরা মাগরিবের নামাজ পড়তে যাচ্ছি। আগে থেকেই বাহিরে একটা ধারালো বটি লুকিয়ে রেখেছিলাম আমরা খড়ের গাদায়।

বড় মামাতো ভাই বাদুড়ের মতো তরতর করে উঠে গেল গাছে। ছোট মামাতো ভাই বাইরে থেকে মেইন গেটের শেকল আটকে দিল। আমি রইলাম গলির মুখে পাহারায়। ডাব গাছটা ছিল একেবারে বাড়ির বাউন্ডারি ঘেঁষা। কারেন্ট ছিল না, আগেই বলেছি। তারপরেও গাছের ওপরের শব্দে নানী ঠিকই টের পেল গাছে কেউ উঠেছে। নানী চিৎকার দিয়ে উঠল, গাছে কে উঠেছে রে?

**ছোট মামাতো ভাই ছিল ভীষণ চালাক। গলা মোটা করে সে বলল, আমরা ডাকাত। চুপ করে থাকো। চিৎকার-চেচামেচি করলে ফল ভালো হবে না। বাইরে থেকে দরজা লাগানো। তোমরা কেউ বের হতেও পারবে না।**

বাড়ির ভেতর থেকে শব্দ আসা বন্ধ হয়ে গেল।[১] বড় ভাই আর বেশি সময় নিল না। ঝটপট নেমে আসলো অনেকগুলো ডাব নিয়ে। সুন্দরমতো খড়ের গাদার পেছনে আমাদের গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখলাম। কিছুক্ষণ বাইরে ঘোরাঘুরি করে মাগরিবের নামাজ পড়ে ফিরলাম এমন

[১] নানী আসলে বুঝতে পেরেছিল, এমন কাজ আমরা ছাড়া আর কেউ করার সাহস পাবে না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভাব নিয়ে বাসায় চলে আসলাম। বাড়ি ফিরতেই মামীম খুব উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল, বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। ডাব কেটে নিয়ে গেছে। আমরা লুকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিলাম।

মামা বাসায় ফিরলে মামাকেও জানালেন তিনি। মামা কিছুক্ষণ বকাবকি করলেন ডাকাতদের। আফসোস করলেন কত ক্ষতি হয়ে গেল তার এই ভেবে।

সবাই ঘুমিয়ে গেলে আমরা বের হয়ে আসলাম। গোপন জায়গা থেকে ডাব বের করে প্রাণভরে খেলাম।

- বাহ! তোরও তো দেখি চুরির অভিজ্ঞতা আছে। বেশ মুগ্ধতা নিয়েই বলল সজীব।

তন্ময় হয়ে আমরা এতক্ষণ গল্প শুনছিলাম।

**আমাদের পাশে বসে শয়তানও বোধহয় খুব মনোযোগ দিয়ে গল্প শুনছিল। চুরির গল্প শেষ হতেই হুশ ফিরল তার। লাড়াচাড়া দেওয়া শুরু করল আমাদের। আপন বলে উঠল, 'চল, আমরাও আজকে কিছু একটা চুরি করি।'**

সবাই একবাক্যে সাড়া দিলাম। সত্যি কথা বলতে মানিক আর শামীম যখন চুরির গল্প বলছিল, তখন আমাদের একটু হিংসা হিংসা লাগছিল। ওরাও এমন ভাব নিয়ে গল্পগুলো বলল, যেন তারা একেকজন হিরো। তাই একবাক্যে রাজি হয়ে গেলাম আমরা।

সবই তো বুঝলাম। কিন্তু চুরি করব কী?

বেশ কিছুক্ষণ ভাবলাম আমরা।

ইউরেকা! চিৎকার দিয়ে উঠল আপন।

সবাই ওর দিকে তাকালাম জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। সজীব অস্থিরতার রোগে ভোগে। সে আপনের প্রায় কোলে উঠে তার কাঁধের দুইপাশে ধরে ঝাকাতে লাগল।

- কী পেয়েছিস তাড়াতাড়ি বল।

সবজান্তার হাসি হেসে আপন বলল, সবাই আমার কাছে আয়। আস্তে আস্তে বলি। আশেপাশের কেউ শুনে ফেললে আমাদের খবর হয়ে যাবে।

আপনকে একটু ক্যাবলাকান্ত টাইপের মনে হয় আমার কাছে। ও যে কী পেয়েছে তা নিয়ে আমার যথেষ্ঠ সন্দেহ আছে। কিন্তু সবাই যেহেতু যাচ্ছে, আমিও গেলাম। ফিসফিস করে ও পরিকল্পনা বলে গেল। সব শুনে হাসি ফুটল আমাদের সবার মুখেই।

## তিন.

রাত আটটা ঠিক করা ছিল আমাদের একশান টাইম। সাক্ষাতের জায়গা সেই মাঠের পাশের আম বাগানই। সাক্ষাতের সময় ৭ টা ৪৫ মিনিট। ৭ টা ৩০ এর দিকে চুপি চুপি বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম। আমবাগানে পৌঁছে দেখি এরইমধ্যে বাকিরা সবাই চলে এসেছে। চকচকে একটা বটি নিয়ে এসেছে সজীব। আপন এনেছে ছোট্ট একটা টর্চ লাইট।

আমাদের টার্গেট হলো মাঠের ওইপাশের বারোমাসি আখক্ষেত। বিকেলেই আপন আর মানিক আশপাশ রেকি করে এসেছে। পাহারা থাকে না কোনো। তাই তেমন কোনো বিপদ নেই। তবুও সাবধানের মার নেই। প্রায় নিখুঁত একটা প্ল্যান সাজিয়েছে আপন, মানিক আর শামীম মিলে।

মূল একশান অর্থাৎ আখ কাটতে যাবে আপন আর শামীম। প্রথমে মানিক আর শামীম যেতে চেয়েছিল, যেহেতু ওরা অভিজ্ঞ। কিন্তু প্ল্যান যেহেতু আপনের মাথা থেকে বের হয়েছে, তাই আপন নিজেই যাবে বলে গো ধরল। আসলে আখ চুরির এই বিরল সম্মান অর্জনের সুযোগ সে হাতছাড়া করতে চাচ্ছিল না। অনেক কষ্টে আমরা মানিককে রাজি করালাম।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাঠের এই পাশের অর্থাৎ আমবাগানে পাহারা দেবার দায়িত্বে থাকলাম আমি আর সজীব। সজীবকে আমি সাথে নিতে চাচ্ছিলাম না। অস্থিরতা আর তাড়াহুড়ার জন্য না জানি আমাকে কী বিপদে ফেলে। কিন্তু সবাই মিলে আমাকে গছিয়ে দিল। সিগন্যাল ঠিক হলো কোকিলের ডাক। কেউ আসলে মূল দলকে সতর্ক করে দেবার জন্য দুইবার কোকিলের ডাক ডাকব আমরা।

- এই শীতকালে কোকিল ডাকে না কি? আপত্তি জানালাম আমি।

- 'আরে ব্যাটা, মাথা খারাপ! কিছু কোকিল থাকে না, হুটহাট করে ডাকে? মনে কর ওইরকম কোকিল।' ভূগোল বোঝানোর চেষ্টা করল আমাকে আপন। আগেই বলেছি ও একটা ক্যাবলাকান্ত। কিন্তু ওই যেহেতু মূল পরিকল্পনা করেছে আর বাকিরা সবাই ওকে সমর্থন দিচ্ছে দেখে আমি আর তেমন কিছু বলতে পারলাম না।

মাঠের ওইপাশের অর্থাৎ আখ ক্ষেতের পাশে পাহারার দায়িত্ব একাই নিল সবুজ। কেউ আসলে ও ডাকতে থাকবে শেয়ালের ডাক। নিখুঁত শেয়ালের ডাকতে পারে সে।

মানিক চালাক চতুর। ওর ডিউটি পড়ল আমবাগান যে মেইনরোডের ধারে সেইখানে। কেউ আমবাগানের এদিক থেকে আখক্ষেতের এদিকে আসতে লাগলে এই কথায় সেই কথায় তাকে ভুলিয়ে রাখবে।

আটটা বাজতেই শুরু হয়ে গেল আমাদের অপারেশন।

প্রথমে গেল এডভান্সড পার্টি অর্থাৎ সবুজ। আশেপাশ ভালো মতো জরিপ করল সে। এরপর একবার শেয়ালের ডাক শুনতে পেলাম আমরা। বিসমিল্লাহ বলে বুকে দুআ দরুদ পড়ে ফু দিতে দিতে বেরিয়ে গেল আপন আর শামীম।

আমরা দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছি। সজীব অস্থির ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে আর হাতের আঙ্গুল মটকাচ্ছে। আপনরা যাওয়ার ২ মিনিটও হয়নি, এমন সময় ধুপধাপ শব্দ শুনলাম আমরা। চাঁদের আলোয় দেখলাম ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে আসছে ওরা তিনজন। পেছনে টর্চ লাইট নিয়ে আরও একজন আসছে। নিশ্চয়ই আখক্ষেতের মালিক বা পাহারাদার!

- কী হয়েছে, কী হয়েছে? কাছাকাছি আসতেই দৌড়ে ওদের দিকে গেল সজীব।

- দৌড় না থামিয়েই উচ্চস্বরে ঘনঘন শ্বাস ফেলে শামীম বলল, দৌড় লাগা ব্যাটা। ধরতে পারলে খবর আছে।

এক সেকেন্ড দেরি না করে দৌড় দিলাম আমি। একটু পর পিছু ফিরে দেখি সজীব সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। আসলে ঘটনার আকস্মিকতায় সে কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় যাকে বলে। আমি তার হাত ধরে এক হ্যাচকা টান মারতেই হুশ ফিরল তার। এক দৌড়ে সবাইকে ছাড়িয়ে সবার সামনে চলে গেল সে। সজীব আমাদের স্কুলের সেরা দৌড়বিদ। প্রত্যেকবার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দৌড়ে ফার্স্ট প্রাইজ পায় সে।

দৌড়াতে দৌড়াতে শামীমের পাশে আসলাম।

- ঘটনা কী?

দৌড়াতে দৌড়াতে শামীম যা বলল তার সারমর্ম হলো—

**সবুজ প্রথমে গিয়ে আশপাশ ভালোমতো দেখে আমাদের গ্রিন সিগন্যাল দেয়। আমরা সেখানে গেলাম। দুইটা ভালো মোটা আখ দেখে কোপ মেরেছি। আপন হালকা করে আলো জ্বালিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে আখক্ষেতের ওইপাশ থেকে কে জানি হই হই করে উঠল- 'দাঁড়া, আমি আসছি।'**

সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভিয়ে ফেলল আপন। এরপর

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রা দৌড় দিলাম দুইজন। একটু পর দেখি কও দৌড়ে আসছে। আসলে গ্রিন সিগন্যাল র পরপরই সবুজ সেই লোকটাকে দেখতে । কিন্তু সে তখন ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে। দিয়ে আমাদের সতর্ক করার জন্য শেয়ালের বের করতে পারেনি একটাও।

## চার.

গল্পের প্রথম অংশে ফিরে যাই। ধাওয়া খেয়ে আমরা সবাই নদীর একেবারে কিনারে। ধাওয়াকারী টর্চ লাইটওয়ালা আমাদের মুখে আলো ফেলল। আমরা ও টর্চওয়ালা... সবাই চমকে উঠলাম। আসলে আমরা কেউই কাউকে আশা করিনি।

টর্চওয়ালা হলো আমাদের পাড়ার মাসুদ কাকু। গাঞ্জাখোর হিসেবে আশেপাশের দশগ্রামে এবং অবশ্যয় থানার পুলিশদের কাছে বেশ সুখ্যাতি আছে তার। আখক্ষেতের ঐপাশে সে গিয়েছিল গাজা খেতে। অপেক্ষা করে বসে ছিল সে। তার ইয়ার দোস্তরা আনতে গিয়েছিল গাজা। দেরি হচ্ছিল বোধহয় অনেক। তাই মাসুদ কাকু অস্থির হয়ে পড়ে। শামীমদের আখ কাটার শব্দ শুনে সে ভেবেছিল, বোধহয় তার দোস্তরা গাজা নিয়ে ফিরেছে। কিন্তু এদিকে শামীমরা আবার ভেবে বসে আখক্ষেতের মালিক ক্ষেত পাহারা দিয়েছে। তাই ওরা ছুট লাগায়। গাজা খাবার নেশায় অস্থির মাসুদ কাকু ভাবল, দোস্তরা বোধহয় তাকে গাঁজার ভাগ দেবে না। তাই সেও শামীম অর্থাৎ আমাদের সবার পিছু নেয়।

ইয়ার দোস্তদের বদলে আমাদের দেখে মাসুদ কাকু একটু নিরাশ হয়। আমরা স্বস্তির হাফ ছেড়ে বাঁচি।

‘এত রাতে তোমরা এখানে কী করছ? দৌড়াদৌড়ি করছিলা কেন?’ কিছুটা বিরক্তি নিয়ে প্রশ্ন করে মাসুদ কাকু।

‘না মানে, আমরা লুকোচুরি খেলছিলাম। জ্যোৎস্না রাত তো... পরীক্ষা শেষ।’ মানিক উত্তর দিল আমাদের সবার হয়ে।

বাহ! বাহ! বেশ ভালো। ছোট থাকতে আমরাও কত খেলেছি। কিন্তু এখন তো অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। আর বাইরে থেকো না। যাও বাসায় যাও।

কাকুর কথা মেনে নীরবে যে যার বাসায় চলে গেলাম আমরা। একদিনের জন্য যথেষ্টেরও বেশি এডভেঞ্চার হয়ে গিয়েছে!

****

## প্রাসঙ্গিক কিছু কথা...[২]

মূল গল্প এখানেই শেষ। চমৎকার এই গল্পটার পর কিছু জ্ঞানের কথা বলে তোমাদের মজাটা নষ্ট করে দিতে চাচ্ছি না। তবে গল্পের বিষয়টি আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ। দু চারটা জ্ঞানের কথা ঝেড়েই ফেলি, কী বলো?

১। এরকম চুরি করে ফলমূল খাবার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই কমবেশি ছিল আরকি ছোটবেলায়। তখন আমরা অবুঝ ছিলাম। অনেক কিছুই বুঝতাম না। তবে এই বড়বেলায় এসে কিন্তু আর ফল চুরি করে খাওয়া যাবে না।

২। তোমরা যারা ছোট আছ, এখনই শপথ করো আর এভাবে ফল চুরি করে খাবে না। এভাবে চুরি করে ফল খাওয়াটা ঠিক নয়। এতে অন্য মানুষের হক নষ্ট হয়। এটাতে ক্ষণিকের মজা পাওয়া গেলেও পরে অনেক আফসোস করতে হবে।

৩। যারা ইতোমধ্যেই ফল চুরি করে খেয়েছ, তারা কী করবে? আলিমগণ বলেন[৩]- ছোটবেলায়

---

[২] লস্ট মডেস্টি

[৩] ছোটবেলায় কারও গাছের ফল চুরি করে খেয়ে ফেলেছি, এখন কী করব? শায়খ আহমাদুল্লাহ- https://tinyurl.com/folchuri
ছোটবেলায় অন্যের গাছ থেকে চুরি করে খাওয়া ফল এখন যেভাবে মাফ পেতে পারেন | Mawlana Zahirul Islam- https://tinyurl.com/y9vbhexb

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চুরি করে ফল খাওয়ার অপরাধ মাফ পাবার জন্য যা যা করা যেতে পারে :

ক) ফলের মালিকের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

খ) চুরি করা ফলের মূল্য হিসেব করে (আনুমানিক) সেই ফলের মালিককে পরিশোধ করতে হবে। মালিক বেঁচে না থাকলে মালিকের উত্তরাধিকারীদের কাছে দিতে হবে।

গ) যদি মালিকের কাছে ক্ষমা চাইতে গেলে, মূল্য পরিশোধ করতে গেলে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবার, ঝগড়া-বিবাদের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে ফলের আনুমানিক মূল্য দান করে দিতে হবে। আল্লাহর কাছে ফলের মালিকের জন্য দুআ করতে হবে।

# ভাবিয়া করি কাজ!

নিজেকে বেশ বিচক্ষণ মনে করি বলে যেকোনো কাজ করার আগে চিন্তা-ভাবনা করি। ভালোমতোই ভেবে নিই। কারণ, পরে কাজের ফলাফল যেন আমার বা অন্য কারও ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। তারপর কাজে হাত দেওয়ার আগে আরেকটু চিন্তা করি। যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করার পর কাজটা শুরু করার আগে আরও চিন্তা করি।

ততক্ষণ চিন্তা করি, যতক্ষণ পর্যন্ত না মনে হয় কাজটা আসলে না করলেও চলবে। এরপর আমি অন্য কাজে মনোনিবেশ করি। একইভাবে। অহংকার করছি না। সত্যি বলতে, আমি সারাক্ষণই কাজে ডুবে থাকি।

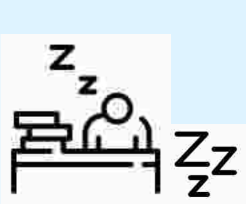


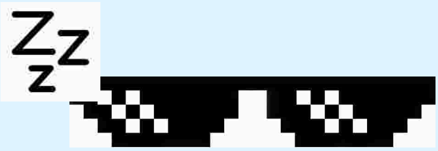

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

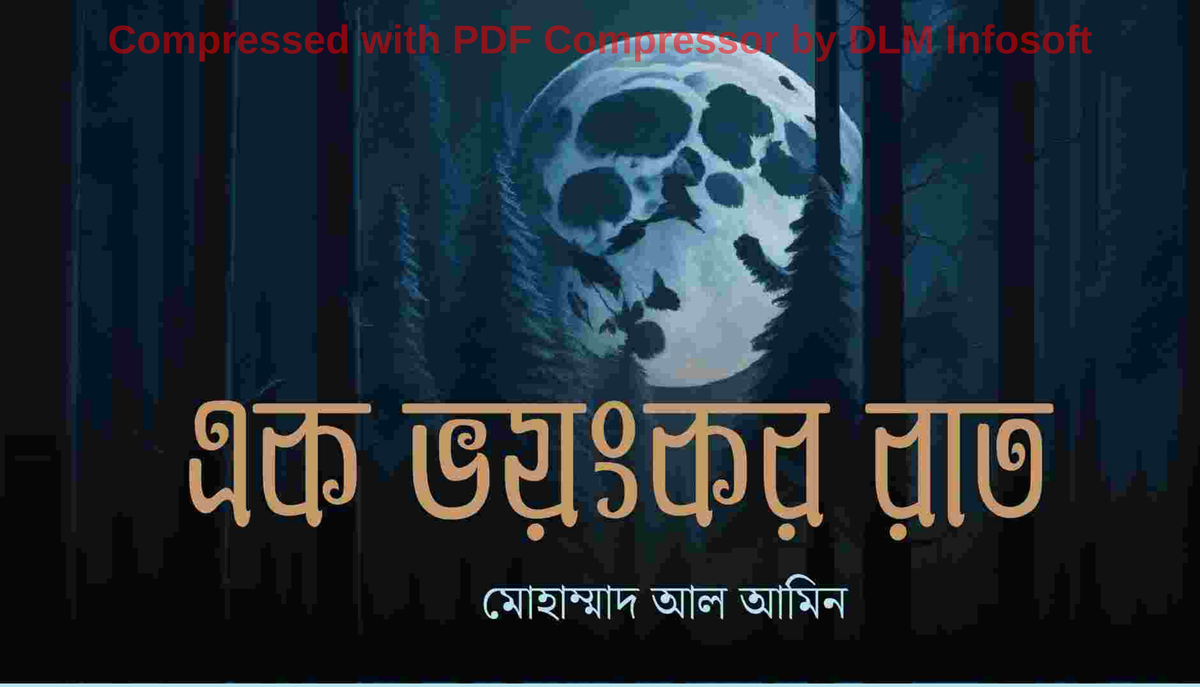

# এক ভয়ংকর রাত

মোহাম্মাদ আল আমিন

শহর থেকে বেশ দূরে নিরিবিলি একটা জায়গা। সেখানেই কাব্যদের বাড়ি। বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বিশাল এক নদী। অন্যদিকে সবুজ বন। সবমিলিয়ে বাড়িটার আলাদা একটা সৌন্দর্য আছে। বাড়ির উঠোনও বেশ বড়। উঠোনে দাঁড়িয়ে সায়মা মেয়ের জন্য অপেক্ষা করছে আর ভাবছে—কাব্য নদীর ধারে একা কী এত খেলে? এত করে কাব্যের আব্বুকে বলি—চলো, শহরে চলে যাই। লোকটা যাবে না। আশ্চর্য একটা লোক! ওর নাকি বাবার ভিটামায়া পড়ে গেছে। বিয়ের পরে আমরা শহরে ছিলাম। আমাদের কোল জুড়ে কাব্য এল। আর আমার অসুখটাও এল। ডাক্তার বলল, আমি আর মা হতে পারব না। আমি বিচলিত হইনি। কাব্যের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা জীবন পার করা যায়। কী সুন্দর মেয়েটা! দুশ্চিন্তায় পড়লাম মেয়েকে নিয়ে। মেয়েটার বিপদের আশংকায় গ্রামে চলে এলাম। নিরিবিলি থাকব।

কাব্য এসে সায়মাকে জড়িয়ে ধরেছে।

- মা, মা! কী করো?

- কিছু করছি না রে, মা। তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। এই আসার সময় হলো?

কোনো জবাব না দিয়েই কাব্য ঘরে চলে যায়। মেয়েটার কোনো খেলার সাথি নেই। আগে খেলার জন্য শহরে বাচ্চাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হতো। ইদানীং তাও হচ্ছে না। লোকটার শুধু কাজ আর কাজ। মেয়েটার দিকে কোনো খেয়ালই নেই, ভাবে সায়মা।

এভাবেই চলছিল দিন।

**হঠাৎ এক বিকালে বেশ দেরি করে বাসায় ফেরে কাব্য। সায়মা রেগে গিয়ে বলল, একা একা এত কী খেলা করো? সায়মাকে অবাক করে দিয়ে কাব্য বলে, 'মা আমি তো একা খেলি না। আমার কাছে একটা মেয়ে আসে। নদীর ধারেই ওর বাসা।'**

আশ্চর্য হয়ে যায় সায়মা। এ কী! এক মাইলের মধ্যে তো কোনো বাড়ি নেই। তাহলে মেয়েটি আসে কোথা থেকে?

- মেয়েটির নাম কী রে, মা?

- নাম তো জানি না, মা।

সায়মা জানে কাব্য মিথ্যা বলে না। তাহলে কে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মেয়েটি? না কি মেয়েটা একা থাকতে থাকতে মানসিক সমস্যায় ভুগছে? বিকালে কামাল এলে তাকে বলতে হবে।

সন্ধ্যে মিললেই কাব্য বই নিয়ে বসে। শব্দ করে পড়ে—

এই ছেলেটা ভ্যাল-ভ্যালেটা

আমাদের বাড়ি যাবি?

এক পয়সার মুড়ি দেব

পেট ভরে খাবি।

এর মধ্যেই বাড়ি ফিরেছে কামাল। সায়মা বলে, 'এই শোনো! কাব্য আজ কী বলছে, জানো?'

কামাল হাতের ব্যাগটা নামাতে নামাতে বলে, কী বলেছে?

সায়মা খুব আগ্রহ নিয়ে বলতে শুরু করে। সব শুনে কামাল বলে, কয়েক দিন যাক; সব ঠিক হয়ে যাবে।

সায়মা বলে, কাব্যর আব্বু, শোনো...!

কোনো পাত্তা দেয় না কামাল। যেন এ কোনো সমস্যাই না। সায়মা ভাবে, লোকটা এমন হলো কেন? আগে তো বেশ ফুরফুরে ছিল।

পরদিন ভোর না হতেই সন্দেশ বানাতে বসে সায়মা। সন্দেশের কথা বললে, নিশ্চয়ই ওই মেয়েটা বাড়ি আসবে। মেয়েটার নামও কাব্য জানে না। কাব্যটা না ভীষণ বোকা।

কাব্যর হাতে একটা সন্দেশ দিয়ে সায়মা বলে, 'মা, শোনো। আজ যদি মেয়েটি আসে, ওকে বাসায় নিয়ে আসবে। ওর জন্য সন্দেশ বানিয়েছি।' কাব্য খুব খুশি হয়ে বলে, 'ঠিক আছে, মা। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।'

নরম ঘাসে নরম পা ফেলে কাব্য দেয় এক ভো-দৌড়। আবার ফিরেও আসে এক দৌড়ে। এসে বলে, 'মা, ও আসবে না। বরং সন্দেশের বাটিটা আমাকে দাও, আমি গিয়ে দিয়ে আসি।'

সামনে এগিয়ে যাচ্ছে কাব্য। সন্দেশের বাটি ওর হাতে। গোপনে পিছু নিয়েছে সায়মা। খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে সে। কাব্য যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু একটা শালিক উড়াউড়ি করছে। কাব্য এগুচ্ছে, সায়মাও এগুচ্ছে। কাব্য গিয়ে বসে পড়ল। বাতাসের সাথে কথা বলছে কাব্য? কই, কেউ তো নেই।

সায়মা খুব কাছে যায় কাব্যর।

- কাব্য, এখানে তো কেউ নেই!

চমকে উঠে কাব্য।

**'মা, তুমি এখানে এলে কেন? মা, ও তো চলে যাচ্ছে। ও আর আসবে না, মা।' এই বলে কান্না শুরু করে দেয়। ভীষণ কান্না। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে সে।**

ঘুম থেকে উঠে কাব্য নুপুরের শব্দ শুনতে পায়। চুড়ির টুংটাং শব্দ। খালি গায়ে লাল প্যান্ট পরা ওই মেয়েটি। তার নুপুরের শব্দে ঘর মুখর হয়ে আছে। ভীষণ ভয় করে কাব্যর। চিৎকার করে উঠে সে। দৌড়ে ঘরে ঢুকে সায়মা।

**- কাব্য, কী হয়েছে?**

**- মা, ও তোমাকে খুন করতে চায়। ওর হাতে ছুরি।**

আশ্চর্য! কাব্য এসব কী বলছে? ঘরে তো কেউ নেই। আমাদের কাব্য কি পাগল হয়ে গেল! বিচলিত হয় সায়মা। তখনই কামাল ঘরে ঢুকে। দু'হাত দিয়ে কামালকে আকড়ে ধরে সায়মা।

'কাব্য পাগল হয়ে যাচ্ছে। চলো, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। চলো, আমরা এ গ্রাম ছেড়ে যাই।'

কামাল হাতটা ছড়িয়ে নিয়ে বলে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে, সায়মা।'

**চিৎকার করে উঠে সায়মা। 'কিছুই ঠিক হবে না। কিছুই না। তুমি আমাদের ভালোবাসো না, তাই**

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

**না? তুমি পাথর হয়ে গেছ। পাষন্ড কোথাকার!'**

পাষন্ড বলাতে কামাল খুব আহত হয়। 'সায়মা, তোমার মাথা ঠিক নেই। তোমাকে অনেকবার বলতে চেয়েছিলাম, বলতে পারিনি।'

'কী বলতে পারোনি?' কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করে সায়মা।

কামাল নরম হয়ে বলে, 'তুমি ভুলে গেছ সেদিনটার কথা? শ্রাবণ মাসের তেরো তারিখ। আমরা শহর থেকে ফিরছিলাম। ফিরতে রাত নামলো। জনমানবহীন নদীর বুকে শুধু আমাদের নৌকা। তোমার কোলে কাব্য ঘুমিয়ে পড়েছে। সেদিন ভাগ্য খুবই অপ্রসন্ন ছিল। আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামলো। তুমুল বৃষ্টি। আর ঝড়। আমাদের নৌকা ডুবে গেল। অনেক কষ্টে তোমাকে উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। কাব্যকে আর খুঁজে পাইনি। পরদিন কাব্যর লাশ পাওয়া গেল। লাশ দেখামাত্র তুমি অজ্ঞান হয়ে গেলে।'

সায়মা চিৎকার করে উঠল, 'তুমি চুপ করো। একটা কথাও বলবে না। ঐ তো কাব্য আমার ঘরে। দিব্যি শুয়ে আছে। আজ ওর পুতুলের বিয়ে।'

– এ সবই তোমার কল্পনা, সায়মা।

সায়মা বিছানার দিকে তাকাল। সত্যিই কেউ নেই। কাব্যর খেলার পুতুল একা পড়ে আছে। সায়মার চোখ দিয়ে অঝোরে পানি পড়ছে। অস্পষ্ট স্বরে বলেই চলছে, 'কাব্য! আমার কাব্য!'

****

# ষোলোতে লেখা পাঠাও তুমিও!

কী? ওপরের লেখাটা পড়ে মন ভার হয়ে আছে? এক্ষুনি মন ভালো করে দিচ্ছি দাঁড়াও।

ষোলো ম্যাগাজিনে নিজের লেখা দেখতে চাও? দেরি না করে জলদি পাঠিয়ে দাও আমাদের এই মেইলে editor.sholo@gmail.com। মেইলের সাবজেক্টে লিখবে 'ষোলোর জন্য লেখা'। লেখা পাঠাতে হবে ১৫ জুলাই ২০২৩ তারিখের মধ্যে।

**যে যে বিষয়ে লেখা দিতে পারবে :**

শুধু ইসলামি লেখা হতে হবে এমন নয়। লিখতে পারো তোমার স্কুল বা কলেজের মজার কোনো ঘটনা, থ্রিলার, ভূতের গল্প, রহস্যগল্প, রম্যগল্প, ভ্রমণকাহিনি, ছোটগল্প, সায়েন্স ফিকশন, ছড়া-কবিতা, কমিকস। সেলফ হেল্প, মোটিভেশন, ক্যারিয়ার টিপস, লাইফ হ্যাকস, লাইফ স্কিল, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান, তথ্য-প্রযুক্তি, অর্থনীতি, ট্রিভিয়া... মনে যা চায় লিখতে পারো সেগুলো। যাদের লেখা প্রকাশিত হবে তাদের জন্য ষোলো'র পক্ষ থেকে থাকবে আকর্ষণীয় পুরস্কার।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

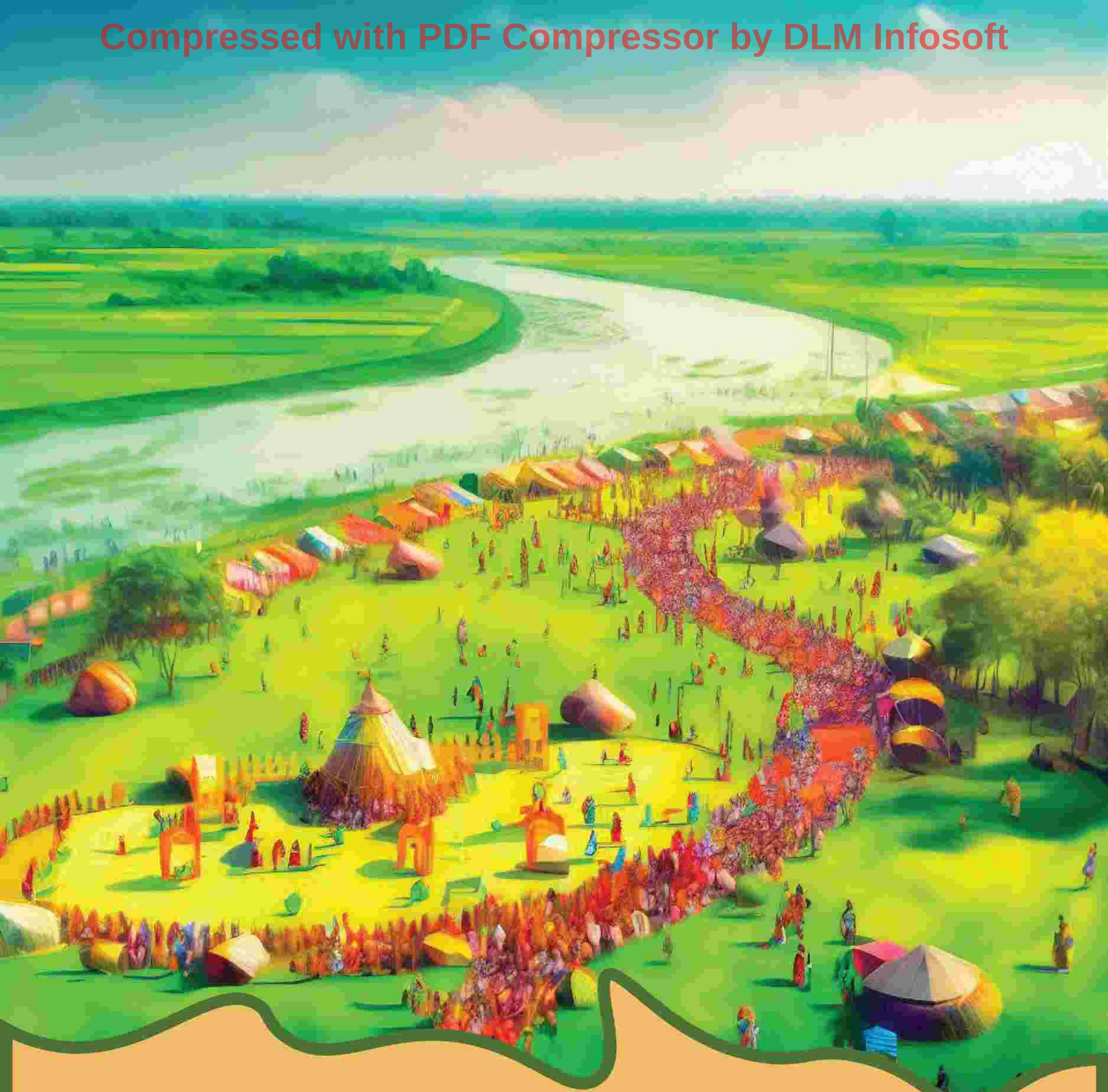

# মেলায় হারিয়ে যাওয়া ছোট ভাই ও পড়া মুখস্তের সমস্যা

আয়াত

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তখন হবে সন্ধ্যা সাতটা। শীতের সময়। আযান, নামায আগেভাগেই হয়ে গেছে। নামায পড়ে বই নিয়ে বসলাম। পর্যায় সারণীর প্রথম বিশটি মৌলের নাম কিছুতেই মনে রাখতে পারছি না। আজ দিয়ে তিন দিন যাবৎ ওই একটা জিনিসই শুধু পড়ছি।

হঠাৎ মাইগ্রেনের ব্যাথা শুরু হলো। আম্মুকে বললাম একটু চা দিতে। আম্মু হঠাৎ আমার ওপর ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'তোর ভাইকে পাচ্ছি না। আর তোর এখন চা লাগবে!'

কথাটা শুনে চমকে গেলাম। বিকালেই তো রাহাত (আমার ভাই) নাচতে নাচতে আব্বুর সাথে মেলায় গেল। আম্মুকে আব্বুর কথা জিজ্ঞেস করতেই বলল, আব্বু মেলাতেই ওকে খুঁজছে। মামাও তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল।

বাড়িতে আম্মু কান্নাকাটি শুরু করেছে। এদিকে টেনশনে আমার মাইগ্রেনের ব্যাথা আরও বেড়ে গেল। মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে। খোঁজাখুঁজি কতদূর জানতে আব্বুকে ফোন দেব ভাবছি, এমন সময় কলিং বেলটা বেজে উঠল। আম্মু হম্বিতম্বি করে দরজা খুলতে গেল। এ ঘর থেকে রাহাতের কান্নার শব্দ শুনতে পেয়ে নিশ্চিত হলাম ওকে পাওয়া গেছে।

গিয়ে দেখি আব্বু ওকে মারছে। আম্মু আর মামা ওকে আগলানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ওর দোষ হলো ক্লাস ফোরে পড়েও কেন আব্বু-আম্মু কারোরই ফোন নাম্বার মনে রাখতে পারে না। আবহাওয়ার করুণ অবস্থা দেখে বুঝলাম—যদি এক্ষুনি গিয়ে পড়তে না বসি, তাহলে বকাবকির তির তীব্র বেগে আমার দিকে ছুটে আসবে।

কিছুক্ষণ পরই আব্বু ঠান্ডা হয়ে গেল। আম্মু ছেলেকে আদর করতে ব্যস্ত। এবার আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো—ওকে যেন আব্বু-আম্মুর ফোন নাম্বার মুখস্থ করাই।

রাতে খাওয়ার পর ওকে নিয়ে আমার ঘরে আসলাম। নাম্বারগুলো বলা শুরু করব এমন সময় ওর গলার কাতর সুর, 'আপু, আমি মনে রাখতে পারি না। অনেক চেষ্টা করি, তাও পারি না।'

মেজাজটা অনেক গরম হলেও মনে হলো রাহাত কথাটা ভুল বলেনি। আমিও যে ভুলে যাই না ব্যাপারটা এমন না। কী করা যায়, কী করা যায়... আইডিয়া!

গুগলে সার্চ দিলাম, 'তথ্য মনে রাখার সহজ উপায়'। একটা লেখার ওপর নজর যেতেই পড়া শুরু করলাম।

'প্রতিদিন আমরা অনেক তথ্যের সাথে পরিচিত হই। কখনো সেটা হয় অনেক মজার। আবার কখনো বিরক্তিকর। আমরা সচরাচর যে তথ্যগুলো জানতে পারি বা শিখি তা মনে রাখার চেষ্টা করি। আমাদের প্রয়োজনেও আমরা তথ্য মনে রাখি।

**দৈনন্দিন হাজার হাজার তথ্যের সাথে পরিচিত হতে গিয়ে দেখা যায়, অধিকাংশ তথ্যই আমরা ভুলে যাই। প্রয়োজনের সময় সঠিক তথ্যগুলো আর মনে পড়ে না। আমরা সব তথ্য একসাথে গুলিয়ে ফেলি। তাই আমাদের শেখা আর জানা জিনিসগুলো মনে রাখার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, যেন আমরা যা শিখি সহজেই তা ভুলে না যাই।**

তুমি যদি তোমার শেখা বা জানা তথ্যগুলোর একটা অংশ ধরে রাখতে চাও, তবে তোমাকে বারবার তথ্যগুলো মনে করে সেগুলো ঝালিয়ে নিতে হবে। নয়তো সহজেই ভুলে যাবে। তোমাকে নিশ্চিত করতে হবে যে, তুমি বারবার তথ্যটির কথা স্মরণ করছ কি না। গরুর জাবর কাটা দেখেছ না? অনেকটা সেভাবে তোমাকে জাবর কাটতে হবে। তো, পুরো ব্যাপারটা কেমন হবে চলো ধাপে ধাপে দেখি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তোমার শেখা নতুন তথ্যগুলো কোথাও লিখে ফেলো।

পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তুমি যা লিখলে তা পুনরায় পড়ো। শুধু পড়লেই হবে না। যা লিখেছ সেটা নিয়ে একটু চিন্তা করো। না দেখে মনে করার চেষ্টা করো কী কী পড়েছ।

তুমি যা যা লিখেছ, তা সাধারণ ফ্ল্যাশকার্ডে (স্টিকি নোট ব্যবহার করতে পারো বা কাগজ ছোট করে কেটে বানাতে পারো) পরিণত করো। অর্থাৎ ছোট ছোট কাগজে বা কার্ডে একটা একটা করে তথ্য লিখে রাখো। [ধরো, রাহাত আম্মুর আর আব্বুর ফোন নাম্বার মুখস্ত করবে। সে একটা কার্ডে আম্মুর ফোন নম্বর লিখল, আরেকটিতে আব্বুর।]

একদিন পর, পরীক্ষা করো তুমি তোমার ফ্ল্যাশকার্ডগুলো ব্যবহার করে কতটা ভালোভাবে তথ্যগুলো মনে করতে পারছ। এটা নিয়মিত করো। বিশেষ করে, তুমি যখন তোমার দৈনন্দিন কাজগুলো করছ।

ট্যাপ ছেড়ে বালতিতে পানি ভরার জন্য অপেক্ষা করছ? একবার তথ্যগুলো স্মরণ করো। স্কুলের জন্য হাঁটছ? পকেট থেকে কার্ড বের করে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নাও। খেলতে মাঠে যাচ্ছ? তথ্যগুলো আবারও মনে করার চেষ্টা করো।

যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে তোমার বারবার সমস্যা হচ্ছে সেগুলোর আরেকটা নোট তৈরি করো। সেগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দাও। তুমি বিষয়গুলো এখনো বুঝে উঠতে পারোনি। হয়তো তাই এই তথ্যগুলো মনে রাখতে পারছ না। এক্ষেত্রে তোমার শিক্ষক বা সহপাঠীর সাহায্য নিয়ে বিষয়টি ভালোমতো বুঝে নাও।

এক সপ্তাহ পর তোমার করা প্রথম নোটটা খুলো। আবার পড়ো। কীভাবে আবার পড়বে?

শেখা তথ্য আবার শেখার জন্য তথ্যগুলো না দেখে লিখো। যদি সব লিখতে পারো, তাহলে তো হয়েই গেল। আর না হলে আবার এক নম্বর ধাপ থেকে শুরু করো।'

আমি এ সবকিছু রাহাতকে পড়ে শুনালাম। আর ওকে এই অনুযায়ী কাজ করতে বললাম। ওর উত্তেজনা দেখে মনে হলো, কতই-না মনে রাখতে পারবে! যদিও আমি জানি ওর পক্ষে শুধু আদর্শলিপির ওই ১, ২ আর অ আ-ই শুধু মনে রাখা সম্ভব।

একটা কাগজে ওকে নাম্বার দুইটা লিখে দিলাম।

দুই সপ্তাহ পর আব্বু আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, ওর উন্নতি কেমন। আমি কেবলই বলতে যাব ওকে দিয়ে হবে না, রাহাত এসে দুটো নম্বরই গড়গড় করে বলে দিল। তখন আব্বুর থেকে বাহবা পাওয়ার জন্য আমিও হাসি হাসি মুখ করে থাকলাম... যেন আমি আগে থেকেই জানতাম যে, ও সব পারবে! তবে পরে ওকে ডেকে বললাম, কী করে করলিরে মুখস্থ?

ও আমার ফোন থেকে মনে রাখার ওই ধাপগুলো বের করল। আর ওর বানানো নোট, ফ্ল্যাশকার্ড, খাতা সব এনে আমাকে দেখিয়ে বলল, 'এইভাবে'।

ওর ওপর প্রক্রিয়াটার প্রভাব দেখে আমি নিজেও সেটা করা শুরু করলাম।

কয়েকদিন পর মৌখিক পরীক্ষা ছিল শফিক স্যারের। স্যার খুব রাগী মানুষ। দেখলেই ভয়ে হাত-পা জমে যায়। স্যার আমাকে পর্যায় সারণীর প্রথম ১০টা মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা বলতে বললেন। আমি সুন্দর করে সব বলে দিলাম! স্যার বেশ প্রশংসা করলেন।

হাসি আমার দু' কানে গিয়ে ঠেকল। টিফিনের জন্য আব্বু যে টাকা দিয়েছিল, সেখান থেকে রাহাতের জন্য একটা মাল্টা কিনলাম। মাল্টা ওর খুব পছন্দ। হাজার হোক সে মেলাতে হারিয়ে গিয়েছিল বলেই তো আমার এই মনে না থাকার সমস্যা দূর হলো!

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছোট থেকেই আমি খুব আবেগী। কারও ওপর রেগে গেলে নিজেই কান্না করি। আবার আমার সাথে কেউ একটু খারাপ ব্যবহার করলেও সারাদিন মন খারাপ করে বসে থাকি। আমার মন খারাপের সময় রুবি আমার সাথে থাকে। ও আমার সবচেয়ে ভালো বান্ধবী। আমাদের বন্ধুত্ব প্রায় ছয় বছরের।

হাই স্কুল পার করে আমরা এক প্রাইভেট কলেজে ভর্তি হলাম। আমি আর রুবি একই বেঞ্চে বসতাম প্রত্যেকদিন। প্রথম দিনই আমাদের কেমিস্ট্রি টিচার এসে বলে দেন, এক বেঞ্চে তিন জন বসতে হবে। এরপর থেকে বেঞ্চের মাঝে আমি, আমার ডান পাশে রুবি আর বামে বসত সুমি। সুমি আমাদের কলেজের নতুন বান্ধবী।

আমরা একসাথে কলেজে আসতাম, যেতাম। টিফিন শেয়ার করতাম, গ্রুপ স্টাডি করতাম। কলেজ লাইফটাতে একসাথে অনেক মজা করেছি।

পড়াশোনা ভালোই চলছিল। জুন মাসের শেষে কলেজে বেতন দেওয়ার ডেট। আব্বুকে বেতনের কথা বললাম। আব্বু কিছু না বলেই চলে গেল। পড়ে আম্মু আমার ঘরে এসে বলল, 'তোর আব্বুর অফিসে কী নিয়ে যেন ঝামেলা চলছে। এই মাসের বেতনটা দেরিতে হবে। তুই তোর কলেজের স্যারদের সাথে একটু কথা বলে দেখ তো, ম্যানেজ করতে পারিস কি না।' আমাকে সরাসরি বলতে হয়তো আব্বু অস্বস্তিবোধ করছিল, তাই আম্মুকে দিয়েই বলাল। আমিও আম্মুকে বললাম আব্বুকে বলতে, যেন টেনশন না করে।

পরদিন কলেজে গিয়ে রুবির থেকে কিছু টাকা ধার চাইলাম। ও বলল, এই মাসে ওরা ঘুরতে যাবে। তাই আমাকে এখন টাকা দিতে পারবে না। সুমি আমার কথা শুনে বলল, ও দিয়ে দেবে। আমি সুমির থেকে টাকা নিয়ে ওই মাসের বেতন পরিশোধ করলাম।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রুবি তিন দিনের ট্যুর শেষ করার পর কলেজে আসলো। ক্লাস শুরু হতে এখনো দেরি। তাই ওর গল্প শুনতে বসলাম। ও কোথায় কোথায় ঘুরল।

ক্লাস শুরু হওয়ার পর খেয়াল করলাম, আমি কলম আনতে ভুলে গেছি। কালকেই নতুন কলম কিনলাম। কোথায় যে হারালাম! রুবি ওর একটা কলম এগিয়ে দিল। কয়েকটা ক্লাস শেষে টিফিনের সময় রুবি বলল, ঘুরাঘুরির জন্য ও অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছে। আমি যেন ওর অ্যাসাইনমেন্টগুলো করে দিই। আমাকে কাগজ দেবে এমন সময় সুমি বলল, 'সামনে তো পরীক্ষা। সাদিকা এতগুলো করতে গেলে ওর তো পড়াই হবে না।' আমি ওর কথায় পাত্তা না দিয়ে রুবির থেকে কাগজগুলো নিয়ে নিলাম। রুবি একটা ক্লাস না করেই চলে গেল। রুবি যেতেই সুমি আমার মাথায় জোরে একটা গাট্টা মেরে বলল—

: এই গাধি, তুই ওকে হেল্প করতে গেলি কেন?

: ও যে আমাকে তখন ক্লাসে কলম দিয়ে হেল্প করল।

: ওর ওই ছোট্ট হেল্পের কথা তোর মনে আছে, আর ও যে তোকে বিপদে দেখেও ঘুরতে চলে গেল সেইটা তোর মনে নেই?

: তাহলে শোন, তোকে একটা গল্প বলি।

দুই বন্ধু মরুভূমির মধ্য দিয়ে হাঁটছিল। কিছুক্ষণ পর তাদের মধ্যে ঝগড়া লাগল। এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে চড় মেরে বসল। চড় খাওয়া বন্ধু কিছু না বলে পাশে থাকা বালিতে লিখল, 'আজ আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু আমাকে চড় মেরেছে।'

এরপর ওরা আবার হাঁটতে থাকল। হাঁটতে হাঁটতে যে বন্ধু চড় খেয়েছিল সে হঠাৎ চোরাবালিতে পড়ে গেল। কিন্তু তার বন্ধু তাকে বাঁচিয়ে দিল। চোরাবালি থেকে উঠে আসার পর সে একটা পাথরে লিখল, 'আজ আমার সেরা বন্ধু আমার জীবন বাঁচিয়েছে।'

যে বন্ধু চড় মেরেছিল আর তাকে বাঁচিয়েছিল, সে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি তোমাকে আঘাত করার পর তুমি বালিতে লিখেছিলে। আর এখন পাথরে লিখছ কেন?'

অপর বন্ধু উত্তর দিল, 'যখন কেউ আমাদের আঘাত করে তখন আমাদের তা বালিতে লিখে রাখা উচিত। ক্ষমার বাতাস যেন এটিকে মুছে ফেলতে পারে। কিন্তু যখন কেউ আমাদের উপকার করে, তখন আমাদের অবশ্যই তা পাথরে খোদাই করে রাখা উচিত। যেন কোনো বাতাস তা মুছে ফেলতে না পারে।'

এবার বল, তুই কী বুঝলি?

বুঝলাম তো অনেক কিছুই রে। আসলেই, ভালো-মন্দ মিলিয়েই মানুষ। মানুষ একেবারে নিখুঁত হতে পারে না। মন্দ বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে ভালো বিষয়গুলোকে মাথায় রাখা উচিত আমাদের।

**'লোকেদের প্রতি কোমলতা করবে, কঠোরতা করবে না; তাদের সুখবর দেবে, ঘৃণা সৃষ্টি করবে না। পরস্পর একমত হবে, মতভেদ করবে না।'**

[ বুখারি, আস-সহীহ, হাদীস নং : ৩০৩৮]

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# মৌমাছির জীবনচক্র

মাহফুজ আলাম দিপু

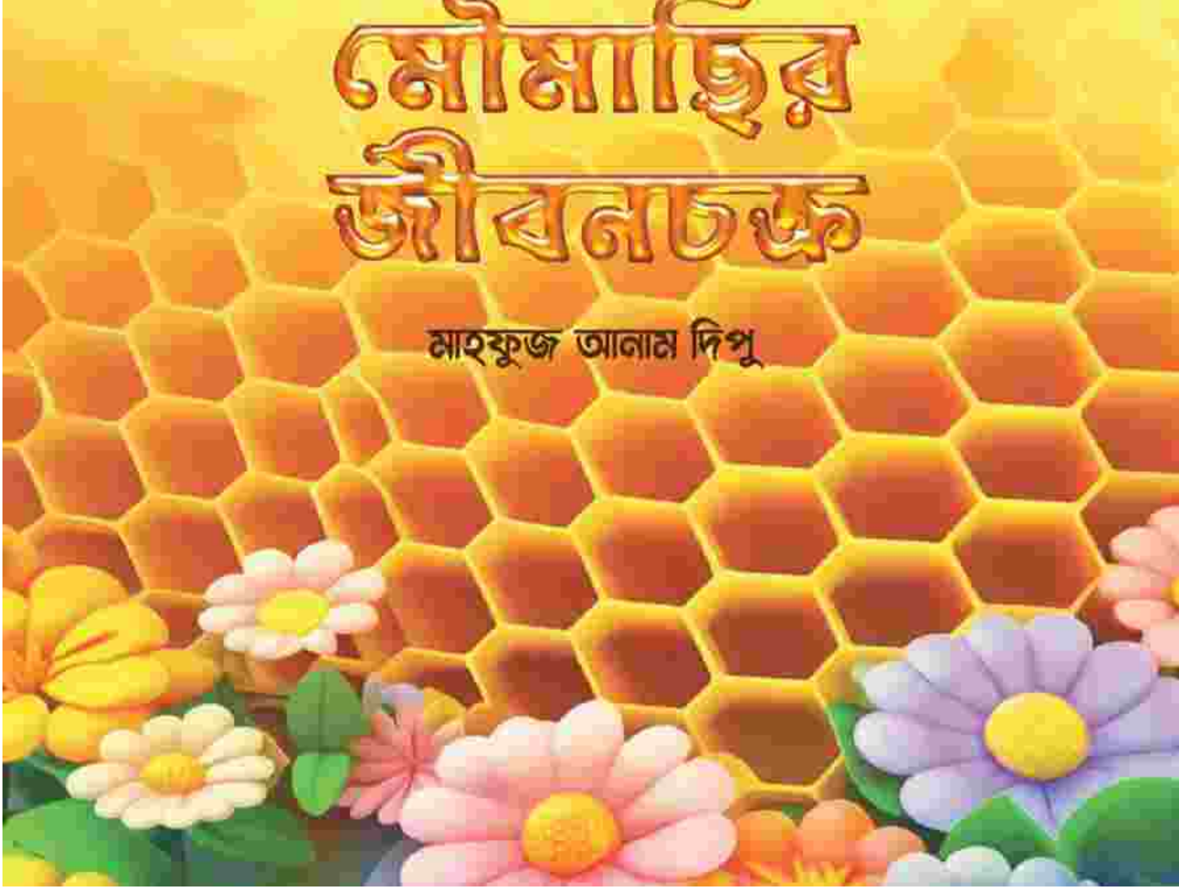

প্রকৃতি যে কত বৈচিত্র ধারণ করে রেখেছে, তার ইয়ত্তা নেই। এত বৈচিত্রের মধ্য থেকে কেন মৌমাছি নিয়ে কথা বলতে হবে? অবশ্যই এর কারণ আছে। সমগোত্রীয় অন্যান্য জীবের চেয়ে মৌমাছি আলাদা। এর রয়েছে বিশেষ কলোনি ব্যবস্থা, যেখানে রয়েছে নির্দিষ্ট আচার-ব্যবহার, বাচনভঙ্গি ও গোত্রভেদ। শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের অন্যতম এক নিদর্শন হলো মৌমাছির জীবনচক্র। পবিত্র কুরআনের সূরা নাহলে আল্লাহ তাআলা মৌমাছির কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও মধুর গুণাগুণ সম্পর্কেও কুরআনে আয়াত এসেছে। মধু সম্পর্কে আমরা সবাই জানি, কিন্তু মৌমাছির বিচিত্র জীবনচক্রের কথা অনেকেরই অজানা।

মৌমাছি সাধারণত গাছের উঁচু ডালে বাসা বানিয়ে থাকে। আগে ধারণা করা হতো, মৌমাচির একটি বাসা বা কলোনিতে দুই ধরনের মৌমাছি থাকে। পুরুষ মৌমাছি বাসা নির্মাণসহ সব ধরনের কাজ করে থাকে আর স্ত্রী মৌমাছিরা শুধু বাচ্চা উৎপাদন করে। কিন্তু এসব ধারণা পালটে যায় ১৯৭৩ সালের পর।

১৯৭৩ সালে অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী কার্ল ভন-ফ্রিশ মৌমাছির জীবনযাপন নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেন। নোবেলজয়ী এই গবেষক লক্ষ করেন, মৌমাছি আসলে দুই প্রকার না; বরং তিন প্রকার। পুরুষ, স্ত্রী এবং আরেক প্রকারের মৌমাছি যারা লিঙ্গভেদে মহিলা, কিন্তু প্রজননে অক্ষম। এদেরকে তিনি নাম দেন শ্রমিক মৌমাছি বা ‘Worker bee’। মূলত এই শ্রমিক মৌমাছিরাই যাবতীয় কাজ করে। অন্য দিকে স্ত্রী মৌমাছির কাজ সন্তান প্রসব করা। আর এ কাজে তাদের সাহায্য করে পুরুষ মৌমাছি। একটি বাসা বা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কলোনিতে একটিমাত্র রানি থাকে। এক রাজ্যে যেমন একজন মাত্র রাজা থাকে এবং বাকিরা সবাই প্রজা হিসেবে তার আনুগত্য করে, ঠিক তেমনি সবাই রানি মৌমাছির আনুগত্য করে।

একমাত্র রানি মৌমাছিই ডিম পাড়ার ক্ষমতা রাখে। একটি রানি মৌমাছি দিনে প্রায় ২০০০ ডিম পাড়তে পারে। মৌচাকে ষড়ভূজাকৃতির ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ দেখা যায়, এর মধ্যেই মূলত রানি মৌমাছি ডিম পাড়ে। এই প্রকোষ্ঠগুলো পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে সকল কিছু করার দায়িত্ব শ্রমিক মৌমাছিদের। রানি মৌমাছি তার ইচ্ছামতো প্রকোষ্ঠ বেছে নেয়। কোথাও বিন্দু পরিমাণ ময়লা থাকলে, সে সেখানে ডিম দেয় না।

রানি মৌমাছি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের খোপগুলোতে নিষিক্ত ডিম এবং অপেক্ষাকৃত বড় আকারের খোপগুলোতে অনিষিক্ত ডিম পাড়ে। নিষিক্ত ডিমগুলো থেকে লার্ভা বেরিয়ে বড় হয়ে কর্মী মৌমাছি হবে এবং অনিষিক্ত ডিমগুলো থেকে লার্ভা বেরিয়ে বড় হয়ে হবে ড্রোন অর্থাৎ পুরুষ মৌমাছি।

মৌচাকে মৌমাছিদের জীবনব্যবস্থাকে একটি মনুষ্য রাজতন্ত্রের সাথে তুলনা করা যায়। এখানে প্রয়োজন অনুসারে প্রজাদের বিদ্রোহও সংঘটিত হয়। একাধিক রানি যদি মৌচাকে বড় হতে থাকে, তবে সবার আগে যেটি পূর্ণাঙ্গ হবে, সেটি অন্যগুলোকে মেরে ফেলে নিজে রানি হবার আশায়। রানির যদি জীবনসংশয়ের ভয় থাকে, কর্মী মৌমাছিরা নিজেদের জীবন বিলিয়ে হলেও তাকে রক্ষা করবে।

এর উদাহরণ মেলে শীতকালে, রানির যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেজন্য তাকে কর্মীরা ঘিরে ধরে একটা উষ্ণ আবরণের মতো তৈরি করে রাখে। একটি মৌচাকে রানি মৌমাছি হলো প্রজননযন্ত্র। কেননা এটিই একমাত্র ডিম পাড়তে সক্ষম উর্বর মৌমাছি। সাধারণত একটি রানি মৌমাছি সাত বছরের মতো বাঁচতে পারে। তবে কর্মীরা যদি প্রয়োজন মনে করে, রানিকে মেরে নতুন রানি নিয়োগ দিতে পারে। রানি মৌমাছি যদি ডিম পাড়তে অক্ষম হয়, কিংবা ডিম পাড়ার পরিমাণ কমে আসে, সবকিছু বিবেচনাতে রেখেই কর্মীরা রানিকে প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।

**মধুর কিছু উপকারিতা -**

* রক্তের হিমোগ্লোবিন গঠনে সহায়তা করে।
* হজমে সহায়তা করে।
* কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।
* দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়।
* তারুণ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

এখন আসি আরও মজার একটি বিষয়ে। মৌমাছিরা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে। এ জন্য তাদের কলোনি ছেড়ে দূরে যেতে হয়। মৌচাকের কর্মী মৌমাছিরা খাদ্য সংগ্রহ করে। সাধারণত মৌচাকে দুই ধরনের কর্মী মৌমাছি দেখা যায়। এরা হলো খাদ্য সন্ধানী কর্মী মৌমাছি বা স্কাউট এবং খাদ্য সংগ্রাহক কর্মী মৌমাছি বা ফোরেজার।

খাদ্য সন্ধানী মৌমাছিরা কোথায় ফুলের মধু রয়েছে, তা সন্ধান করে। খাদ্যের সন্ধান পেলে এরা মৌচাকে ফিরে এসে বিশেষ ধরনের নাচের মাধ্যমে অন্য মৌমাছিদের সেই খাদ্যের উৎস সম্পর্কে তথ্য জানায়। এই নাচকে মৌনৃত্য বলে। মৌনৃত্যের সময় প্রতি সেকেন্ডের জন্য খাদ্য উৎসের দূরত্ব প্রায় ১০০০ মিটার হিসেবে তারা প্রকাশ করে। খাদ্যের সন্ধান পেলে কর্মী মৌমাছিরা মৌচাকের সামনে ইংরেজি '৮'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অক্ষরের মতো একপ্রকার নাচ করে।

বিজ্ঞানী কার্ল ফন ফ্রিশ সর্বপ্রথম মৌমাছি নৃত্যের অর্থ আবিষ্কার করেন। আর এর জন্যই তিনি ১৯৭৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

ফোরেজার মৌমাছিরা এরপর রানির অনুমতি নিয়ে সেই ফুলের কাছে পৌঁছায় এবং মধু সংগ্রহ শুরু করে। মধু সংগ্রহ করা শেষে তারা আবার কলোনিতে ফিরে আসে।

এখানেই শেষ নয়। তারা কলোনিতে ফিরে আসলে তাদের জন্য কিছু মৌমাছি অপেক্ষা করে। এদেরকে গার্ড মৌমাছি বলে। এরা মধুর শুদ্ধি পরীক্ষা করে দেখে। শুধু ভালো মানের মধু সংগ্রহ করা মৌমাছিকেই ভেতরে ঢুকতে দেয়। বাকিদের সেখানেই মেরে ফেলে! কী নিষ্ঠুর, তাই না? অনেক সময় দেখা যায়, মৌচাকের নিচে কিছু মৌমাছি পরে থাকে; এটা তার অন্যতম কারণ।

একসময় রানি মৌমাছিটি বৃদ্ধ হয়ে ডিম পাড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তখন শ্রমিক মৌমাছিরা তাকে ঘিরে ধরে এবং অসংখ্য মৌমাছি মিলে একটি বলের মতো আকার তৈরি করে। এতে করে অসহনীয় তাপের কারণে রানি মৌমাছিটি মারা যায়। এরপর আবার নতুন রানি নির্বাচিত হয়। কী অদ্ভুত, তাই না?

তথ্যসূত্র :

১. Roar Media
২. Wikipedia (en)

**আতর** লাগানো একটি সুন্নাহ। পরিপাটি পাঞ্জাবি কিংবা জুব্বার সাথে একটা ভালো আতর না হলে সব কেমন অপূর্ণ থেকে যায়।

তবে বেশির ভাগ কোয়ালিটি সম্পন্ন আতর দামের দিক দিয়ে অনেকেরই হাতের নাগালের বাইরে থেকে যায়। কেমন হয় যদি ভালো কোয়ালিটির সাথে সাথে খুব রিজনেবল প্রাইসের চমৎকার চমৎকার বাছাই করা আতর পাওয়া যায়?

ভালো কোয়ালিটি এবং রিজনেবল প্রাইস এই দু'টো শব্দকে মাথায় রেখেই **'Mashhadah Fragrance'** নিয়ে এলো বেশ কিছু স্পেশাল আতরের কালেকশন। এখানেই শেষ নয় 'ষোলো' পাঠকেরা অর্ডার করার সময় ম্যাগাজিনের একটি ছবি তুলে পেইজে পাঠালেই পেয়ে যাবেন সকল প্রোডাক্টের উপর ১০% ছাড়!

অফারটি সীমিত সময়ের জন্য, তাই আর দেরি না করে আমাদের ফেইসবুক পেইজ থেকে এখনই অর্ডার করে ফেলুন আপনার পছন্দের আতরটি।

fb.com//mashhadahfragrance
WhatsApp: 01316589661

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

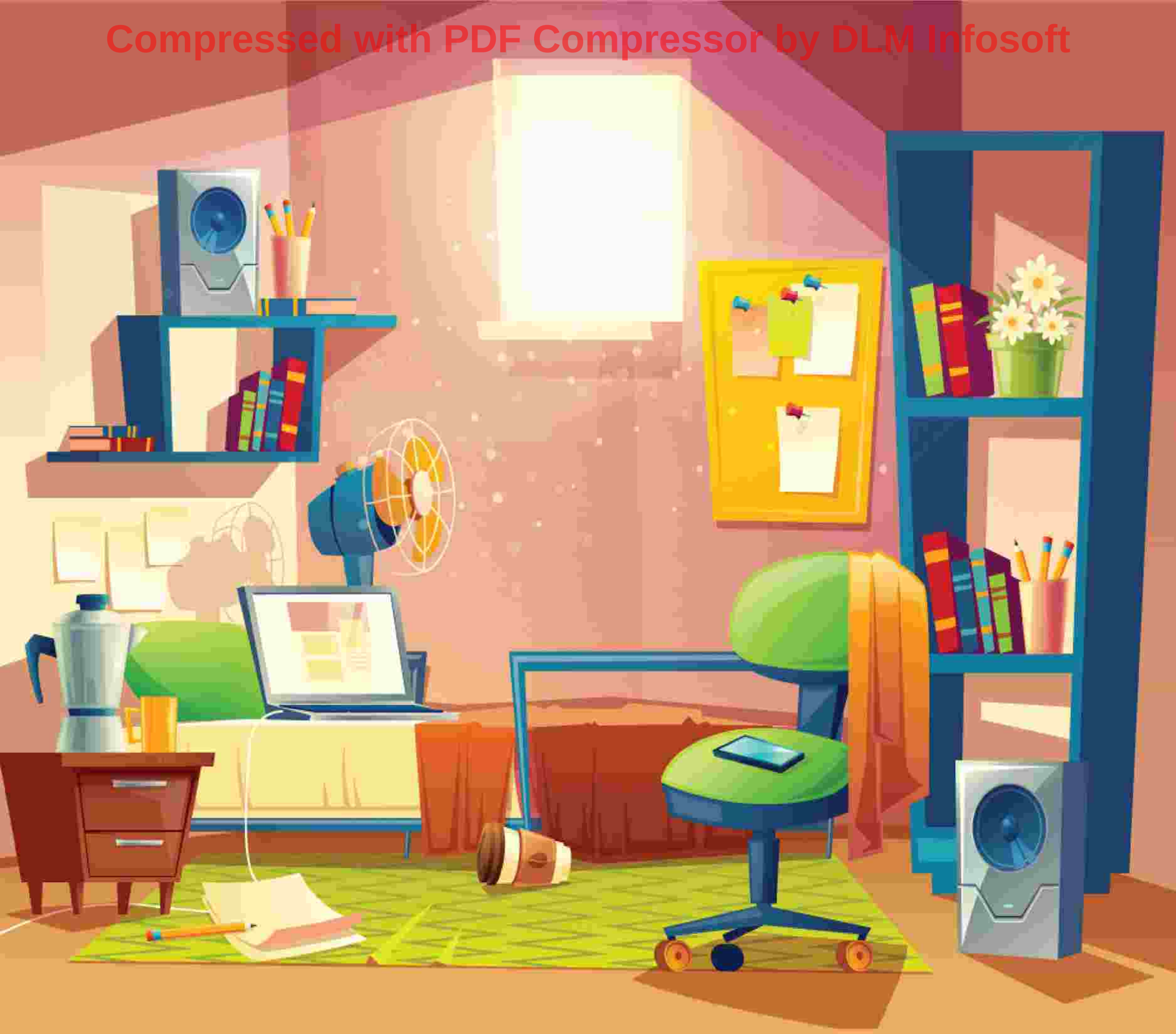

# হোস্টেলের এলোমেলো দিনগুলো সাজিয়ে নাও

আসাদুল্লাহ আল গালিব

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ার জন্য হোক কিংবা জাতির মেরুদণ্ড গড়ার জন্যই হোক, পড়াশোনার জন্য আমরা অনেকেই অনেক কষ্ট করি। অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করি, ত্যাগ করি। তা ছাড়া মনীষীরা তো বলেই গিয়েছেন—ভোগে নয়, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ!

তাই সুখের জন্য কিছু ত্যাগ আসলেই করা উচিত। পড়াশোনার জন্য আমাদের সেরকমই একটি ত্যাগ হলো, বাড়ির আয়েশী জীবন ছেড়ে হোস্টেলের কষ্টের জীবনের সাথে সন্ধি করা।

হোস্টেল লাইফ কিছুটা কষ্টের হলেও, ছাত্রজীবনের বেশ আনন্দদায়ক কিছু মুহূর্ত উপভোগ করা যায় হোস্টেলেই। নতুন নতুন হোস্টেলে আসার পর কিছুদিন মন খারাপ থাকে। বারবার বাড়ির কথা মনে পড়ে, বাবা-মায়ের কথা মনে পড়ে। এই খারাপ লাগা থেকে মনের মাঝে শূন্যতা তৈরি হয়। আর শূন্যতা থেকে মাথা গজাতে শুরু করে নানা ধরনের জটিলতা। পড়াশোনায় খেই হারিয়ে ফেলা, অহেতুক আড্ডায় সময় নষ্ট করা, এলোমেলো দিনরাত্রি, হারাম রিলেশন, মাদকাসক্তি ইত্যাদি অনেক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ে অনেকেই।

ভাইয়া ও আপুরা, তোমাদের অনেকেই হয়তো হোস্টেলে বা মেসে থাকো। লম্বা সময় হোস্টেলে আর মেসে থাকার অভিজ্ঞতা আছে বলে বাবা-মাকে ছেড়ে থাকাটা কতটা কষ্টের তা আমি বুঝি। সুধারণা রাখি—হোস্টেলের ছকে বাঁধা জীবনে ছাত্রজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়টা সুন্দরভাবেই পার করছ তোমরা। তবুও 'বড় ভাইয়া' হিসেবে অল্প কিছু রিমাইন্ডার দিয়ে যাই, যেন কখনো শয়তানের ফাঁদে পড়ে তোমাদের ছাত্রজীবন নষ্টজীবন না হয়ে যায়।

রিমাইন্ডারগুলো হোস্টেলের ছাত্রদের কিছু কমন সমস্যা নিয়ে। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা অনিচ্ছাকৃতভাবেই এসব সমস্যার কাছে নিজেদেরকে শর্তহীন বন্ধক দিয়ে দেয়! এতে করে প্রচণ্ড মেধাবী ছাত্রটাও একসময় হারিয়ে যায় খেই হারানোর স্রোতে! তাই তোমরা এ বিষয়গুলো খেয়াল রেখো।

## স্বাধীনতা মানেই উদ্দাম ঘুরাঘুরি নয়

হোস্টেলে বা মেসে উঠার পর সর্বপ্রথম যে ব্যাপারটার সাথে ছেলেমেয়েরা পরিচিত হয়, তা হলো উদ্দাম স্বাধীনতা। স্কুল বা কলেজের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত না হলে এসবে কোনো ধরনের জবাবদিহিতা থাকে না। খাঁচা থেকে মুক্তি পাওয়া পাখির মতো এলোমেলো উড়ে বেড়ায় সবাই। যেই পড়াশোনার জন্য বাবা-মাকে ছেড়ে হোস্টেলে আসা, সেই পড়াশোনা তখন ডুকরে ডুকরে কাঁদে। রেজাল্টের অবস্থা তো বারোটা বাজার উপক্রম হয় তখন।

এমনটা করা যাবে না। লাগামহীন স্বাধীনতায় লাগাম পরাতে হবে। উদ্দাম ঘুরাঘুরি না করে সুবোধ বালকের মতো পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে হবে।

## 'অসামাজিক' হও

হোস্টেলের এলেবেলে জীবনে আরেকটা সমস্যা দেখা দেয়। নতুন নতুন হোস্টেলে এসে অনেকেই অতিরিক্ত সামাজিক হয়ে যায়। পড়াশোনা বাদ দিয়ে রুমমেটের সাথে অপ্রয়োজনীয় গল্পে মেতে উঠে। অনেক সময় দেখবে, পাশের রুম থেকে কেউ কেউ গল্প করার জন্য আসতে পারে। এগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। পড়ার সময় কেউ গল্প করতে আসলে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবে যে, তুমি বিরক্ত হচ্ছ। ইশারায় কাজ না হলে, বিনয়ের সাথে বলে দেবে যে, তুমি এখন পড়তে বসবে।

যেই 'সামাজিকতা' তোমার পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটায়, সেই সামাজিকতায় সামাজিক হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং এসব ক্ষেত্রে তুমি 'অসামাজিক' হও। ঠিক আছে?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

## খাও যদি খাবার একসাথে

পড়ার সময় গল্প-গুজবে না জড়িয়ে 'অসামাজিক' হলেও, অন্যান্য সময়ে সামাজিকতা রক্ষা করে চলবে। বিশেষ করে খাবার সময়ে। চেষ্টা করবে রুমের সবাই একসাথে খেতে। মাঝেমধ্যে একজনের খাবার আরেকজনকে শেয়ার করলেও সম্পর্ক মজবুত হয়। কখনো যদি খাবার একটু কম থাকে, সেক্ষেত্রে ভাগাভাগি করে খাবে। এতে সম্পর্কের হৃদ্যতা বাড়ে।

খাবার কম আছে দেখে তুমি আগেভাগে খেয়ে নিলে পেট পুরে, পরে একজন না খেয়ে থাকল, এমন যেন না হয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সে ব্যক্তি মুমিন নয়, যে নিজে পেট পুরে খেলো; কিন্তু তার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকল।'[১]

## অনলাইনে অসময়ে

আরেকটা কমন সমস্যা হচ্ছে, অনলাইন আসক্তি। এটাতে অবশ্য শুধু হোস্টেলের দুরন্ত ছেলেপেলেই নয়, বাবা-মায়ের সাথে থাকা নাদুসনুদুস ছেলেমেয়েরাও আসক্ত হয়। অনলাইন আসক্তি কমাতে হবে। এখন তো স্কুল-কলেজে অফলাইনেই ক্লাস হচ্ছে। তাই তোমাদের মতো ষোলোদের অনলাইনে প্রয়োজনীয় কাজ থাকে না বললেই চলে। তাই অপ্রয়োজনে অনলাইনে সময় নষ্ট কোরো না।

অনলাইন আসক্তি বা স্ক্রিন-আসক্তির কারণে তোমার স্মৃতিশক্তি কমে যেতে পারে। এ ছাড়া আরও অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই অনলাইন থেকে বিরতি নিতে পারলেই সবচেয়ে ভালো হবে ইনশাআল্লাহ।

## পড়াশোনায় হও নিয়মিত

হোস্টেলের ছেলেমেয়েদের আরেকটা কমন সমস্যা হলো, পড়াশোনায় অনিয়মিত হয়ে পড়া। দিনের পর দিন নিঃস্বার্থ আড্ডাবাজিতে পড়াশোনার সাথে সাক্ষাৎ হয় কদাচিৎ। জমতে জমতে উহুদ পাহাড় সমান পড়া জমে যায় পরীক্ষার আগে। সরিষা ফুল ছাড়া চোখে আর কিছুই দেখা যায় না তখন।

> শোনো ভাইয়া ও আপু, তোমরা কৌশলী হও। মাঝেমধ্যে বন্ধুদের সাথে একটু-আধটু আড্ডাবাজি করো, সমস্যা নেই। কিন্তু পড়াশোনার সাথে ব্রেকআপ করে নয়। পড়াশোনার সাথে রিলেশন কন্টিনিউ করতে হবে।

খুব বেশি পড়তে হবে, এমন না। প্রতিদিনের ক্লাসের পড়াটা পড়ে নিলেই হবে। তাহলে আর পরীক্ষার আগের রাতে সরিষা ফুল দেখতে হবে না। গোলাপ ফুলও দেখতে পারবে!

## দিনকে সাজাও রুটিনের সাজে

এলোমেলো কোনো কিছুতেই বারাকাহ থাকে না। হাদীসে আছে—আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। ছাত্রজীবনের একটা সৌন্দর্য হচ্ছে, রুটিনমাফিক পড়াশোনা করা। শুধু পড়াশোনা না, দিনের সবগুলো কাজ রুটিনে সাজিয়ে নিলে দিনগুলো অনেক সুন্দর হয়ে যায়। হোস্টেলের ছেলেমেয়েদের তো এ ব্যাপারে বেশ দুর্নাম আছে। তারা না কি প্রচণ্ড অগোছালো। আশা করি, তোমরা এসব দুর্নামের দাঁতভাঙা জবাব দেবে। প্রত্যেকটা দিনকে রুটিনের সাজে সাজিয়ে নেবে। দেখবে, সব কাজে কেমন বারাকাহ পাচ্ছ, ইনশাআল্লাহ।

## নিশি রাইতে বইয়ের সাথে

অনেকের একটা বদভ্যাস আছে। সারাদিন, এমনকি সন্ধ্যায়ও পড়তে বসে না। বইয়ের সাথে তাদের প্রণয় হয় নিশি রাইতে। অথচ পড়াশোনার জন্য এই সময়টা অপেক্ষাকৃত কম প্রোডাক্টিভ।

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং : ১১২

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর রাত জেগে পড়াশোনা করে নিশাচর প্রাণী হলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে।[২]

তাই নিশি রাইতে বইয়ের সাথে প্রণয়ের অভ্যাস বাদ দাও। পড়াশোনার জন্য প্রোডাক্টিভ সময় বেছে নাও।

## তুমি হবে সকাল বেলার পাখি

কেউ রাত জেগে আড্ডাবাজি করে সকালে ঘুমায়। কেউ আবার গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করে সারা সকাল ঘুমায়। এটা মোটেই ভালো অভ্যাস নয়। বুদ্ধিমানের কাজ হলো, রাতে দ্রুত ঘুমিয়ে সকালে দ্রুত জাগা। তুমি হবে সকাল বেলার পাখি। সূয্যিমামা জাগার আগেই তুমি জেগে উঠবে। তবেই না ফুলের বনে ফুল ফুটাতে পারবে, অন্ধকারে আলো জ্বালাতে পারবে।

তা ছাড়া পড়াশোনার জন্যও সকাল বেলা সর্বোত্তম সময়। সারাদিনের মাঝে সবচেয়ে প্রোডাক্টিভ সময় হলো সকাল বেলা। এই সময়ে সকল কাজে বারাকাহ পাওয়া যায়। এ সময়ে পড়লে দেখবে, অল্প সময়ে অনেক পড়া আয়ত্ত করতে পারছ।

## প্রেমের মরায় তুমি ডুবো না

বয়ঃসন্ধিকালের একটা বড় চ্যালেঞ্জ হলো, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রণ করা। চারপাশে বন্ধুদেরকে হারাম প্রেমের অলিগলিতে ঘুরতে দেখে নিজেকে দমিয়ে রাখা বেশ কষ্টকরই বটে। হোস্টেল লাইফে সমস্যাটা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। দেখা যায়, রুমমেট হারাম রিলেশনে জড়িয়ে আছে; আর গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড নামক বস্তুটার সাথে মোবাইলে সারাক্ষণ ফুটুর ফুটুর করছে। এসব দেখে নিজেকে দমিয়ে রাখতে হয়তো অনেক কষ্ট হবে। এই কষ্টটা মেনে নিতে হবে!

শোনো ভাইয়া ও আপু, এই অশান্ত ফিতনার সময়ে নিজেকে পবিত্র রাখতে পারলে সাওয়াবও বেশি পাবে। আর সময় হলে জীবনের এক সবুজ সকালে আল্লাহ তোমার জন্য ঠিকই চক্ষু শীতলকারী কাউকে পাঠিয়ে দেবেন। সে পর্যন্ত নিজেকে পবিত্র রাখো।

আরেকটা বিষয় মন দিয়ে শুনো। একটা ছেলে বা মেয়ের সুন্দর ছাত্রজীবন ধ্বংস হওয়ার জন্য একটা হারাম রিলেশন-ই যথেষ্ট। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ডের পেছনে কী পরিমাণ সময় যে নষ্ট হয়, তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। আর বেশিরভাগ প্রেমেই বিভিন্ন সময় মন কষাকষি, অভিমানী ঝগড়া, সন্দেহের চোরাবালি জীবনের আনন্দ একদম মাটি করে দেয়। পড়াশোনার বারোটা বাজিয়ে দেয়। তাই প্রেমের মরায় নিজেকে ডুবিয়ো না। সবর করো। প্রেমের গলি-ঘুপচি নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য পড়তে পারো লস্ট মডেস্টির *'আকাশের ওপারে আকাশ'* বইটি।

## বালিশে মিলেমিশে

যতই দিন যাচ্ছে একের-পর-এক ফিতনা আমাদেরকে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরছে। আজকাল এমন কিছু ফিতনা মাথচাড়া দিয়ে উঠেছে, যেগুলো এক যুগ আগে আমরা কল্পনাও করিনি। সেরকমই একটি ফিতনা হলো সমকামিতার ফিতনা। যেই অপরাধের জন্য আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা লূত আলাইহিস সালামের জাতিকে নজিরবিহীন আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, সেই অপরাধকে আজ সমাজে 'অধিকার' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইবলীসের বাহিনী উঠেপড়ে লেগেছে। তাদের চক্রান্ত থেকে রেহাই পাচ্ছে না তোমাদের মতো 'ষোলোরাও'।

হোস্টেল-মেসেও ইদানীং এই ফিতনা ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক সময় তোমরা ক্লোজ ফ্রেন্ডদের সাথে একই বিছানায় ঘুমিয়ে থাকো। এ ক্ষেত্রে

---

[২] বিস্তারিত জানতে পড়ো - *ছাত্রজীবন সুখের জীবন!* লিংক - https://tinyurl.com/studentlifehappylife

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অবশ্যই কিছু আদব মেইনটেইন করবে। যেমন- একই কম্বল বা কাঁথার নিচে ঘুমাবে না। এ ব্যাপারে হাদীসে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা আছে।

এ ছাড়া কারও মাঝে সমকামী আচরণ দেখতে পেলে (ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে) তাকে বোঝাতে হবে। তার মাঝে পরিবর্তনের লক্ষণ না দেখলে তাকে এড়িয়ে চলতে হবে। একই রুমে থাকা বাদ দিতে হবে। বাবা-মা, শিক্ষক বা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে কৌশলে জানাবে।

## আগুনের সাথে সন্ধি

হোস্টেল লাইফে ছেলেমেয়েরা যে সমস্যাটাতে সবচেয়ে বেশি জড়িয়ে পড়ে, তা হলো সিগারেটের আগুনের সাথে সন্ধি। কেউ শখের বসে এই বদভ্যাসের কাছে নিজেকে বন্ধক দেয়, কেউবা জীবনের বিভিন্ন না পাওয়ার বেদনা ভুলে থাকার জন্য আগুনের কাছে নিজেকে বন্ধক দেয়।

'এক টানে দুই টানে কিছু হয় না' ভেবে শুরু করা এই বদভ্যাস অধিকাংশ সময় স্রেফ সিগারেটের আগুন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না। সিগারেটের আগুনের প্রেম একে টেনে নিয়ে যায় মাদকের তরল নেশা পর্যন্ত। মৃত্যুর আগেই মরণ হয় অসংখ্য সুন্দর প্রাণের। ধ্বংস হয় ছাত্রজীবন, কবর রচিত হয় বাবা-মায়ের স্বপ্নের।

ভাইয়া ও আপুরা, ভুলেও কখনো আগুনের সাথে সন্ধি করবে না। এই আগুন শুধু দুনিয়াতেই পোড়ায় না, আখিরাতে জাহান্নামের আগুনেরও বন্দোবস্ত করতে থাকে।

***

ভাইয়া ও আপুরা, ওপরের এই সমস্যাগুলোর কাছে কখনোই অসহায় আত্মসমর্পণ করবে না। বরং তোমরা হবে পরবর্তীদের জন্য আদর্শ ভাইয়াপু। হোস্টেলের প্যারাময় লাইফকে একটি সুন্দর ছাত্রজীবনের অণুঘটক বানিয়ে নাও। দেশ ও দশের কল্যাণের জন্য ভালোভাবে পড়াশোনা করো। পৃথিবীকে বদলাতে চাইলে সব মানুষকেই আগে বদলাতে হবে, এমন না। তবে যারা পৃথিবী বদলানোর কাজ করবে, তাদের নিজেদেরকে বদলাতে হবে আগে।

**তুমি কি সাইডবেঞ্চে বসে থাকতে চাও? না কি খেলতে চাও একেবারে স্ট্রাইকিং পজিশনে?**

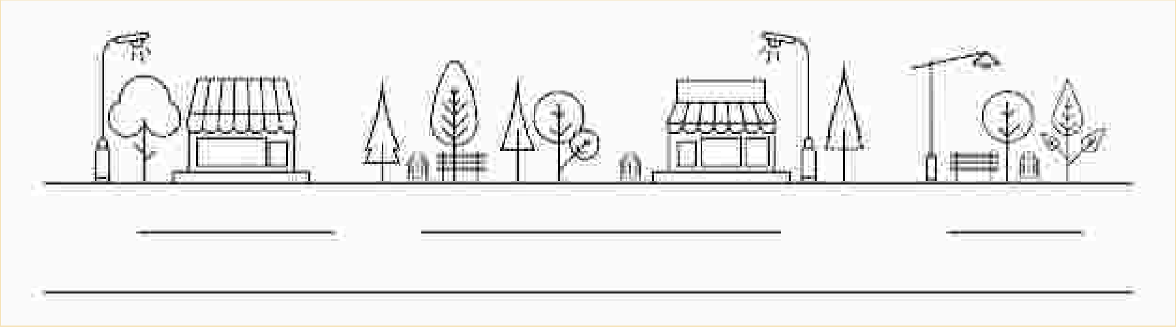

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# স্মৃতিচারণ

ওমর ইবনে সাদিক

আমার বয়স যখন সতেরো–সন্ধ্যার নরম কাঁদামাটিতে ঘোড়ার মতো দ্রুতবেগে জঙ্গলের পাশ দিয়ে ছুটে যেত আমার ফনিক্স সাইকেল। স্বৈরাচারী শাসকের মতো মাড়িয়ে যেতাম বালি, পাথর আর কড়ই গাছের পাতাগুলোকে। দুপাশে বিশাল গাছগুলো সন্ধ্যার অন্ধকারকে টেনে নামিয়ে আনতো একদম মাটিতে। ক্ষুধার্ত শিশুর মতো ব্যাঙগুলো ডেকেই যেত। পুরো জঙ্গল জুড়েই সংসার পেতে রেখেছিল পোকামাকড়ের দল। সন্ধ্যার সুনসান-নিস্তব্ধ জঙ্গলটার পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে হতো, এই বুঝি কেউ টেনে নিয়ে গেল! আয়াতুল কুরসি পড়ে ঘাড়ের রগ শক্ত করে সাইকেল নিয়ে দিতাম এক টা...ন!

ছোটবেলার কথা ভাবলে খুব হাসি পায় এখন। কী বোকাটাই না ছিলাম! এখন অবশ্য জঙ্গলটা এত ভয় লাগে না আমার। লাগবে কী করে? সাতান্ন বছর হলো। এক মাগরিবের ওয়াক্তে আমাকে এখানে পুঁতে দিয়েছে আমার নিজের লোকেরাই।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# মুখচোরা

হাসান আলী

ধরো, ক্লাসে স্যার প্রশ্ন করল। তুমি উত্তর জানো। কিন্তু বলতে চাচ্ছ না। কারণ, তোমার উত্তর ভুল হলে বন্ধুরা হাসাহাসি করবে। ঠিক হলে আবার আঁতেল ইত্যাদি বলে পচাবে। তুমি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় সবাই তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে—এটাতে তোমার অস্বস্তি হয়। লজ্জা লাগে।

এরকম কি হয় কখনো তোমার? আমার প্রচুর হতো। গ্রাম থেকে গিয়েছিলাম শহরের স্কুলে পড়তে। আমার মুখ দিয়ে কিছু বের হলেই ওরা বোধহয় আমাকে গেয়ো ভূত, ক্ষ্যাত বলে পঁচাবে এই ভয়ে সিটিয়ে থাকতাম সব সময়।

আবার ধরো কোনো দাওয়াত খেতে গেছ, কোনো রেস্টুরেন্ট এ গেছ, কোনো আত্মীয়ের বাসায় গেছ—তুমি কি সব সময় ভয়ে, অস্বস্তিতে থাকো—আমাকে যে কেমন দেখাচ্ছে, আমি এত শুকনা, এত মোটা। এই বুঝি এমন কিছু করে বা বলে ফেললাম, যাতে মানুষ ভাববে আমি একটা নিরেট বোকা। আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে।

**কথা বলার সময় নিজেই নিজের কণ্ঠ শুনে ভয় পাও? অপরিচিত মনে হয়? সব সময় নিজেকে গুটিয়ে রাখো? নতুন বন্ধু বানাতে পারো না? কারও সাথে তেমন মিশতে পারো না? দোকানে গিয়ে ভিড় ঠেলে কোনো কিছু কিনতে গেলে ভয় লাগে? এমনটা কি মনে হয় তোমার?**

যদি এমন মনে হয়, তাহলে তুমি প্রতি ২০ জন কিশোর-কিশোরীদের একজন, যারা সোশ্যাল এংজিটিতে ভোগে। ভালো বাংলা আসলে পেলাম না। সামাজিক উদ্বেগ, লজ্জা,[১] ভীতি, কে কী মনে করে ইত্যাদি সব কিছুর সংমিশ্রণ আরকি। এবং চুপি চুপি বলি, এই সবকটি সমস্যা আমারও ছিল! তোমাদের অনেকের চাইতে

[১] লজ্জা কিন্তু খারাপ জিনিস না। লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। বিপরীত লিঙ্গের মানুষের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে তোমার যে লজ্জাবোধ কাজ করে এটা তোমার বিশুদ্ধ অন্তরের লক্ষণ। এটা পরিবর্তন করা যাবে না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনেক বেশি। সবাই ড্যাবড্যাব করে আমাকে দেখছে, আমার সবকিছু খুঁটিনাটি দেখে আমার সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করবে, বা মনে মনে ভাববে এ ধরনের চিন্তাভাবনা কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে আসলে খুবই কমন। নার্ভাস হয়ে যাওয়া, ভয় পাওয়া, আতঙ্কিত হওয়া, টেনশন করা, লজ্জা পাওয়া, অস্বস্তি বোধ করা, অনিরাপদ বোধ করা (ভেতরে একটা কান্না পাবার অনুভূতির মতো অনেকটা। এ সময় বাবা-মার কথা খুব মনে পড়ে)—এগুলো প্রায় সব টিনেজারদের অনুভূতি। তুমি একা নও।

কোন কোন ক্ষেত্রে আমার এমন অনুভূতি হতো, তা এখনো মনে আছে। বিশেষজ্ঞদের বইপত্র ঘাঁটার পর এরকম একটা লিস্টও পেয়ে গেলাম। তো আসো, আগে সেই লিস্টটা দেখে নাও। যেসব পয়েন্ট তোমার সাথে মিলে যায়, সেগুলো টিক দিয়ে রাখো।

- ফোনে কথা বলা
- ক্লাসে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া
- ক্লাসে শিক্ষককে কোনো প্রশ্ন করা, সাহায্য চাওয়া
- সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা
- দাওয়াত খেতে যাওয়া
- স্কুল বা কলেজের খেলাধুলায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করা
- অন্যদের সামনে কথা বলার সময় কাঁপা-কাঁপি, চেহারা লাল হয়ে যাওয়া, তলপেটে গুলুমুলু গুলুমুলু অনুভূতি হওয়া
- অন্যদের সামনে খাওয়া
- এমন কোনো রুমে প্রবেশ করা যেখানে অন্যরা আছে [স্বল্প পরিচিত বা এই টাইপের মানুষজন]
- ক্লাসে জোরে জোরে রিডিং পড়া
- ক্লাসে সবার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলা
- ক্লাসের বোর্ডে কোনো কিছু লেখা
- অপরিচিত মানুষজনের সঙ্গে কথা বলা
- অপরিচিত/পরিচিত মানুষজনের সঙ্গে কথোপকথন শুরু বা যোগদান করা
- অন্যদের সামনে টয়লেটে যেতে লজ্জা পাওয়া

এই লিস্টের অনেককিছুই হয়তো তোমার মধ্যে আছে। তার মানে কি তোমার সমস্যা আছে? তুমি অসুস্থ?

মোটেই না। আগেই তো বললাম এই বয়সে সবারই কমবেশি এমন অনুভূতি থাকে। এমনকি অনেক ধামড়া মানুষেরও এসব সমস্যা থাকে। অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই বয়স বাড়ার সাথে সাথে এ বিষয়গুলো চলে যায়। এই অনুভূতিগুলো নিয়ে চিন্তিত হবার কিছু নেই। কিন্তু যদি তুমি এই অনুভূতিগুলোর কাছে পরাজিত হয়ে সেই কাজগুলো না করো বা বড় হবার অপেক্ষায় থাকো—বড় হলে তো সব ঠিক হয়েই যাবে—তাহলেই শুরু হবে সমস্যার! জীবনের অনেক অনেক কিছু মিস করে ফেলবে তুমি। হয়তো পৃথিবীর বুকে সত্য ও ইনসাফের একশটা ফুল ফোটানোর সুযোগ ছিল তোমার। কিন্তু তুমি ফোটাবে একটা। যাদের এই অনুভূতিগুলো হয় তারা ইতোমধ্যেই হয়তো বুঝে ফেলেছ, কত কী হারাচ্ছ তুমি, তাই না?[২]

এই সিরিজে এই বিষয়গুলো থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, তা নিয়ে আমরা ধারাবাহিক আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। লেখার মাঝে মাঝে বিভিন্ন বাড়ির কাজ দেওয়া হবে তোমাকে। তুমি যদি এগুলো করো, তাহলে ইনশাআল্লাহ এই প্যারাগুলো থেকে মুক্তি পাবে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ...)

[২] কথা বলতে লজ্জা লাগে, তাই গার্লফ্রেন্ডকে প্রপোজ করতে পারিনি—এটা আবার ভেবে বসো না। একটা প্রেমই তোমার জীবনকে ধ্বংস করে দেবার জন্য যথেষ্ট। বিস্তারিত পড়তে পারো *'আকাশের ওপারে আকাশ'* বইতে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# মুখোশ

লস্ট মডেস্টি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শুক্রবার বিকালের দিকে খুব জরুরি একটা কাজ পড়ে গেল। মাগরিবের সালাতের আগে আগে। হন্তদন্ত হয়ে বের হলাম বাসা থেকে। দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম ব্যস্ত ফুটপাত ধরে। ফুটপাতের পাশের ফাস্টফুডের দোকানগুলোও হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ফুটপাতের অর্ধেকটা জুড়ে। হঠাৎ খেয়াল করলাম, এমনই এক দখলদার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের বাসার ছোট ভাই সোহাগ। পাঞ্জাবি পরে সেই মাঞ্জা টাঞ্জা মেরে আছে। অথচ দুপুরে সালাত পড়তে গিয়েছিল ফুটপাতের একশ টাকার টিশার্ট আর লুঙ্গি পরে। ও আমাকে অনেক আগেই দেখেছে। এবং দেখেই দোকানের মধ্যে ঢুকে যেতে চাচ্ছিল। ব্যাপার কী? এমন রহস্যময় আচরণ কেন?

ধরলাম ওকে চেপে। কী মিয়া, এখানে কী? মাঞ্জা মেরে কই যাও?

আমি ওকে এভাবে দেখে ফেলব ভাবেনি সে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কিছুক্ষণ তোতলামি করল। এরপর মিনমিন করে বলল, 'না, ভাই। এই যে মাগরিবের নামাজ পড়তে যাব।'

যা বোঝার বুঝে ফেললাম আমি। পিঠে একটা চাপড় দিয়ে আবার হাঁটা ধরলাম, 'রাতে কথা হবে, ভাইয়া!'

রাতে বাসায় ফিরে দেখি সোহাগ এখনো বাসায় আসেনি। পাশের রুমে গেলাম আড্ডা দিতে। সেই হাসাহাসি করছে ঐ রুমের ওরা।

- কাহিনি কী? এত হাসির কী হয়েছে, আমাকেও একটু বলো। আমিও হাসি!

ওরা কাহিনি বলা শুরু করল। সোহাগের রুমমেট দুইজন এঞ্জেল সাদিয়া টাইপের একটা ফেইক আইডি খুলেছিল মাস ছয়েক আগে। অনলাইন থেকে পাওয়া এক মেয়ের ছবি ক্রমাগত আপলোডের মাধ্যমে ফেইক আইডিকে একেবারে বিশ্বাসযোগ্য রক্ত মাংসের মানুষের আইডি বানিয়ে ফেলে। এরপর সোহাগের একটা পোস্টে লাইক দেয়। হরমোনের লাভায় টগবগ করে ফোটা সোহাগ তৎক্ষণাৎ সেই আইডিতে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায়। এরপর যা ভাবছ তাই। টেম্পু চালানো শুরু। এই ছয় মাস সোহাগের কাছ থেকে হাজার দুয়েক টাকার মতো নিয়েছে ওরা বিকাশে। গিফট কেনার জন্য। সোহাগ বহু আবদার করেছে ফোনে কথা বলার। ভিডিও কলে আসার অনুরোধ করেছে। দেখা করার কথা তো বলত দিনের মধ্যে কয়েকবার করে। কিন্তু ওরা রাজি হয়নি। ছয়মাস খেলার পর ওদের মনে হলো, যাক যথেষ্ট খেলা হলো, এবার ফাইনাল একটা মজা নিয়ে খেলা শেষ করা যাক।

আজকে দুপুরে সালাতের কিছু পর সোহাগকে ওরা বলে, 'বাবু, অমুক এলাকায় আসো। আজকে তোমার সাথে দেখা করব।'

**সোহাগ সেজেগুজে মাঞ্জা মেরে বের হয়ে যায় ঝড়ের গতিতে। ওরা সোহাগকে প্রথমে একটা জায়গায় আসতে বলে, এরপর সেখানে গেলে বলে অন্য এক জায়গায় আসতে। এভাবে পুরো শহরের অর্ধেক ঘুরানোর পর সোহাগকে ব্লক করে ফেইক আইডিটা বন্ধ করে দেয় ওরা।**

গভীর রাতে সোহাগ বাসায় ফিরে। ক্লান্ত, হতাশ, বিদ্ধস্ত হয়ে। ওর সাথে প্রথমে বেশ মজা নেয় বাসার সবাই। এরপর সত্যটা জানায় ওকে। বেচারার মুখের অবস্থা দেখে বেশ খারাপই লেগেছিল।

অল্পের ওপর দিয়ে সোহাগ পার পেয়ে গেলেও সবার কপালে এমন হয় না। অনলাইনের প্রেমে মারাত্মকভাবে ধরা খেয়ে চরম মাশুল গুনতে হয় অনেকের। কত মানুষ যে মাইনকা চিপায় পড়ে তার ইয়ত্তা নেই। টাকাপয়সা, ধন-সম্পদ, মান-সম্মানের পাশাপাশি জীবনটা পর্যন্ত হারায়। সেই সাথে আরও অনেক ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে, যা একটা পরিবারকে পর্যন্ত শেষ করে দেয়।[১] কাজেই সাধু সাবধান।

তোমাদের এখন জীবন গড়ার সময় ভাইয়া, আপু। এ সময় তথাকথিত প্রেম-ভালোবাসায় জড়িয়ে এ জীবন ও ওপারের জীবনটা নষ্ট কোরো না। বাবা-মাকে কষ্ট দিয়ো না।

ভালো থেকো। আল্লাহ হাফেজ।

[১] বিস্তারিত জানার জন্য পড়তে পারো ইলমহাউস পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত আমাদের *'আকাশের ওপারে আকাশ'* বইটি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# পরিণাম

নাঈমুল হাসান তানযীম

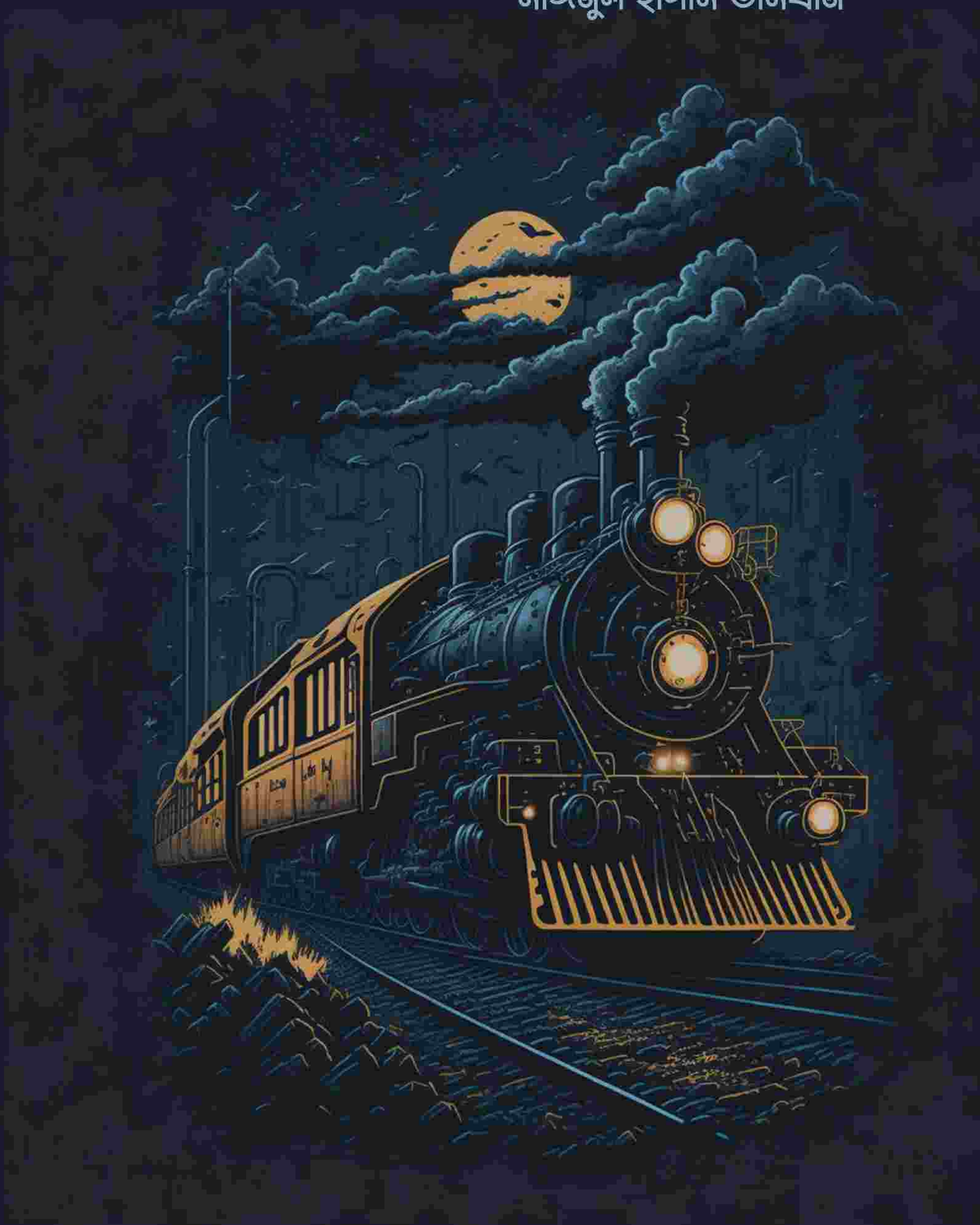

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শাওন বলল, আজ রাতের ভেতরে যে করেই হোক পালাতে হবে। তাই যা যা নেওয়ার গোপনে গোপনে সবকিছু যেন গোছগাছ করে নেয়। জেরিন আগেভাগেই মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে যা যা নেওয়ার ব্যাগে ভরে রেখেছে।

রাত তখন একটা কি দেড়টা হবে। পুরো শহর নীরব, নিস্তব্ধ। মা ও ছোট বোনটা ঘুমিয়ে আছে। জানালা দিয়ে চাঁদের এক টুকরো আলো পড়েছে ছোট বোনটির মুখের ওপর। কি ভীষণ মায়াবী দেখাচ্ছে আজ তাকে! জেরিন চোখ বন্ধ করে চুপিচুপি বেরিয়ে গেল রুম থেকে। একটিবারের জন্যেও ওর পাষাণ হৃদয়টা কেঁপে উঠল না মা আর ছোট বোনটির চেহারা মনে করে!

শাওন সিএনজি নিয়ে জেরিনদের বাসার সামনেই অপেক্ষা করছিল। জেরিন আসামাত্রই দ্রুত সিএনজি স্টার্ট দিল ড্রাইভার। দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা পর ওরা পৌঁছে গেল অন্য শহরে। সেখানে আগে থেকেই সবকিছু ঠিক করে রেখেছিল শাওন।

এক দেড় মাস বেশ শান্তিতেই কাটল ওদের সংসার। দুজনের মাঝে আদান-প্রদান হলো সঞ্চিত সবটুকু ভালোবাসা। কিন্তু এই ভালোবাসা আর স্থায়ী রইল না। দেড় মাস পর শাওনের জমানো সব টাকা ফুরিয়ে গেল। দু' মুঠো ভাত খেতেই তখন ওদের হিমশিম অবস্থা। তার ওপর জেরিন শুনল, ও নাকি নিয়মিত জুয়া খেলে। ভালোবাসা রূপ নিল ঘৃণায়। ক্রমেই দুজনের মধ্যে ঘটতে থাকল সম্পর্কের অবনতি। শাওন দুর্ব্যবহার করতে থাকে জেরিনের সাথে। এমনকি গায়ে হাতও তুলে একপর্যায়ে। দিনদিন মারপিট যেন বেড়েই চলে।

জেরিনের চোখ খুলে যায়, ঘটে যাওয়া এই অন্যায় আর অপূরণীয় এই ক্ষতির কথা ভেবে। কিন্তু চক্ষুলজ্জার কারণে ও না পারে মাকে মুখ দেখাতে, আর না পারে অন্য কোনো আত্মীয়ের কাছে একটুখানি ঠাঁই নিতে। সবকিছু সয়ে তাই শাওনের কাছেই থেকে যায় ও।

কিন্তু একদিন হঠাৎ করেই বাসা থেকে উধাও হয়ে যায় শাওন। একদিন দুদিন করে করে কেটে যায় চার চারটি মাস। শাওন আর ফিরে আসে না।

জেরিনের জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। তুমুল গাঢ় সে অন্ধকার। জেরিন সে অন্ধকারে পথ খোঁজে পায় না। এদিক-ওদিক কোনোদিকেই সন্ধান পায় না এক টুকরো আলোর। উদ্ভ্রান্ত পথিকের মতো দিশেহারা হয়ে ছুটতে থাকে এদিক-ওদিক। হোঁচট খায় পথের এখানে-সেখানে।

জেরিন সেই পড়ে যাওয়া থেকে আর উঠতে পারে না। জীবন তখন দুর্বিষহ হয়ে উঠে তার জন্য।

একদিন কঠিন এক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে সে। বাসা ছেড়ে একাকী বেরিয়ে পড়ে অজানার উদ্দেশ্যে। তারপর আর কোনো খোঁজ নেই।

পুনশ্চ :

সেদিন পত্রিকার প্রথম পাতায় থেঁতলে যাওয়া একটা ছবিসহ বড় বড় অক্ষরে শিরোনাম ছিল এমন—

**'ট্রেনচাপায় এক তরুণীর আত্মহত্যা।'**

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# বাংলার সিংহপুরুষ (২য় পর্ব)
## হাজী শরীয়ত উল্লাহ

শাহরিয়ার হোসাইন

ফরজ! শব্দটি শুনলেই আমাদের এমন কিছু বিধিবিধান মাথায় আসে, যা অবশ্যই পালন করতে হবে। অর্থাৎ অবশ্যপালনীয় বিধানসমূহ। আমরা আজকে এমন একটি বিপ্লব সম্পর্কে জানব, যার নামই ছিল ফরায়েজী আন্দোলন। ফরায়েজী আন্দোলন হলো একটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন, যা উনিশ শতকের প্রথম দিকে সূচিত হয়েছিল। ফরায়েজী আন্দোলনের মুখপাত্র ছিলেন বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক হাজী শরীয়তউল্লাহ রহিমাহুল্লাহ। আজ আমরা জানব ফরায়েজী আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের নেতা হাজী শরীয়তউল্লাহ সম্পর্কে।

হাজী শরীয়তউল্লাহ রহিমাহুল্লাহর জন্ম ১৭৮১ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ফরিদপুর জেলার চর শামাইল গ্রামের এক তালুকদার পরিবারে। ছেলেবেলায় তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। হজের উদ্দেশ্যে তাঁর গুরু মাওলানা বাশারত আলীর সাথে ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় গমন করেন। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে সেখান থেকে দেশে ফিরে আসেন। আরবি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন তিনি।

**মক্কায় থাকাকালীন হাজী শরীয়তউল্লাহ সংকল্পবদ্ধ হন যে, দেশে ফিরে সমাজ সংস্কারে মনোযোগী হবেন। তাই মক্কা থেকে ফিরেই সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে এ অঞ্চলে তাঁর নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে উঠে, সেটাই ‘ফরায়েজী আন্দোলন’ নামে পরিচিত।**

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই আন্দোলনের মাধ্যমে হাজী শরীয়তউল্লাহ যে ফরজের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা ছিল পবিত্র কুরআনে বর্ণিত পাঁচটি অবশ্যপালনীয় (ফরজ) রুকন বা খুঁটি। এগুলো হচ্ছে: ঈমান বা আল্লাহর একত্ব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতে বিশ্বাস, সালাত, সাওম, হজ ও যাকাত। ইসলামে অনুমোদিত নয় এমন সব বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করে দ্বীন ইসলামে যা কিছু অবশ্য করণীয়, তা পালন করার জন্য তিনি মুসলিম সমাজকে আহ্বান জানান।

হাজী শরীয়তউল্লাহ বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন মেনে নিতে পরেননি। তিনি বিধর্মী ইংরেজ শাসনকে ঘৃণা করতেন। তিনি ভারতবর্ষকে ‘দারুল হারব’ বলে ঘোষণা করেন। ‘দারুল হারব’ মানে হলো কুফরি শাসনব্যবস্থায় পরিচালিত রাষ্ট্র। অর্থাৎ, যে ভূখণ্ডে ইসলামি শাসনব্যবস্থা নেই, তা-ই দারুল কুফর তথা দারুল হারব।

যাই হোক, সে সময় মুসলিমদের মাঝে অনেক হিন্দুয়ানি প্রথা ও আচার-আচরণের প্রচলন ঘটেছিল। পোশাক-আশাক থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রেই খালি চোখে হিন্দু ও মুসলিমদের মাঝে তেমন পার্থক্য করা যেত না। পাশাপাশি ইংরেজ শাসনের বলে মুসলমানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে জমিদাররা বাধা প্রদান করতে থাকে। অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের এলাকায় গরু কুরবানি এবং আযান দেওয়া নিষিদ্ধ হলো।

মুসলিমদের ওপর নানা ধরনের কর আরোপ করা হলো। দাড়ি রাখলে কর দিতে হতো। হিন্দুদের বিভিন্ন পূজা-পার্বণ উপলক্ষ্যেও মুসলিম প্রজাদের কর দিতে হতো হিন্দু জমিদারদের। এ ছাড়া ফসলের ওপরেও করের মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হলো। পাশাপাশি নীলকরেরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল কৃষকদের ওপর ব্যাপক অত্যাচার করছিল।

দিন দিন শোষণের মাত্র বেড়েই যাচ্ছিল। যেটা হাজী শরীয়তউল্লাহ কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি নির্যাতিত-বঞ্চিত সকলের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলেন। অন্যায় কর প্রদান করতে নিষেধ করেন। হাজী শরীয়তউল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার শোষিত, নির্যাতিত, দরিদ্র রায়ত, কৃষক, তাঁতি, তেলি সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করে। শুধু মুসলিমরাই নয়, নিম্নশ্রেণির শোষিত হিন্দুরাও দলে দলে যোগ দিল ফরায়েজীদের সঙ্গে।

আল্লাহর ইচ্ছায় হাজী শরীয়তউল্লাহ রহিমাহুল্লাহর প্রচেষ্টায় মুসলিমরা সমাজে প্রচলিত শিরক-বিদআত ও হিন্দুয়ানি প্রথা দূর করে ইসলামের মূলে ফিরে আসে। শোষিত-বঞ্চিত ও নিষ্পেষিত জনসাধারণ হাজী শরীয়তউল্লাহর আহ্বানে নতুন প্রাণসঞ্চারণ অনুভব করল। দলে দলে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগল।

অল্প সময়ের মধ্যে দশ হাজার মুসলিম তাঁর দলভুক্ত হলো। অত্যাচারী হিন্দু জমিদাররা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। এখন মুসলিমদের আর আগের মতো নির্যাতন করা যাবে না। যেসব নিম্নশ্রেণির দরিদ্র মুসলমানদেরকে তারা তাদের দাসে পরিণত করেছিল, তারাও তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। অতএব, তাদের উদ্বিগ্ন ও আতংকিত হয়ে উঠারই কথা।

**কুফরি শক্তি সবসময় ইসলামকে ভয় পাবে, এটাই স্বাভাবিক। বাইরে থেকে মনে হতে পারে কুফর অনেক শক্তিশালী, কিন্তু এর পরাজয় সুনিশ্চিত। তাদের অন্তরে সব সময় পরাজয়ের আতংক লেগেই থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই একমাত্র সাহায্যকারী, যিনি কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করেন আর মুমিনদের বিজয় দান করেন।**

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ বলেন,

**‘যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে তোমাদের ওপর কেউই বিজয়ী হতে পারবে না; আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, সে অবস্থায় এমন কে আছে যে, তোমাদেরকে সাহায্য করবে? মুমিনদের উচিত আল্লাহর ওপর ভরসা করা।’**[১]

ফরায়েজীরা ইংরেজদের সাথে অসহোযোগিতার নীতি অবলম্বন করেন। এর অংশ হিসেবে তাঁরা ইংরেজদের শোষণের হাতিয়ার আদালত বয়কট করেন। পরিবর্তে স্থানীয় আদালত ব্যবস্থা বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এই আদালতে স্থানীয়ভাবেই সকল বিচার-সালিস করা হতো। ঐতিহাসিক জেমস ওয়াইজের মতে, পূর্ব বাংলার পঞ্চায়েতগুলো জনগণের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফরায়েজীদের নিয়ন্ত্রিত গ্রামগুলোতে সংঘটিত হিংসাত্মক বা মারামারির কোনো ঘটনা কদাচিৎ নিয়মিত আদালত পর্যন্ত গড়াত। ফরায়েজী-প্রধান ঝগড়া-বিবাদ নিষ্পত্তি করতেন, তাৎক্ষণিকভাবে বিচারকাজ সম্পন্ন করতেন। এমনকি যেকোনো হিন্দু বা খ্রিষ্টান তার পাওনা আদায়ের জন্য ফরায়েজী নেতাদের কাছে অভিযোগ পেশ করতে পারত। এর ফলে সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেন, মানব সমাজকে এগিয়ে নেবার জন্য বস্তুগত উন্নয়নের চেয়েও ইনসাফ তথা ন্যায়বিচার বেশি জরুরি। ফরায়েজীরা এ কাজটিই করতে পেরেছিলেন। আগেই বলেছি, জমিদারদের বিরুদ্ধে ফরায়েজীদের সহায়তা লাভের জন্য এ আন্দোলনে যোগ দেন বিপুলসংখ্যক হিন্দু ও দেশীয় খ্রিষ্টান। কেননা, শোষণ-নিপীড়ন কেউই সহ্য করতে পারে না। ভিন্নধর্মী হওয়া সত্ত্বেও তারা একাত্মতা প্রকাশ করেছিল ফরায়েজীদের সাথে।

এভাবেই যখন আন্দোলনের ব্যপ্তি বাড়তে থাকল, তখন ইংরেজ, নীলকর আর জমিদারদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। তাই ১৮৩৭ সালে তারা শরীয়তউল্লাহ রহিমাহুল্লাহকে তিতুমীরের মতো স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের উদ্যোগের ‘অভিযোগে’ অভিযুক্ত করে। ফরায়েজীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় অসংখ্য মামলা। ইউরোপীয় নীলকররা তাদের সহায়তা করে। কিন্তু ফরায়েজীদের প্রচেষ্টাগুলো ছিল সুচিন্তিত। রাষ্ট্র ও প্রচলিত আইনকে সরাসরি লঙ্ঘন করছিল না তাদের প্রয়াস। দিনশেষে অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। তারপরও হাজী শরীয়তউল্লাহ রহিমাহুল্লাহকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয় কিছুদিনের জন্য। তাঁর মুক্তির জন্য নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছিল শোষক শ্রেণির মানুষেরা।

১৮৪০ সালে হাজী শরীয়তউল্লাহ মারা যান। কিন্তু থেমে যায়নি এই আন্দোলন। পরবর্তীতে তার ছেলে মুহসিন উদ্দিন দুদু মিয়ার হাত ধরে ফরায়েজী আন্দোলন পায় অন্য মাত্রা। আমাদের আত্মপরিচয়, সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা এবং সত্যিকার ইসলামি জীবনধারার উত্থানের প্রয়াসের পাশাপাশি স্বাধীকারচেতনার নতুন জমি তৈরি হয় দুদু মিয়ার হাত ধরে, যার ওপর পা রেখেছে কৃষিপ্রধান বাঙালি মুসলমানের পরবর্তী অগ্রগতি!

পরবর্তী পর্বে আমরা জানব মুহসিন উদ্দিন দুদু মিয়া সম্পর্কে এবং কীভাবে এগিয়ে গিয়েছিল সেই ফরায়েজী আন্দোলন! সেই পর্যন্ত উপলব্ধি করতে থাকো মহান এই মানুষটির কাজের গুরুত্ব ও সাধারণ শোষিত মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসাকে।

[চলবে ইনশা আল্লা

[১] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ১৬০

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# ফলোয়ার

হিমেল মাহমুদ

ছোটবেলা থেকেই মাসুদের স্বপ্ন, অনেক নাম কামাবে। তার বয়স আজ বিশ। কিন্তু সে এখনো কোনো খ্যাতি অর্জন করতে পারেনি। কদিন নিউজফিড স্ক্রল করতে করতে হঠাৎ তার সামনে ভেসে উঠল পরিচিত এক মুখ। এ তো তার বন্ধু শাহেদ। ভিডিওটিতে শাহেদ বানরের মতো করে তার হাত পা ছুড়ছে আর কোমর দুলাচ্ছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিক বাজছে, 'পাছ আও না, সাথ রাহো না'।

মাসুদ দেখল ভিডিওটিতে হাজার হাজার লাইক আর কমেন্ট। সে ফ্রেন্ডের প্রোফাইলে ঢুকল। ফলোয়ার 100K!

মাসুদের মাথা ঘুরে গেল। শাহেদ এত জনপ্রিয় হয়ে গেছে! শাহেদকে নক দিল সে ম্যাসেঞ্জারে।

- বন্ধু, কেমন আছ?

দশ মিনিট পর মেসেজ সীন করল শাহেদ।

- ভালো। তুই?

- এত দেরি করে রিপ্লাই দিলি কেন, শালা!

- রাগ করিস না, বন্ধু। ব্যস্ত ছিলাম। টিকটক করছিলাম। টিকটকে আমি এখন অনেক বড় সেলিব্রিটি। আমার টিকটকে 1M ফলোয়ার!

- তুই এত জনপ্রিয়! কীভাবে সম্ভব! তোর এত ফলোয়ারের রহস্য কী?

- এখন টিকটকে ট্রেন্ড চলছে, শাড়ি বা বোরখা পরে কোমর দুলিয়ে এবং মেয়েদের ভয়েসে লিপসিং করে ভিডিও বানানো।

- তোর লজ্জা করে না এসব করতে?

- লজ্জা করবে কেন? জনপ্রিয় হতে গেলে একটু-আধটু এসব করতেই হয়।

- ওহ, আচ্ছা।

ছয় মাস পর!

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শাহেদদের বাড়ির ছাদে শাড়ি পরে এক যুবতী নাচছে। তাকে সঙ্গ দিচ্ছে এক যুবক। আরেক যুবক সেটার ভিডিও শুট করছে। কিছুক্ষণ ধরে বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করছিলাম। এসব বাজে ভিডিও শুট করতে বারণ করার জন্য শাহেদদের ছাদে গেলাম।

ছাদে যাবার পর আমার মাথার ওপর যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। আমি যাকে যুবতী ভাবছিলাম সে আসলে একজন পুরুষ! আরে এ তো আমাদের প্রিয় মাসুদ।

- মাসুদ, তোমার এই দশা কেন? তোমার শরীর ও পোশাকে এত পরিবর্তন কেন?

- ভাইয়া, আমার নাম আর মাসুদ না। আমার নাম এখন এঞ্জেল মাসুদ। আমার এই নামে একটা টিকটক আইডি আছে। আমার 10M ফলোয়ার। আমার ভিডিওগুলোতে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার কইরেন, ভাইয়া।

এক বছর পর...

**ব্যস্ত নগরীতে একটা নগ্নমূর্তির নিচে একদল যুবক বসে আছে। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সাইনবোর্ড হাতে। তাদেরকে ক্যামেরায় বন্দী করার জন্য ব্যস্ত কিছু সাংবাদিক ভাইয়েরা। তাদের একটাই দাবি, সমকামিতাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুমোদন দিতে হবে। ভালো করে লক্ষ করে দেখলাম, যুবকদলের মধ্যে মাসুদ সরি, এঞ্জেল মাসুদও রয়েছে।**

***

ওপরের গল্পটা কাল্পনিক। তবে বাস্তবতা বিবর্জিত নয়। খুব শীঘ্রই এমন একটা কিছু বাংলাদেশে হতে চলেছে। লূত আলাইহিস সালামের জাতির কথা কি ভুলে গেছি আমরা? কী পরিণতি হয়েছিল তাদের?

তুমি কি ভাবছ বিভিন্ন অমুসলিম রাষ্ট্রে তো এটাকে বৈধ করা হয়েছে। তাদের ওপর তো গজব আসল না। আল্লাহ ছাড় দিচ্ছেন বলে ভাবছ, ছেড়ে দেবেন। আল্লাহ যখন পাকড়াও করবেন, তখন পালাবার পথ পাবে না। আর গজব কি ইতোমধ্যে আসেনি? ওদের পরিবার ও সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। ভয়ংকর রোগব্যাধি, খুন, ধর্ষণ, হতাশা, আত্মহত্যা, একাকিত্ব ওদের কুরে কুরে খাচ্ছে। বৃদ্ধ বাবা-মা একাকী ফ্ল্যাটে মরে থাকে, লাশ পঁচে গলে যায়, তাও কেউ ওদের খোঁজ নিতে আসে না। এগুলো কি আযাব নয়?

তাই এগুলো প্রমোট করা বন্ধ করো। নিজের অজান্তেই তুমি সমকামিতাকে প্রমোট করছ। সতর্ক হও।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

**‘আল্লাহ তাআলা সেসব মহিলাদের ওপর অভিশাপ করেছেন, যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং সে সকল পুরুষদের ওপর অভিশাপ, যারা মহিলাদের বেশ ধারণ করে।’**[১]

একই হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহুও।[২]

হে ভাই, কেন তুমি এভাবে নিজেকে ছোট করছ? আল্লাহ তোমাকে পুরুষ বানিয়েছেন। তোমার আচার-আচরণ হবে পুরুষালী। কেন তুমি এভাবে নিজেকে অসম্মান করছ?

[১] বুখারি, আস-সহীহ, হাদীস নং : ৪৪২৯
[২] আবূ দাঊদ, আস-সুনান, হাদীস নং : ৪৪৬৯

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# দুআ সিরিজ :

## বিষধর প্রাণীর ক্ষতি থেকে বাঁচার দুআ

ইনজেকশনে আমার খুব ভয় করে। কিন্তু এই কয়দিন আগেই ইনজেকশন দিতে হলো। অসাবধানে পা দিয়ে বসেছিলাম এক কুকুরের গায়ে। আর যায় কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে দিল কামড়। এরকম অসাবধানতাবসত কামড় অনেককেই খেতে দেখেছি। বিড়ালের কামড়, কুকুরের কামড়, এমনকি সাপের কামড় পর্যন্ত।

ইনজেকশন দেবার সময় আমার ভয় পাওয়া দেখে ডাক্তার হো হো করে হেসে উঠল।

**'আরে, পুরুষ মানুষ হবে বাঘের মতো, ভয়ডরহীন। এমন করলে হবে!' ইনজেকশন দিতে দিতে বললেন উনি।**

হাতে স্টিচ বেঁধে নেবার পর আমার আতঙ্ক কিছুটা কমল। এতক্ষণ মনে মনে ডাক্তারের চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করছিলাম। এবার একটু ভালো করে তার দিকে তাকালাম।

ডাক্তারের বয়স একেবারেই অল্প। কেবল পাশ করে বের হয়েছে মনে হয়। একমাথা চুল, গালে সুন্দর দাড়ি। নূরানি চেহারা যাকে বলে। হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। উনার চেহারা দেখে আমার রাগ কিছুটা কমল।

- বুঝছ, তুমি যদি একটা দুআ জানতে, তাহলে কিন্তু আর এই ইনজেকশন দেওয়া লাগত না?

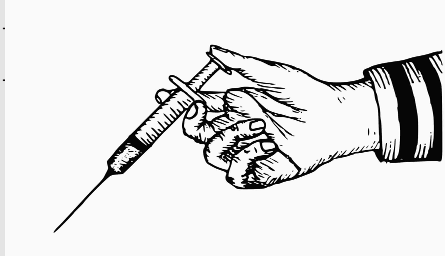

**أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ**

**(উচ্চারণ : আউযু বিকালিমা-তিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খলাক)**

এর অর্থ হলো, আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাইছি।

- এই দুআ পড়লেই হবে?

- হাদীসে তো এমনই এসেছে। আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

**'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এই দুআ তিনবার পড়বে, আল্লাহ তাআলা তাকে সমস্ত প্রাণী, বিশেষ করে সাপ, বিচ্ছু প্রভৃতি বিষাক্ত ও কষ্টদায়ক প্রাণীর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন।'**[১]

তার মানে আবার এমন না যে, তুমি গোখরা সাপের সামনে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে—সাহস থাকলে কামড় মার!

চেম্বারে অন্য রোগী ঢুকছে। বের হবার আগে পিঠে একটা স্নেহের চাপড় অনুভব করলাম। ডাক্তার ভাইয়া হাসিমুখে বিদায় জানালেন আমাকে।

ভালো থেকো, চ্যাম্প! হাসপাতালে আর যেন দেখা না হয়!

---

[১] তিরমিযি, আস-সুনান, হাদীস নং : ৩৬০৪

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

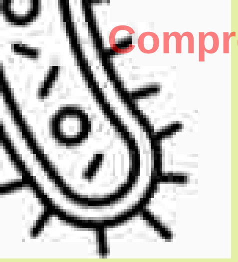

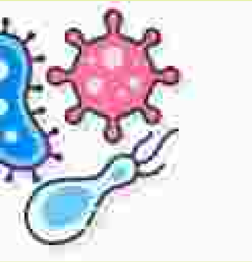

# টয়লেটের চাইতেও ১০ গুণ নোংরা বস্তু তোমার পকেটে!

লস্ট মডেস্টি

**হ্যাঁ, ভাইয়া ও আপু!** শিরোনাম ঠিকই পড়েছ। টয়লেটের চাইতেও ১০ গুণ নোংরা বস্তু তুমি পকেটে নিয়ে ঘুরো। বিছানায়, খাবার টেবিলে, পড়ার টেবিলে, টয়লেটে, ক্লাসরুমে, খেলার মাঠে, মাসজিদে—দুনিয়ার এমন কোনো স্থান নেই যেখানে তুমি সেটা নিয়ে যাও না। দিনের প্রায় ২৪ ঘণ্টাই তুমি তাকে নিয়ে থাকো। তার সাথে তোমার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। তাকে না দেখলে তুমি থাকতে পারো না। সেটা কী জিনিস, বলো তো! ধরে ফেলেছ, তাই না?

সেটা হলো মোবাইল ফোন। তোমার জীবনের অপরিহার্য মোবাইল ফোন এতটাই নোংরা। এটা আমার কথা না। আমেরিকার অ্যারিযোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের কথা। ইউনিভার্সিটি অফ টারটুর আরেকদল গবেষক জানাচ্ছেন, হাই-স্কুলের শিক্ষার্থীদের ফোনে প্রায় ১৭ হাজার ব্যাকটেরিয়ার জিন প্রতিলিপি তৈরি করে সংখ্যায় বেড়েছে।

আসলে এই যে আমরা টয়লেট থেকে শুরু করে রান্নাঘর, লোকাল বাস, ক্লাসরুম, মাঠে-ময়দানে সব জায়গায় নিয়ে যাই, সেখান থেকে জীবাণু চলে আসে আমাদের ফোনে। ফোনের উষ্ণ আবহাওয়া জীবাণুদের জন্য পোয়াবারো হিসেবে আবির্ভূত হয়। সমানে বংশবিস্তার করে তারা। তো এরপর তারা ফোন থেকে পার হয় আমাদের আঙ্গুলে, হাতে। সেখান থেকে মুখে, নাকের মাধ্যমে শরীরের অভ্যন্তরে। ব্রিটিশ কলাম্বিয়া সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল তো বলেছেই—মোট ইনফেকশনের শতকরা ৮০ ভাগই ছড়ায় হাতের মাধ্যমে।[১]

[১] How Dirty Is Your Cell Phone? sanipro-fessional.com- https://tinyurl.com/32c2udfr

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বুঝতেই পারছ, রোগজীবাণুর এই আতুড়ঘর ফোনকে পরিষ্কার রাখতে হবে নিয়মিতই। না হলে শরীরে বাসা বাঁধতে পারে নানা রোগ। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙেচুরে দিতে পারে। যেমন ধরো, মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে থাকা E.coli ব্যাকটেরিয়া জ্বর, বমি, ডায়রিয়া ইত্যাদি সৃষ্টি করে। MRSA হাড়, ফুসফুস, হৃদপিন্ডের ভাল্ব ইত্যাদিতে প্রাণঘাতী ইনফেকশন তৈরি করে। তা ছাড়া তোমার শরীরকে বহুল ব্যবহৃত কিছু এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। অর্থাৎ অসুখ হলে নিরাময়ের জন্য তোমার শরীরে সেই এন্টিবায়োটিক ওষুধগুলো আর কাজ করবে না। ওইদিকে স্ক্রিনে থাকা মোল্ড ফাংগাসের কারণে এলার্জিজনিত অসুখ বৃদ্ধি পাবে। যেমন- সর্দি কাশি, গলা, নাক চুলকানো, শ্বাসকষ্ট, মাথা ব্যাথা, ক্লান্তিভাব ইত্যাদি।[২] এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে মোবাইল ফোন পরিষ্কার করতে হবে?

## যা যা লাগবে[৩] :

দুটো নরম মসৃণ কাপড়, ক্ষারমুক্ত সাবান, টুথপিক বা কটনবাড ও পানি।

## যেভাবে পরিষ্কার করবে :

প্রথমে জানতে হবে তোমার ফোন কতটা পানিনিরোধক। সেটা বুঝে ঠিক করো ফোন পরিষ্কারের জন্য কতটা পানি ব্যবহার করা নিরাপদ হবে। সরাসরি পানি ব্যবহার না করে সতর্ক থাকার জন্য ভেজা টাওয়েল ব্যবহার করতে পারো।

১. ফোনের সঙ্গে কোনো কেবল লাগানো থাকলে সেটা খুলে ফোন বন্ধ করো। খেয়াল রাখবে, ফোনের ও তোমার, কারও যেন ক্ষতি না হয়।
২. হালকা ক্ষারমুক্ত সাবানের সঙ্গে পানি মিশিয়ে নিজের বিবেচনায় সাবান-পানির অনুপাত ঠিক করো।
৩. এক টুকরো নরম মসৃণ কাপড় সাবান-পানির মিশ্রণে ভিজিয়ে নাও। এরপর কাপড় থেকে অতিরিক্ত পানি ভালোভাবে ঝরিয়ে নাও।
৪. পানি ঝরানো ভেজা কাপড় দিয়ে ফোনের ওপর, নিচ ও পাশের অংশ মুছো।
৫. ফোন যতই পানিনিরোধক হোক না কেন, সরাসরি সাবান-পানির মিশ্রণে ডুবাবে না।
৬. এবার এক টুকরো শুকনো নরম মসৃণ কাপড় দিয়ে ফোন মুছে নাও।
৭. সিমহোল্ডার থেকে সিম খুলে নাও। সেটিও চাইলে পরিষ্কার করতে পারো। তবে করতেই হবে এমন নয়।
৮. সাবান-পানির মিশ্রণে কটনবাড ডুবিয়ে নাও। আঙুল দিয়ে চেপে অতিরিক্ত পানি ঝরিয়ে নাও।
৯. সিমকার্ড ঢোকানোর ট্রে ও স্থানটি ভেজা কটনবাড দিয়ে সাবধানে পরিষ্কার করো। প্রয়োজনে টুথপিক দিয়ে সিমকার্ড ঢোকানোর স্থানের ময়লা বের করতে পারো।
১০. শুকনো কাপড় দিয়ে সিমকার্ড ঢোকানোর ট্রে মুছো।
১১. এরপর সব আবার জায়গা মতো সেট করে ফোন চালু করো।

## প্রতিরোধমূলক কিছু ব্যবস্থা :

এই জায়গাগুলোতে ফোন নিয়ে যাব না—

- টয়লেট
- রান্নাঘর
- ডাইনিং টেবিল
- এমন কোনো স্থান যেখানে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, জীবাণু বা ক্ষতিকর পদার্থ থাকতে

[২] Signs and Symptoms of Cell Phone Addiction, psychguides.com- https://tinyurl.com/ypzye3ca
[৩] মোবাইল ফোন জীবাণুমুক্ত করবেন যেভাবে, যুগান্তর, ১৪ মার্চ ২০২০-https://tinyurl.com/phonesclean

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পারে

- হাসপাতাল, চিকিৎসকদের চেম্বারে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ফোন ব্যবহার করব না

মাঝে মাঝেই ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাত ধোব। বিশেষ করে-

☞ রান্না করার সময়, পূর্বে এবং পরে

☞ খাবার পূর্বে ও পরে

☞ টয়লেট ব্যবহারের পরে

☞ হাঁচি কাশি বা নাক পরিষ্কার করার পরে

☞ শিশুদের ডায়াপার পরিবর্তনের পর

☞ কোনো প্রাণীকে স্পর্শ করার পর

☞ ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার পর

☞ ডাস্টবিন স্পর্শ করার পর

তবে সবচেয়ে ভালো হলো, সারাদিন ফোনের স্ক্রীনে ঘাড় গুজে না থেকে, বাস্তব দুনিয়ার জীবনটা উপভোগ করো। কত কী করার আছে। কত কিছু শেখার আছে। স্মার্টফোন আসক্তি তোমার জীবন খেয়ে ফেলছে। অজগর সাপের মতো গিলে ফেলছে তোমাকে। একটু একটু করে।

****

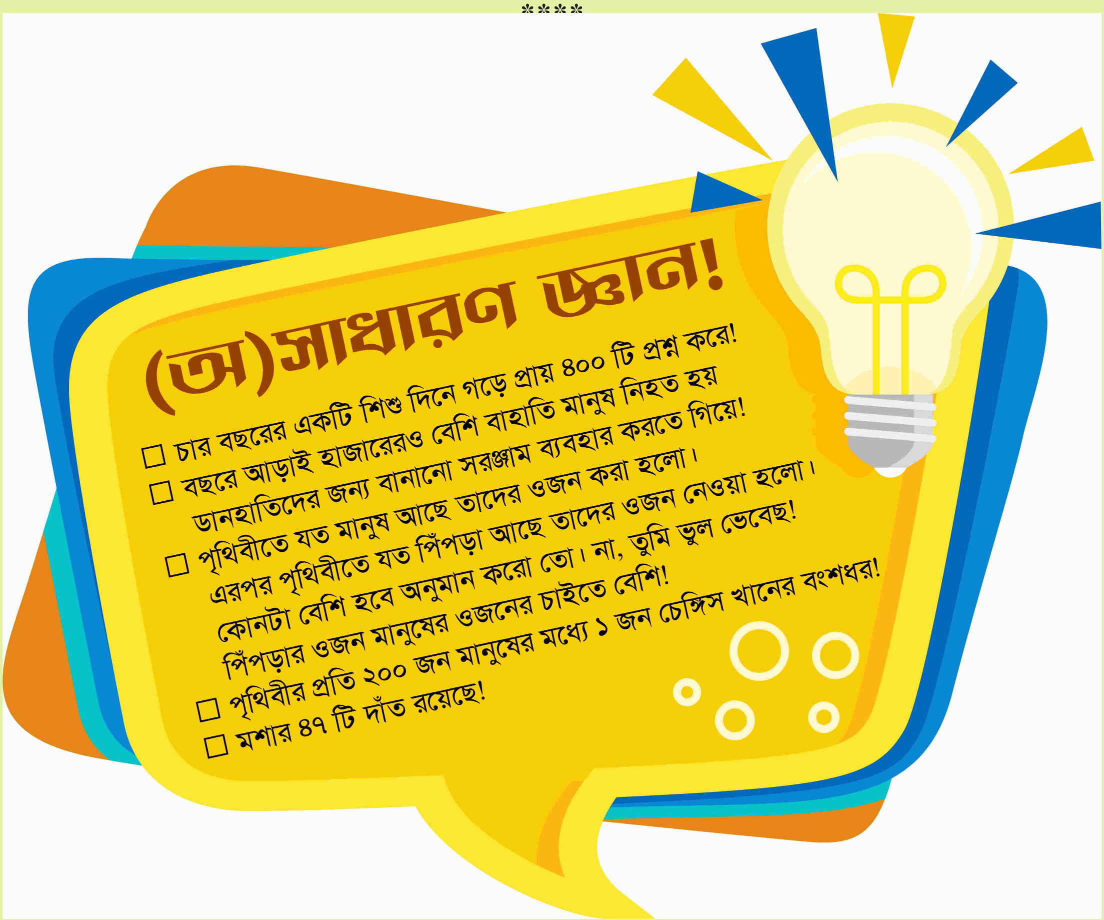

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# মাটির মাসজিদ

আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান

আমাদের দেশের মাসজিদগুলোর পেছনে লাখ লাখ কিংবা কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। শ্বেত পাথর, ঝাড়বাতি, টাইলস, দামি কার্পেট... সব মিলিয়ে যেন রূপকথার রাজপ্রাসাদ। মাসজিদ এত সুসজ্জিত করা ইসলামের মেজাজের সাথে যায় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মাসজিদ ছিল মাটির তৈরি। মাটি আর খেজুর পাতার চাটাই-এর এই ছোট্ট মাসজিদ থেকে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র বিশ্বে। চলো, দেখে আসি মাটির তৈরি কয়েকটি চমৎকার প্রাচীন মাসজিদ।

আল-মুহধার মাসজিদ, ইয়েমেন। এটি নির্মিত হয়েছিল ১৫তম শতাব্দীতে।

চেনিনি মাসজিদ, দক্ষিণ তিউনিসিয়ার "Mosque of Seven Sleepers" বা ৭ জন ঘুমন্ত ব্যক্তির মাসজিদ। মাসজিদের আশেপাশে কিছু অস্বাভাবিক বড় সমাধি (প্রায় ৪ মিটার দীর্ঘ) রয়েছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল বিদিয়া, আরব আমিরাত
নির্মাণের কয়েক শতাব্দী পরেও সেই প্রথম দিনের মতো সালাতের জামাআত আদায় হয় এখানে।

লারাবাঙ্গা মাসজিদ, ঘানা
এটা ঘানার সবচেয়ে পুরাতন মাসজিদ এবং পশ্চিম আফ্রিকার পুরাতন মাসজিদগুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৪২১ খ্রিষ্টাব্দে মাসজিদটি তৈরি হয়।

ডিঞ্জারেবার মাসজিদ, মালি
১৩২৫ এবং ১৩২৭ সালের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল।

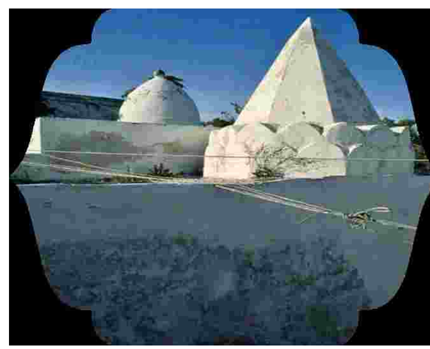

ফকর আদ-দ্বীন মাসজিদ, সোমালিয়া
সোমালিয়ার দ্বিতীয় প্রাচীনতম মাসজিদ। এটি আফ্রিকার সপ্তম প্রাচীনতম মাসজিদ বলে মনে করা হয়।

কং মাসজিদ, আইভোরি কোস্ট
১৭ শতকে নির্মিত। এখনো এখানে জামাআত অনুষ্ঠিত হয়।

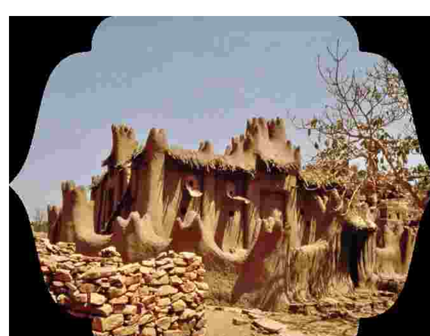

নান্দো মাসজিদ, মালি
১২ শতকে নির্মিত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আতিক মাসজিদ, লিবিয়া
দ্বাদশ শতাব্দীর মাসজিদ, এই অঞ্চলের প্রাচীনতম।

সরোবাঙ্গ মাসজিদ, আইভোরি কোস্ট
১৭ বা ১৮ শতকে নির্মিত। ২০২১ সালে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পায়।

# উপদেশ

মাহমুদুল হাসান
মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর-১২, ঢাকা

মা একদা বলে,
লক্ষ্মী ছেলে!
একটা সময় ছোট্ট ছিলে
এখন হয়েছে বড়,
সব ছেড়ে মন পড়ায় বসাও
নিজের জীবন গড়ো।

ছেলে
বলে জবাবে,
শোনো তবে—
ভালো লাগে না পড়ার টেবিল
মন থাকে ওই মাঠে,
ব্যাকুল এ-মন চায় সারাক্ষণ
কাটুক সময় ঘাটে।

মা সবিশেষ
দেয় উপদেশ—
জীবন তোমার লোভের তরী
চাইবে অনেক কিছু,
চলতে হবে একটা লক্ষ্যপানে
ছেড়ে এ-ধরার পিছু।

জানতে হবে আল্লাহ-রাসূল
পড়তে হবে কুরআন,
তবেই জীবন সার্থক হবে
ওপারে পাবে পরিত্রাণ।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

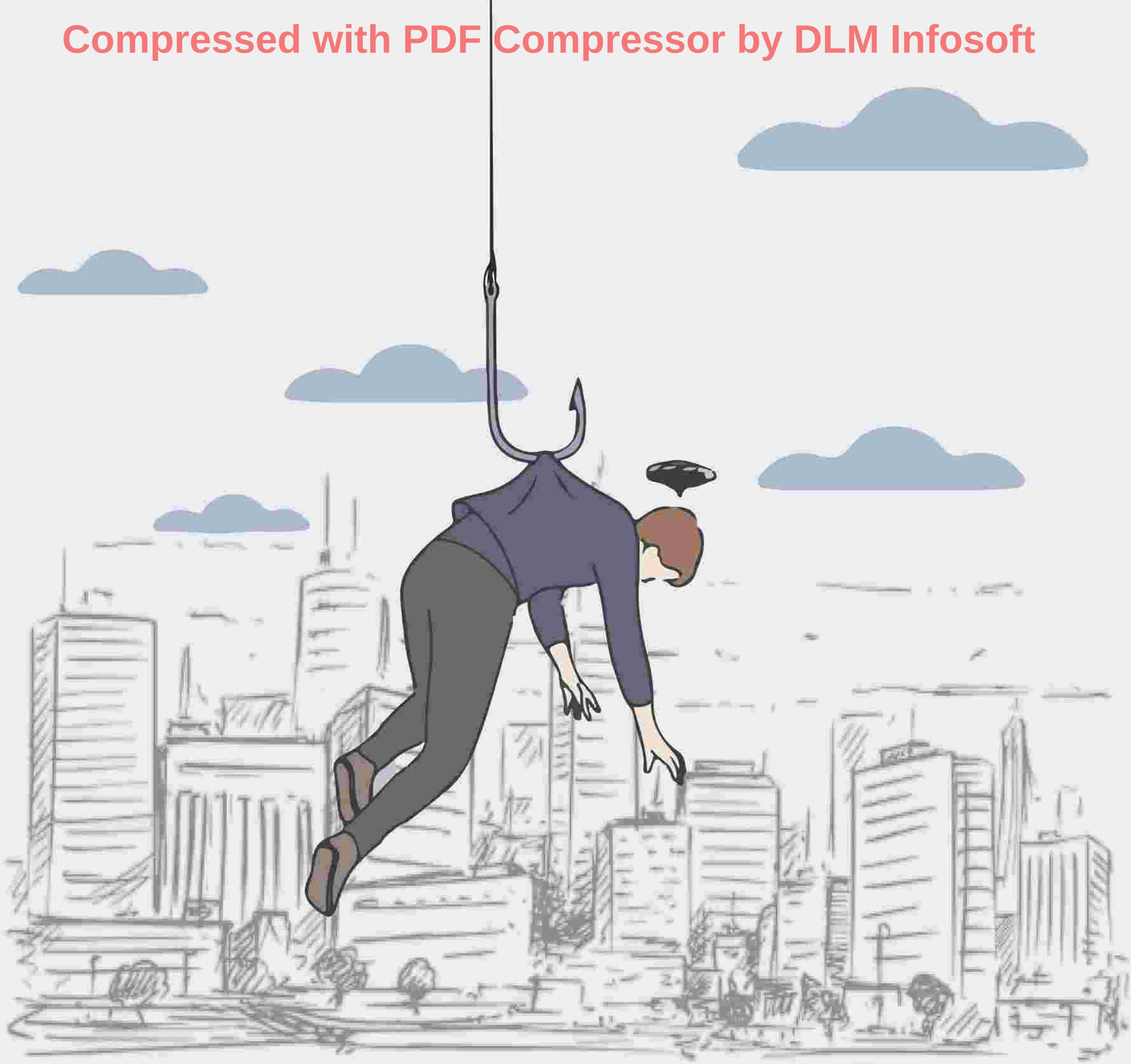

# বড়শি

সাওদা সিদ্দিকা নূর

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিকেল গড়িয়ে তখন সন্ধ্যা হবে হবে ভাব। হোস্টেলের ছাঁদে বসে সূর্যাস্ত দেখার অপেক্ষায় সিফাত। যদিও ঢাকা শহরের দানবাকৃতির এই বিল্ডিংগুলোর ফাঁকে সূর্যাস্ত দেখা যায় না। তারপরও অবাক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে সে। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ লালিমাটুকু বিল্ডিংয়ের মাথার ওপর এলোমেলো ছাতার ন্যায় জেঁকে বসেছে। কংক্রিটের এই প্রাণহীন শহরে সৌন্দর্য বলতে বুঝি এটুকুই অবশিষ্ট রয়েছে।

তিন মাস হলো সিফাত হোস্টেলে উঠেছে। এসএসসি পরীক্ষা শেষ করেই ঢাকা চলে এসেছে। ভালো একটা কলেজে ভর্তি হবার এক বুক স্বপ্ন নিয়ে হোস্টেলে উঠেছে। ফার্মগেইটের স্বনামধন্য একটা কোচিং সেন্টারে ভর্তিও হয়েছে। কিন্তু সদ্য গ্রাম থেকে আসা বালক শহুরে পরিবেশের সাথে ঠিক মানিয়ে নিতে পারছে না। এখানকার তুখোড় ছাত্রদের কাছে নিজেকে নাদান মনে হচ্ছে তার।

হতাশার চোরাবালি ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে তাকে। আশার আলো বলতে যেটুকু আছে, তা হচ্ছে আগামীকালের রেজাল্ট। ভালো রেজাল্ট না আসলে বাবার কাছে মুখ দেখানোর আর কোনো উপায় থাকবে না।

সন্ধ্যার স্নিগ্ধ লালিমাটুকু আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে দানবাকৃতির বিল্ডিংগুলোর পেছনে। একদল কাক কা কা করে উড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই শহরে তারা আর কখনো ফিরবে না। সিফাতেরও নিজেকে মাঝে মাঝে এই কাকগুলোর মতো মনে হয়। যদি রেজাল্ট খারাপ হয়, তবে সিফাতও এই কাকগুলোর মতো শহর ছেড়ে চলে যাবে। আর ফিরবে না।

সিফাত যে বাজে ছাত্র, তা কিন্তু না। তবে কোচিং-এ ভর্তি হওয়ার পর শহুরে ছাত্রদের দেখে তার মনোবল ভেঙে পড়েছে।

দূর আকাশে এখনো অখণ্ড লাল লাল মেঘ নিঃশ্বাস ফেলে ঘড়ির দিকে তাকাল সিফাত। ৬টা বেজে ৯ মিনিট। এরই মাঝে মাসজিদের শহর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দেওয়া শুরু করেছে। সিফাত দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো।

সন্ধ্যার পর বেশ কিছুক্ষণ মায়ের সাথে কথা বলল সিফাত। মনটা বেশ ফুরফুরে লাগছে এখন। মায়ের কথায় যেন জাদু আছে। মনের আকাশে জমা যাবতীয় বিষণ্ণতা সেই জাদুর বুলিতে মুহূর্তেই উধাও হয়ে যায়। কিন্তু বাবাটা যেন কেমন তার! রসকষহীন কাঠখোট্টা এক লোক। তবে স্বভাবে গম্ভীর হলেও সিফাত জানে, তার কাঠখোট্টা চেহারাটার আড়ালে শুধু আর্দ্র ভালোবাসার নদী।

**ফোনটা কেটে দিয়েছে বেশকিছুক্ষণ হলো। বাবা ফোন রাখার আগে বলেছে, ‘চিন্তা করিস না, রেজাল্ট ভালো হবে।’ বাবার এই আশাই সিফাতকে বারবার বিড়ম্বনায় ফেলে। যদি রেজাল্ট খারাপ হয়, তবে তো এই আশায় গুড়েবালি। বাবাকে তখন কী জবাব দেবে সে?**

**২.**

ঘণ্টাখানেক হলো রেজাল্ট বেরিয়েছে। এই অবিশ্বাস্য রেজাল্ট দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে আছে সিফাত। অসহ্য কান্নার দল অবিরত দলা পাকিয়ে আসছে গলার ভেতর। জীবনের এই চরম অপ্রিয় সত্যের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না সে। গোল্ডেন এ+ না পেলেও সাধারণ এ+ তো কোনোভাবেই মিস হবার কথা ছিল না। তাই বলে ফেইল! তাও আবার রসায়নে!

অনেকক্ষণ যাবৎ মোবাইলে কেঁপে কেঁপে রিং হচ্ছে। নিশ্চয়ই আত্মীয়-স্বজনরা কল দিচ্ছে। বিরক্তিভরা মুখ নিয়ে ফোনটা বন্ধ করে দিল সিফাত। বাবার সাথেও কথা বলার মুখ নেই তার। এই মুহূর্তে মরে যেতে পারলেই বোধহয়

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাঁচা যাবে। এসব আবোলতাবোল ভাবতে ভাবতে বিছানায় গা এলিয়ে দিল সে। একটু পরেই পাশের রুম থেকে জিদান ভাই আসলো।

- কী রে, শুনলাম রেজাল্ট খারাপ হওয়াতে মন খারাপ করে আছিস?

**বাম হাত দিয়ে বিধ্বস্ত চেহারাটা একটু মুছে নিল সিফাত। জগতের সমস্ত নিস্তব্ধতা যেন তার কণ্ঠকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। এই মুহূর্তে কান্না ছাড়া আর কিছুই বের হবে না। তারচেয়ে চুপ থাকাই ভালো। দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল সে।**

- আরে, মন খারাপ করিস না। এটা নে; খেয়ে সপাং করে শুয়ে পড়। দুশ্চিন্তা কেটে যাবে!

কথাটা বলেই ছোট্ট একটা ট্যাবলেট সিফাতের পকেটে ঢুকিয়ে দিল জিদান ভাই। তারপর সিফাতের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'জীবনটাকে এনজয় করতে শেখ, ব্যাটা।' এই বলে রুম থেকে বেরিয়ে গেল সে।

জিদান ভাই রুম থেকে বেরুবার সাথে সাথেই একটা উৎকট পোড়া গন্ধ সিফাতের পেটের ভেতর ঢুকে গেল। এই পোড়া গন্ধটা আগেও কয়েকদিন তার শরীর থেকে পেয়েছে সে। প্রতিবারই সিফাতের বমি হওয়ার জোগাড় হয়েছিল।

সিফাতের রুমমেট রাসেল একদিন বলেছিল, সে যেন জিদান ভাইয়ের থেকে দূরে থাকে। কেন বলেছিল, সেটা অবশ্য সিফাত জানে। কিন্তু আজ এই লোকটাকে তার বড্ড আপন মনে হলো। মা-বাবার সাথে লজ্জায় কথা বলতে পারছে না সে। এই সময়ে এমন একটা ভরসার জায়গা সিফাতের খুব দরকার ছিল।

দ্রুত ট্যাবলেটের খোসাটা ছিঁড়ে এক ঢোকে গিলে ফেলল সিফাত। মনে মনে ভাবল, 'একবার খেলে কিছুই হবে না'। কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই রাজ্যের ঘুম এসে ভর করল তার চোখে।

## ৩.

সন্ধ্যা সাতটা। এক ঘুমেই চার ঘণ্টা শেষ। জিদান ভাইয়ের ডাকে কোনোমতে টেনেটুনে চোখদুটো মেলল সিফাত। উঠে একটু ফ্রেশ হয়ে আসতেই জিদান ভাই বলে উঠল,

- লেটস গো, মাই বয়। চল, হেঁটে আসি।

সিফাত অমত করেনি। বিপদের সময় এই খারাপ লোকটাকেই তার পরম বন্ধু মনে হচ্ছে। তাই কিছু না বলেই উঠে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক হেঁটেছে ওরা। দু'কাপ চা-ও খেয়েছে। হোস্টেলে ফেরার সময় সিফাতের দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে জিদান ভাই বলল,

**- একটা সুখটান দে, ব্যাটা। দেখবি, দুঃখ-কষ্ট সব কোথায় বেরিয়ে যাবে!**

**- না, ভাই। আপনিই খান। আমি এসবের গন্ধ সহ্য করতে পারি না।**

একটু নাক সিটকে উত্তর দিল সিফাত।

- আহারে, বাচ্চা ছেলেটা! তুই এখন বড় হয়ে গেছিস। এসব সামান্য ব্যাপারে এত মাথা ঘামালে চলে? একটা সুখটান দিয়েই দেখ।

কথাটা বলে সিফাতের মুখের কাছে ধরল সিগারেটটা। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিগারেটটা হাতে নিল সে। তারপর 'একবার খেলে কিছুই হবে না' ভেবে আচমকা
বোকা মাছগুলোর মত
পড়ল।

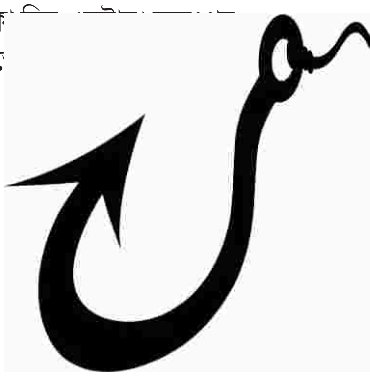

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# গ্রাফিক ডিজাইনের আদ্যোপান্ত

নাফিস উল আবির

এই মুহূর্তে অল্প সময়ের জন্য ‘ষোলো’ বন্ধ করো। প্রচ্ছদে চোখ বুলিয়ে তারপর আবার এখানে আসো। কী দেখলে? একটা সুন্দর রঙিন ডিজাইন, তার ওপর সুন্দর করে ‘ষোলো’ লেখা। আচ্ছা বলো তো, প্রচ্ছদের জায়গায় শুধু একটা সাদা কাগজে বড় করে ‘ষোলো’ লিখে দিলে কী এমন হতো!

ঠিক ধরেছ, এখনকার মতো এতটা সুন্দর লাগত না। হয়তো তুমি ষোলোর এই সংখ্যা কিনতেও চাইতে না। এই যে প্রচ্ছদে লেখা, ছবি, রঙ, সবকিছুর মিশেলে সুন্দর একটা ডিজাইন তোমার সামনে এসেছে, এর নামই গ্রাফিক ডিজাইন।

মূলত কিছু ছবি, অক্ষর, রঙ, আকৃতি (ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত ইত্যাদি) মিলিয়ে কোনো বার্তা প্রেরণ করার (communication) প্রক্রিয়াকেই গ্রাফিক ডিজাইন বলে। টিভিতে দেখানো বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে শুক্রবারে মাসজিদে বিলানো লিফলেট—সবই গ্রাফিক ডিজাইনেরই অংশ। আজকাল গ্রাফিক ডিজাইন নেই, এমন জিনিস কল্পনা করাও দুষ্কর।

গ্রাফিক ডিজাইনের মূল কাজ হলো মানুষের সাথে সঠিকভাবে কমিউনিকেশন করা। যেমন ধরো ‘ষোলো’ ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ। এই প্রচ্ছদে এত সুন্দর করে ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে তোমরা ম্যাগাজিন পড়তে উদ্বুদ্ধ হও। যদি প্রচ্ছদ দেখে তোমাদের ম্যাগাজিনটা খুলে দেখতে মন চায়, পড়তে মন চায়, তাহলে যিনি প্রচ্ছদ করেছেন তিনি সার্থক।

এবার চলো, গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে আরও কিছু গল্প করি তোমাদের সাথে।

## গ্রাফিক ডিজাইন কেন শিখবে?

আজকের পৃথিবীতে গ্রাফিক ডিজাইনের বিকল্প নেই। গ্রাফিক ডিজাইন শিখে তুমি যেকোনো কোম্পানিতে চাকরি পাওয়া থেকে শুরু করে ফ্রিল্যান্সিং করে নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে পারবে। গ্রাফিক ডিজাইন শেখা শুরু করলে UI/UX Design, Motion Graphics, Editing এসব কিছুও শেখা সহজ হয়ে যাবে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

## কীভাবে শিখবে গ্রাফিক ডিজাইন?

প্রথমত, ডিজাইন করা খুব মজার একটা কাজ। তুমি যে কাজটা করতে চাচ্ছ, এ জন্য তোমাকে সাধুবাদ। এবার শেখার পালা।

অনলাইন থেকে তুমি ফ্রিতেই গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে পারো। অথবা কোনো ইন্সটিটিউটেও টাকা দিয়ে কোর্স করতে পারো। কিন্তু আমি মনে করি, তুমি যেহেতু এখনো ছাত্র, তোমার অনলাইন থেকেই শেখা উচিত। তোমার হাতে অনেক সময় আছে। এ সময় নিজে নিজে শিখতে পারলে ভবিষ্যতে তা ভালো কাজে দেবে। তা ছাড়া, তোমার সুবিধামতো সময়ে শিখতে পারবে।

ডিজাইন করার জন্য প্রথমেই তোমাকে কিছু বেসিক সম্পর্কে জানতে হবে, তাই না? গ্রাফিক ডিজাইনের বেসিক সম্পর্কে জানার জন্য ইউটিউবে সার্চ দিতে পারো, 'Graphic Design Basics' লিখে।

গ্রাফিক ডিজাইনের হাতেখড়ি হয়ে যাবে এ থেকে। এবার কিছু ডিজাইন করার পালা। ডিজাইন করার জন্য তোমার লাগবে ডিজাইন সফটওয়্যার।

ডিজাইন করার অনেক সফটওয়্যার রয়েছে। তোমার যদি কম্পিউটার থাকে তাহলে খুবই ভালো। কিন্তু কম্পিউটার না থাকলেও সমস্যা নেই, মোবাইলেই ডিজাইন শুরু করতে পারবে তুমি।

ডিজাইন করার অনেক সফটওয়্যার রয়েছে, সেগুলো ডাউনলোড করে চালানো শুরু করো। কীভাবে চালাতে হয়, এ সম্পর্কে ইউটিউবে হাজার হাজার টিউটোরিয়াল

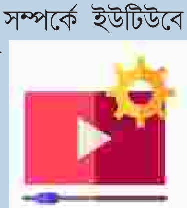

কিছু সফটওয়্যারের তালিকা—

### কম্পিউটার :

### মোবাইল :

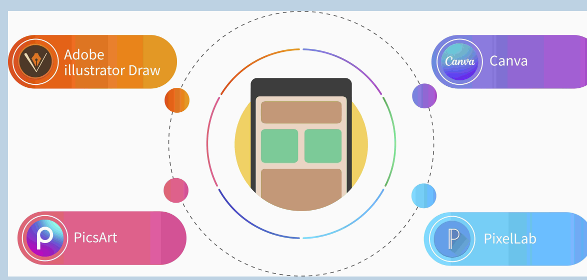


সফটওয়্যার শেখা ব্যাপার না; ব্যাপার হলো সৃজনশীলতা দিয়ে ডিজাইন তৈরি করতে করা। সে জন্য অন্য যারা সুন্দর সুন্দর ডিজাইন করছে, তাদের ডিজাইন দেখতে পারো। তাদের সাথে কথা বলতে পারো, পরামর্শ নিতে পারো।

ফেসবুকে Do Halal Design, Make Islamic Design সহ অনেক ভালো ভালো গ্রুপ রয়েছে, সেগুলোতে জয়েন করতে পারো।

হ্যাপি ডিজাইনিং!

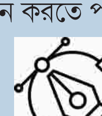

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# লেখালেখি নিয়ে লে খা লে খি

(২য় পর্ব)

মুহাম্মাদ নাফিস নাওয়ার

## ৩। সহজ কথা বলতে হবে সহজে[১]

শিরোনামে যদিও বললাম যে, সহজ কথাই সহজে বলতে হবে, কিন্তু বিষয়টা শুধু এমন না। চেষ্টা করতে হবে যাতে সবগুলো কথাই সহজ ভাষায়, আরামসে বলা হয়। আমরা প্রথম পয়েন্টে বলেছি অনেক অনেক পড়তে হবে, তাহলে আমরা লিখতে শিখব। এখন এমন হতে পারে যে, আমরা এমন কোনো লেখকের লেখা পড়লাম, যিনি লিখেন অনেক কঠিন ভাষায়। কিংবা যার লেখার বিষয় হচ্ছে বেশ ভারিক্কি। আমরা যদি তখন সেভাবে লিখতে শুরু করি, তাহলে তো মুশকিল!

একটা উদাহরণ দিই, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ইনশাআল্লাহ। ধরো, আমরা দেখছি যে, কেউ খেতে বসেছে বা খাচ্ছে। তো আমরা বিষয়টাকে কীভাবে লিখব?

[১] প্রথম পর্বটি পড়ে নাও এখান থেকে- https://tinyurl.com/lekhalekhi01

১। লোকটি খেতে বসেছে/লোকটি খাচ্ছে।

২। সে এখন খাবে/সে খাচ্ছে।

৩। মানুষটি খেতে বসল/মানুষটি এখন খাবে/মানুষটি এখন খাচ্ছে।

ওপরের যেকোনো একভাবেই কথাটি বলা যেতে পারে। কিন্তু যদি আমরা ওপরের উদাহরণের মতো না বলে এভাবে বলি—

লোকটি/মানুষটি/সে খাদ্যগ্রহণ করতে চেয়ারে বসল।

অথবা,

লোকটি/মানুষটি/সে ক্ষুধা নিবারণ করতে বসল।

কেমন লাগছে, বলো তো? খুব ওজনদার, তাই না? এভাবে না বলে খুব সহজ ভাষায় ঘটনাটা আমরা লিখে ফেলতে পারি।

তোমার লেখা মানুষ যত সহজে বুঝবে, যত

Compressed w... or by DLM Infosoft

সহজে তোমার কথা মানুষকে তুমি বুঝাতে পারবে, তত বেশি তোমার লেখা মানুষের কাছে ভাল্লাগবে। আমরা এরকম লেখার জন্য একটা নাম ব্যবহার করে থাকি—মেদহীন লেখা। মানে লেখার মধ্যে কোনো তেল-চর্বি-ভুঁড়ি নেই। একদম ঝরঝরে, ফ্রেশ! তরতর করে পড়ে ফেলা যায়।

তাই ভাইয়ারা ও আপুরা, এসো আমরা চেষ্টা করতে থাকি, কীভাবে সহজ সব শব্দে সহজে নিজের মনের কথাগুলো লিখে ফেলা যায়। সহজিয়া লেখা মানুষের মনে দাগ কাটে বেশি। যদিও সহজ কথা যায় না বলা সহজে, কিন্তু লিখতে লিখতে আর চেষ্টা করতে করতে যে আমরা এই চমৎকার গুণটি আয়ত্ত্ব করে ফেলতে পারব না, সেটা কি কেউ বলেছে না কি?

আর কেউ বললেই কী! আমরা সেসবকে থোড়াই কেয়ার করি। অতএব, নেমে পড়ো লেখার ময়দানে খাতা-কলম-কীবোর্ড নিয়ে আর লিখতে থাকো নিজের কথাগুলো। লিখো আর পড়ো। দেখো, সেটা পড়তে সহজ লাগে কি না, তরতরিয়ে পড়ে ফেলা যায় কি না। যদি না যায়, তবে আবার চেষ্টা করো। এভাবে করতে থাকলে দেখবে, ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ লেখা বাবাজি সুন্দর হবেই হবে। সুন্দর না হয়ে যাবে কই ব্যাটা, হু?

যে মালী তার বাগানে যত যত্নের সঙ্গে, সময় নিয়ে কাজ করবে, তার বাগান তত সুন্দর হবে—এটা তো আমরা সবাই-ই বুঝি। বুঝি কি না? অবশ্যই বুঝি। আমাদের লেখার খাতা ঠিক সেরকমই এক বাগান। যত খাটবে, যত সময় দেবে, তত বেশি ফুলেফুলে ভরে উঠবে তোমার এই বাগান। মৌ মৌ করে ঘ্রাণ ছড়াবে ফুল। সেই সুবাসে সুরভিত হবে আশেপাশের সবাই, সুরভিত হবে তুমি নিজেও।

তো বন্ধুরা, অনেএএএক বকবক করে ফেললাম। তোমরা আবার রাগটাগ কোরো না যেন! ষোলোতে তোমাদের লেখা বেশি বেশি আসুক, তোমাদের লেখার সুরভিতে ষোলো সোল্লাসে মেতে উঠুক। এত বেশি লেখা আসুক তোমাদের, যাতে করে তোমাদের সেই সেই সব লেখার ভিড়ে হারিয়ে যায় আমাদের এসব পঁচা বকবকানি আর বোরিং বোরিং সব লেখা। তোমাদেরই পথ চেয়ে আছে ষোলো, চেয়ে আছে পুরো উম্মাহ। তোমরা সাড়া দিচ্ছ তো?

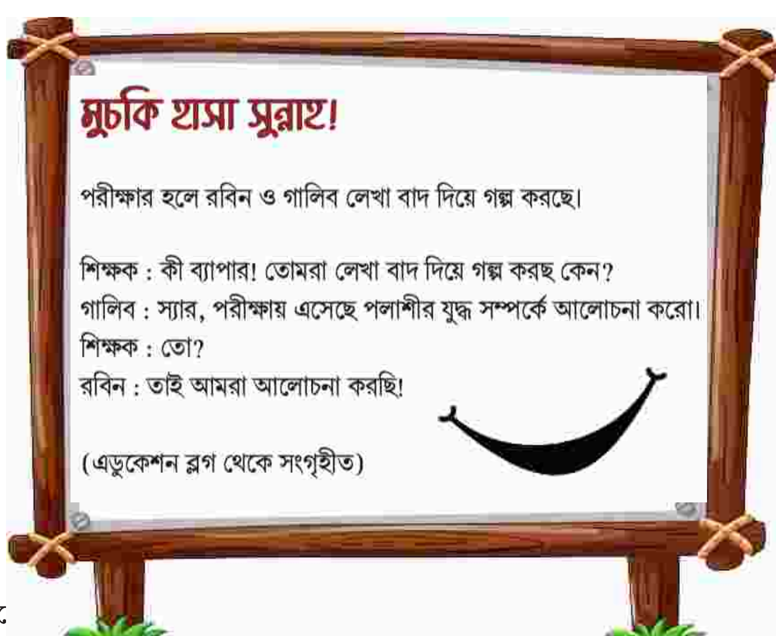

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# গোয়েন্দাগিরি রহস্যজট

### প্রশ্ন ১ :

প্রফেসর জামশেদ, নামকরা রসায়নবিদ। দুর্ভাগ্যবশত একদিন তিনি নিজের ল্যাবে খুন হলেন। ক্রাইম স্পটে একমাত্র প্রমাণ ছিল একটি কাগজের টুকরো, যাতে কিছু রাসায়নিক পদার্থের নাম লেখা ছিল। পদার্থগুলো ছিল নিকেল, কার্বন, অক্সিজেন, ল্যান্থানাম এবং সালফার। হত্যার দিন তার সাথে মাত্র তিনজন মানুষ এসেছিল, সহকর্মী বিজ্ঞানী নিকোলাস, নিকোলাসের ভাই কোলরেইজ এবং জামশেদের ভাই প্রফেসর নিলয়। সঙ্গে সঙ্গে খুনিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তারা কীভাবে জানল, এটা কে?

### প্রশ্ন ২ :

ডা. জহির তার চাচা আফজালের সাথে থাকতেন। আফজাল চাচা বিশাল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। জহির তার চাচার খুব প্রিয় হওয়ায় আফজাল চাচা তার জন্য অনেক সম্পদ, জমি-জমার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। হঠাৎ আফজাল চাচা তাকে বললেন, 'জহির, আমার এক পুরোনো দুশমন তার দলবল নিয়ে আমাকে মারতে আসছে। তুমি আমাকে লুকানোর জায়গা বলো।'

ডা. জহির ১৫ ফুট লম্বা একটা প্লাস্টিক পাইপ এনে বলল, 'চাচা, আমাদের এই পুকুরটার গভীরতা বড়জোড় দশ ফুটের মতো। আপনি যদি পুকুরের তলদেশে শুয়ে থাকেন এবং এই পাইপ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নেন, তবে আপনার শত্রু আপনাকে কখনোই খুঁজে পাবে না। আপনার শত্রুরা চলে গেলে আমি আপনাকে ডাক দিতে পুকুরে নামব!'

আফজাল চাচা খুশি হয়ে পুকুরে নেমে গেল। কয়েক ঘণ্টা পর গ্রামের কয়েকজন মুরব্বি পুকুরের পাশ দিয়ে গেলে আফজালের লাশ পুকুরে ভেসে থাকতে দেখে। সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে ও ডা. জহিরের কথা অনুযায়ী হত্যার অভিযোগে পুলিশ ডা. জহিরকেই গ্রেফতার করে। কেন?

কিশোর বয়সে গোয়েন্দাগিরি করতে কেমন লাগে? খুব ভালো লাগে নিশ্চয়ই। তোমাদের গোয়েন্দাগিরি প্রতিভা ঝালাই করতে আমরা নিয়ে এসেছি ধারাবাহিক আয়োজন- রহস্যজট। রহস্যের জট খুলে পাঠিয়ে দাও quiz.sholo@gmail.com এই ঠিকানায়। আর সেরা পাঁচজন গোয়েন্দা জিতে নাও আকর্ষণীয় পুরস্কার। উত্তর পাঠাতে হবে ১০ আগস্ট, ২০২৩ এর মধ্যে।

গতসংখ্যার 'রহস্যজট' বিজয়ীরা হলো :

মোঃ রাহাদ উল্লাহ, ফারদিন মোর্শাদ, সাদিকুর রহমান, নাঈম, মারুফ বিল্লাহ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# আদবকেতা সিরিজ : আগে যদি জানতাম রে !

লস্ট মডেস্টি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লোকাল বাসে করে যাচ্ছি। একটা স্টপেজে ১০/১২ জন স্টুডেন্ট উঠল। প্রত্যেকের বয়সই ১৬/১৭ এর মতো হবে। দুপুরবেলা। অসময়। রাস্তাঘাটে তেমন ট্র্যাফিক নেই। বাসও খালি। বাসের মধ্যে আমরা সবাই ঝিমাচ্ছিলাম দুপুরের গরমে। ইউনিফর্ম পরা ওরা উঠামাত্রই নির্জীব বাসটা যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। হই-হট্টগোলে ভরে উঠল বাস। একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিটে বসা বন্ধুদের কাছে ভাড়া আদায় করতে লাগল কন্ডাক্টর সেজে। আরেকজন নিল হেল্পারের ভূমিকা। সামনের স্টপেজগুলোর নাম ডাকছিল সে। ২/৩ জন নিজেদের মধ্যে উচ্চস্বরে ক্লাসের কোন স্যার কী বলেছে এমন মজার মজার গল্প করছিল। বাকিরা খেলছিল এক সিট থেকে অন্য সিটে ছোটাছুটির মজার খেলা।

আমি বেশ মজা পাচ্ছিলাম। নিজের ওই বয়সটার কথা মনে হচ্ছিল। আহা, এই ভাবনাচিন্তাহীন বয়সটা যদি আবার ফেরত পেতাম। তবে চিৎকার চেঁচামেচিতে হালকা বিরক্তিও কাজ করছিল। আসলে বয়স বাড়ার সাথে সাথে দুনিয়ার কুৎসিত কঠোর বাস্তবতায় হৃদয়ের স্বচ্ছ, নির্মল ছেলে মানুষটা মরে যাচ্ছে। ক্লেদাক্ত কলুষতা স্থান করে নিচ্ছে সেই স্থানে। বাসের অন্য যাত্রীরা সবাই আমার চাইতেও বড়। তারা আমার চাইতেও বেশি বিরক্ত হবেন এটাই স্বাভাবিক। তাঁদের চোখেমুখেও বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলছিল না।

এই কিছু না বলতে চাওয়াটাই আসলে আমাদের বড়দের সমস্যা। আমরা মুখ ফুটে কিছু বলি না। আদবকেতা শেখানোর চেষ্টা করি না। কিন্তু আবার পেছনে পেছনে ছোটদের বেয়াদব, উগ্র বলি। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাও পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে জীবনমুখি শিক্ষা দিতে। স্কুল-কলেজও বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় আদব-কেতা শেখাতে পারে না বা শেখায় না। অনেক বড়রা ভাবেন আজকালকার ছেলেমেয়েরা যে বেয়াদব, কিছু বলতে গেলে উলটো অপমানজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। তাই চুপ করেই থাকি। কিন্তু এভাবে দূরে সরিয়ে দিলে আমাদের ভাই-বোনেরা, আমাদের সন্তানেরা পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে বেড়ে উঠবে কীভাবে?

রাগারাগি না করে ধীরস্থির-শান্তভাবে ওদের বোঝালে ১০ জনের মধ্যে অন্তত ৫ জন বুঝবে। পথের প্রভুহীন কুকুরের মতো ছেড়ে না দিয়ে একটু ঝুঁকি নিয়ে হলেও আমাদের উচিত ওদের কাছে টেনে নেওয়া। এই চিন্তা থেকেই এই সিরিজটা শুরু করা। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা, আশেপাশের আরও মানুষদের অভিজ্ঞতার মিশেলে এই লেখাটা লেখা হয়েছে। ভাইয়া ও আপুরা, তোমাদের হয়তো কোনো কোনো পয়েন্ট এখন মেনে নিতে কিছুটা কষ্ট হতে পারে। তবে আর ১০/১২ বছর পর যখন এগুলোর কথা ভাববে, আশা করি তখন আমাদের কিছুটা হলেও বুঝবে। আমরাও তোমাদের মতোই ছিলাম। আমাদেরও কষ্ট হতো বড় ভাই-বোন, বাবা-মা, স্কুল-কলেজের স্যার বা ক্রিকেট মাঠের ক্যাপ্টেন ভাইদের কথা মানতে। বিদ্রোহ করতে মন চাইত। অনেকে করতও।

## কিছু আদবকেতা :

**১.** বাস বা যেকোনো গনপরিবহণে এমন আচরণ না করা, যেন পাশের যাত্রীদের কষ্ট হয়। বিশেষ করে বন্ধুরা সবাই মিলে একসঙ্গে ঘুরতে গেলে। তোমাদের এই বয়সে স্বভাবসুলভ একটু অস্থিরতা, চঞ্চলতা থাকবেই। হই-হুল্লোড় করা দোষের কিছু না। তবে তা যেন অন্যদের বিরক্তির কারণ না হয়।

**২.** বাসে অসুস্থ, বয়স্ক, শিশু ও নারীদের জন্য সিট ছেড়ে দেওয়া। আমরা পুরুষ। আমাদের বৈশিষ্ট হলো শত কষ্ট হলেও অন্যদের আগলে রাখা। দুঃখ সয়ে নিয়ে হাসিমুখে অন্যদের সাপোর্ট করা।

**৩.** কেউ বিশ্বাস করে কোনো গোপন কথা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বললে, তা গোপন রাখা। অন্য কাউকে—সে যতই বিশ্বস্ত হোক না কেন—না বলা।

**৪.** সিঁড়ি বেয়ে উঠার সময় যথাসম্ভব কম শব্দ করা।

**৫.** পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়ার অভ্যাস করা।

**৬.** কাউকে অসময়ে (যেমন : সালাতের সময়, বিশ্রামের সময়, রাত ১০ টার পর ও সকাল ৯ টার আগে) একান্ত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ফোন না করা। একবার ফোন করার পর ফোন না ধরলে আর ফোন না দেওয়া। প্রয়োজনে ম্যাসেজ দিয়ে রাখা।

**৭.** শুধু অনলাইনে পরিচিত, স্বল্প পরিচিত মানুষকে (সেলিব্রেটি, আলিম হলেও) একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান না করা।

**৮.** অনলাইনে অপরিচিত, স্বল্প পরিচিত, সেলিব্রেটি বা ব্যস্ত মানুষদের ইনবক্সে শুধু সালাম দিয়ে চুপ করে না থেকে প্রয়োজন বলে ফেলা। ম্যাসেজের রিপ্লাই পেতে দেরি হলে তাড়াহুড়া না করা। বিরূপ ধারণা পোষণ করবে না, ভাইয়া/আপু। উনারা প্রচুর ম্যাসেজ পান। উনারা যদি আমাদের সবার ম্যাসেজের রিপ্লাই দিতে যান, তাহলে লেখালেখি বা অন্য প্রোডাক্টিভ কাজ কখন করবেন, বলো?

**৯.** হাই, হ্যালো করার জন্য ব্যস্ত মানুষদের অনলাইনে নক না দেওয়া।

**১০.** কারও ফোন, কম্পিউটার বা যেকোনো জিনিস ব্যবহারের আগে তার অনুমতি নিয়ে নেওয়া। ‘ভাই, চাবিটা দেন! একপাক ঘুরে আসি’ – এভাবে হুটহাট করে বাইক/সাইকেল ধার না চাওয়া। সম্পর্ক খুব ভালো, কাছের ভাই বেরাদর হলেও।

**১১.** টাকা ধার না করা। ধার করলে যথাসময়ে ফেরত দেওয়া। দিতে দেরি হবার সম্ভাবনা থাকলে ধার নেবার সময়ই তা জানিয়ে রাখা। লেনদেনে দুইজন সাক্ষী রাখা। লিখিত দলিল রাখা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খুব গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ।

**১২.** বই ধার নিলে যথাসময়ে ফেরত দেওয়া।

**১৩.** রুমে প্রবেশের আগে নক করা, অনুমতি নেওয়া। খুব ভালো হয় সালাম দিতে পারলে।

**১৪.** অন্য কারও রুমে প্রবেশের সময় বা বের হবার সময় দরজা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় রাখা। অর্থাৎ দরজা খোলা রাখলে খোলা রাখা। বন্ধ থাকলে বন্ধ করে যাওয়া। যত কম শব্দে পারা যায় দরজা বন্ধ করা।

**১৫.** পাবলিক প্লেইসে ভিডিও দেখতে হলে হেডফোন ব্যবহার করা, যাতে অন্যের কোনো সমস্যা না হয়।

**১৬.** টিকেট কাউন্টারসহ অন্যান্য স্থানে সিরিয়াল মেনে লাইনে দাঁড়ানো।

**১৭.** রিকশা নেবার আগে ভাড়া ঠিক করে নেওয়া।

**১৮.** সামনে বসে থাকা কোনো ব্যক্তির সাথে কথোপকথনের সময় ফোন ব্যবহার না করে তাকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া।

**১৯.** বন্ধুদের মধ্যে গুটিবাজি না করা (গীবত,কূটনামী ইত্যাদি)।

**২০.** লিফটে চুপ চাপ থাকা। হই-হট্টগোল বা ফোনে কথা না বলা। একান্ত প্রয়োজন না হলে কোনো কথা না বলা।

**২১.** লিফটে অন্যদের সাথে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখা। গা বা মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে কি না, সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা।

**২২.** লিফটে উঠার জন্য তাড়াহুড়া বা ঠেলাঠেলি না করা। ভদ্রভাবে শান্তশিষ্টভাবে সিরিয়াল মেনে লিফটে উঠা।

**২৩.** বন্ধুদের সঙ্গে মজা করার সময় সীমা বজায় রাখা। সে মন খারাপ করতে পারে এমন বিষয়ে মজা করা, পঁচানি দেওয়া - ইত্যাদি করা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উচিত না। আবার কার সঙ্গে কতটুকু মজা করা যাবে এই সীমাটাও বোঝার চেষ্টা করা।

**২৪.** কোনো বন্ধুর কাছ থেকে জোর করে কোনো কিছু না খাওয়া বা ট্রিট আদায় না করা। হতে পারে তার আর্থিক সমস্যা চলছে। সে নিজের সম্মান বজায় রাখার জন্য অনেক কষ্ট করে টাকা জোগাড় করবে। তোমার বন্ধুকে তো তুমি কষ্ট দিতে চাও না, তাই না?

**২৫.** বই, সুগন্ধি ইত্যাদি যে-কারও কাছে গিফট না চাওয়া। এটাতে সেই ভাই/বোন মুখের ওপর কিছু না বললেও মনে মনে বিরক্ত হতে পারে। আর চেয়ে নিলে তো সেই জিনিস আর গিফট থাকে না, তাই না?

এই দেখো! দশটা পয়েন্ট লিখতে চেয়েছিলাম। পঁচিশটা হয়ে গেল। আজকে এ পর্যন্তই থাক। সামনে আরও বিষয় আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। এই বিষয়গুলো নিজের জীবন থেকে ঠেকে শেখা। আশা করি তোমাদের কাজে লাগবে। ভালো থেকো। সুস্থ, সুন্দর, তরতাজা, সজীব হয়ে বেড়ে উঠো...

টা টা।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# ভুল হলে ফুল হয়ো

ওমর ইবনে সাদিক

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গুনে গুনে পঞ্চাশটি রাত পার হয়ে গেল। প্রিয় মানুষটা এখনো তাঁর সাথে কথা বলছেন না। তিনি যখন সালাতে দাঁড়ান, উনি তখন তাঁর দিকে একটু তাকান। তিনি সালাম ফেরালে, উনি চোখ ঘুরিয়ে নেন। চুপিসারে, আস্তে আস্তে, ছোট্ট শিশুর মতো নীরব চাহনি দিয়ে তিনি তাকিয়ে থাকতেন এই আশায়—এই বুঝি উনি তাকালেন আমার দিকে। উনার মজলিসগুলোতে আগে-আগে সালাম দিতেন, আর একবুক আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকতেন উনার ঐ পবিত্র ঠোঁটজোড়ার দিকে। একটু যদি নড়ে… আমার সালামের উত্তরটা যদি পাই…

শুধু প্রিয় মানুষটাই না, একে একে সব সঙ্গী-সাথি উপেক্ষা করতে শুরু করলেন তাঁকে। হৃদয়-সাগরে উপচে পড়া ব্যাথার ঢেউ নিয়ে তিনি গেলেন চাচাতো ভাইয়ের কাছে। সালাম দিলেন, কিন্তু উত্তর পেলেন না। তবুও বুকে ক্ষীণ আশা নিয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘তুমি কি বিশ্বাস করো যে, আমি উনাকে খুব ভালোবাসি? তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি।’ চাচাতো ভাই আশানুরূপ উত্তর দিলেন না। পাথরচাপা কষ্ট নিয়ে ফিরে এলেন সেখান থেকে।

রাতের পর রাত কেঁদেই গেছেন তিনি। প্রতিটা রাতজাগায়, কান্নার প্রতিটা ফোঁটায়, প্রতিটা দীর্ঘশ্বাসে স্বপ্ন দেখেছিলেন নতুন এক ভোরের। যেই ভোরে কোনো কষ্ট থাকবে না। প্রশান্ত হৃদয়ে উনি আবার আমায় বুকে জড়িয়ে নেবেন। উনাকে আবার আমি কবিতা শোনাব। উনি মুগ্ধের মতো আমার কবিতা শুনবেন। দুআ করবেন আমার জন্য।

পঞ্চাশতম ভোরে তিনি ফজর সালাত আদায় করলেন। মনে হলো, পুরো পৃথিবী কেমন যেন সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এই পৃথিবী উনার কাছে চিরঅচেনা। বিশাল একটি পাহাড়ের ওপর থেকে ভেসে এলো এমন কিছু শব্দ, যেগুলো ছাপিয়ে গিয়েছিল শব্দের বৈশিষ্ট্য। একে কী স্রেফ শব্দ বলা চলে? পঞ্চাশ রাতের হুহু করা কষ্ট, কান্না, শূন্যতাকে এক নিমিষেই উড়িয়ে দিল এই শব্দেরা :

> “হে কা'ব ইবনু মালিক, সুসংবাদ নাও!
> হে কা’ব ইবনু মালিক, সুসংবাদ নাও!”

বলছিলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনসার এবং কবি সাহাবি কা’ব ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহুর কথা। নিজের সামান্য ভুলের কারণে তাবুক যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি (তাঁর সাথে আরও দু’জন সাহাবি ছিলেন, যাঁদেরও একই ভুল ছিল)। যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফিরলেন এবং তাঁদের ওজর শুনলেন, এরপর পঞ্চাশ রাত পর্যন্ত কথা বলেননি তাঁদের সাথে।

পরবর্তীতে পঞ্চাশতম দিনের পর আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী আসে যে, কা’বকে এবং তাঁর মতো অন্য দুই সাহাবিকেও ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। এই সংবাদ শোনার পর তিনি দৌঁড়ে ছুটে গেলেন প্রিয় নবিজির কাছে। খুশিতে পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও সুন্দর হয়ে উঠেছিল নবিজির চেহারা। এরপর বললেন—“সুসংবাদ নাও জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিনের, হে কা’ব।”[১]

কী এমন জিনিস আছে, যার জন্য স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনের আয়াত নাযিল করার মাধ্যমে তাঁদের ক্ষমা নিশ্চিত করেছেন? চিন্তা করো, যুদ্ধে না যাওয়ার মতো ভয়াবহ অপরাধের পরেও আল্লাহ সুবনাহু ওয়া তাআলা আজ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট! কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের তিলাওয়াতে ভেসে উঠবে উনাদের কথা! কী এমন কারণে হয়েছে, বলো তো!

তাওবা। মুমিনের এমন একটি হাতিয়ার, যা দিয়ে সে শয়তানের কোমর ভেঙে গুড়িয়ে দিতে পারে। ঠুনকো এই দুনিয়ার আমরা কেউ-ই পারফেক্ট নই। দুনিয়ার মোহে পড়ে আমরা ভুল করেই ফেলি। ভুল হওয়াটাই আমাদের ফিতরাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “প্রত্যেক

[১] সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন, খণ্ড ২

আদম সন্তানই পাপ করে। আর পাপীদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম, যারা তাওবা করে।"[২]

অর্থাৎ, গুনাহ কমবেশি সবার দ্বারাই হয়; কিন্তু গুনাহগারদের মধ্যে তাওবাকারীরাই সবচেয়ে উত্তম। গুনাহকে যে আঁকড়ে ধরে, জীবন তার জন্য হয়ে উঠবে সংকীর্ণ।[৩] একের-পর-এক নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হবে তার কাছে থেকে। সবশেষে অন্তর হয়ে উঠবে কঠিন। আর যারা গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নেয় তাওবার পবিত্র ঝরনায়, আল্লাহ তো তাঁদের আরও কাছে টেনে নেন। ভালোবেসে তাঁদের শামিল করে দেন নিজের প্রিয় বান্দাদের মধ্যে।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর কাছে তাওবা করে, এবং তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন যারা নিজেদেরকে পবিত্র করে।"[৪]

গুনাহে জর্জরিত অন্তর জানতেও পারে না আল্লাহ তাঁকে কতটা ভালোবাসেন। আল্লাহ নিজের অশেষ অনুগ্রহে তাঁকে দান করেন কলবুন সালীম। যেই কলবে ব্যাথা জমে না, যেই কলবে কান্না ঝরে মুক্তো হয়ে।

ভাই আমার, বোন আমার, গুনাহ হয়ে গেলে তাই বিলম্ব কোরো না। সাথে সাথেই তাওবা করো। তাওবার বৃষ্টিতে ধুয়ে ফেলো হৃদয়ের সমস্ত পঙ্কিলতা। প্রস্তুত করো এক কলবুন সালীম, যার পুরস্কার সুবিশাল জান্নাত! আসমান এবং জমিনের চেয়েও বিশাল জান্নাত!

[২] তিরমিযি, আস-সুনান, হাদীস নং : ২৪৯৯
[৩] সূরা ত্ব-হা, ২০ : ১২৪
[৪] সূরা বাকারা, ২ : ২২২

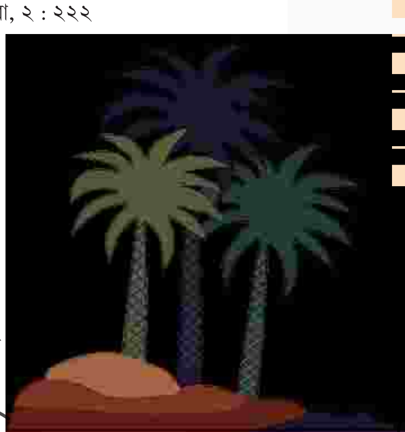

## ওগো দয়াময়

হাসু কবির

পাহাড় সমান পাপ জমেছে
মরণের নেই ভয়
ক্ষমা করো দয়া করো
ওগো দয়াময়।

দুনিয়ার মোহে পড়ে
কাটে রাত দিন
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে তাই
জীবনের ঋণ।
দুচোখ জুড়ে অশ্রু ঝরে
ভালো কিছু নেই সঞ্চয়।
ক্ষমা করো দয়া করো
ওগো দয়াময়।

অমানুষ হয়ে রোজ
পাপে ডুবে রই
আমলবিহীন তবু
চিন্তিত নই।
মরণ হলে ঐ কবরে
হোয়ো না প্রভু নির্দয়।
ক্ষমা করো দয়া করো
ওগো দয়াময়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

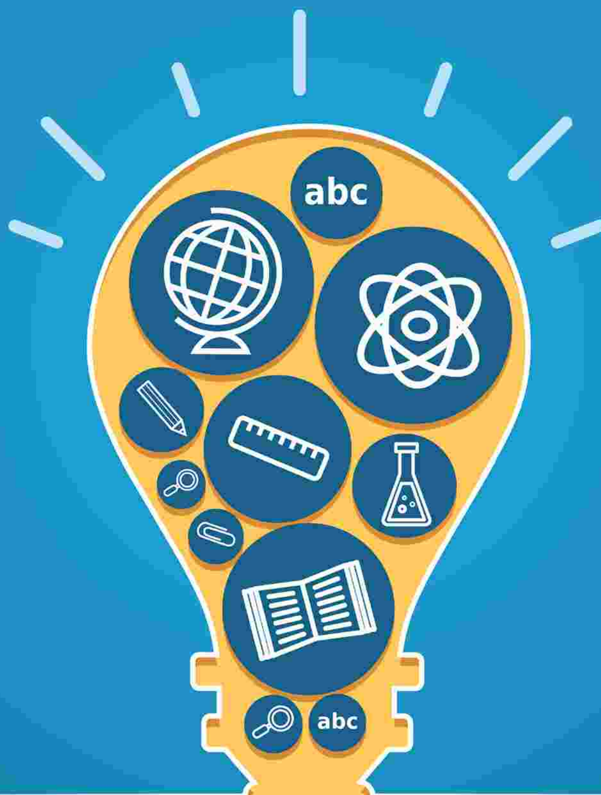


# দুনিয়াবি পড়াশোনা কি একেবারেই অপ্রয়োজনীয়?

লস্ট মডেস্টি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জীবনের এ পর্যায়ে এসে সদ্য দ্বীনে ফেরা কিশোর-তরুণেরা মনে করে বসে, জেনারেল লাইনের এই পড়াশোনাগুলো একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। এ সমস্যাটা একেবারেই নতুন। এই সমস্যাটার কয়েকটা ধরন আছে—

ক) এগুলো দুনিয়াবি পড়াশোনা। এগুলো করলে আমার আখিরাতে কোনো ফায়দা হবে না। কাজেই সব বাদ। আমার নিজের ভার্সিটি লাইফের একটা কথা মনে পড়ছে। এক জুনিয়র এসে আমাকে বলছে—ভাই, আমার এই পড়াশোনা করে কী লাভ! এর চেয়ে আমি সারাদিন কুরআন পড়ব! কুরআনের এক হরফ পড়লে দশটা করে নেকী!

খ) এই আর কিছুদিন পরেই ইমাম মাহদী আসবেন। দাজ্জাল আসবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে। কাজেই এত পড়াশোনা করে কী হবে? এগুলো তো কোনো কাজেই আসবে না।

গ) আমাকে মাদরাসার শাইখ আর মাওলানাদের মতো আলিম হতে হবে।

প্রথম চিন্তাটার ব্যাপারে আসি। যদি তুমি বুঝেই থাকো যে, এই পড়াশোনা তোমার কোনো কাজে আসবে না, তাহলে শুধু শুধু স্কুল-কলেজ ভার্সিটিতে থেকে ঠেলেঠুলে খুব খারাপ একটা রেজাল্ট নিয়ে বের হবার জন্য অপেক্ষা করে আছো কেন? বাবার টাকা নষ্ট করছ কেন? তুমি তো এখন ফুলটাইম আখিরাতের কাজ করতে পারছ না, তোমাকে ক্লাস করতে হচ্ছে, পরীক্ষা দিতে হচ্ছে... এসব অনর্থক নয়? এসব কি তোমার সময় নষ্ট নয়?

**যদি তুমি সত্যিকার অর্থেই এগুলোকে অর্থহীন মনে করো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায় নাও। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ইসলামের জন্য ফুলটাইম কাজ শুরু করে দাও।** তুমি ভাবছ তুমি বেছে নেবে যুহদের জীবন, ছেঁড়া-তালি দেওয়া কাপড় পরবে, রুটি আর খেজুর খেয়ে দিন পার করে দেবে ভবিষ্যতে। কিন্তু সেটা তুমি এখন করছ না। কেন? যদি এগুলোই তুমি জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে ফেলো, তাহলে এখন এই কাজগুলো করছ না কেন?

**তুমি আসলে কী করছ? সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে বিয়ে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্থক মজা করছ, 'দ্বীনি' ভাইদের সাথে দ্বীনি আড্ডার নামে অনেক সময় নষ্ট করছ, কয়েকদিন পরপর রেস্টুরেন্টে গিয়ে দামি দামি খাবার খাচ্ছ, সেলফি তুলে চেকইন দিচ্ছ... আবার ঘরে ফিরে বলছ আমার এত টাকা-পয়সার দরকার নাই, আমি যুহদ অবলম্বন করব, এসব দুনিয়াবি পড়াশোনা করার কোনো মানেই নেই ইত্যাদি। তাহলে মোটের ওপর যে জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে তা হলো, তুমি নিজের অলসতাকে দ্বীনের মোড়কে ঢাকতে চাচ্ছ। তুমি একটা অলস। এটাই হলো উপসংহার।**

দেখো, জীবনযাপনের জন্য সামান্য কিছু হলেও অর্থের দরকার পড়ে। অধিকাংশ কিশোর-তরুণদের এই বয়সটাতে টাকা নিয়ে ভাবতে হয় না, বাবা বা অভিভাবকের কাছে চাইলেই পাওয়া যায়। তাই অনেকেই এই ধোঁকায় পড়ে যায়। টাকা-পয়সার দাস হওয়া যাবে না; তাই বলে টাকা-পয়সার যে দরকার নেই জীবনে, এমনও না। তুমি তো আর বাতাস খেয়ে থাকবে না, তোমার স্ত্রী বা বাচ্চাকাচ্চাকেও তো বাতাস খাইয়ে রাখবে না। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল? রিযিক নির্ধারিত?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা যদি আল্লাহর ওপর যথাযথ তাওয়াক্কুল (ভরসা) করো, তাহলে তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে রিযিক দেবেন যেমন তিনি রিযিক দেন পাখিদের। তারা সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।'[১]

---

[১] তিরমিযি, আস-সুনান, হাদীস নং : ২৩৪৪; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং : ৪১৬৪

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাখিরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে ঘরে বসে থাকে না। তারা রিযিক অন্বেষণে সকালে বেরিয়ে পড়ে। তাওয়াক্কুল অর্থ বসে থাকা নয়। শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করে ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর নির্ভর করার নামই প্রকৃত তাওয়াক্কুল।

এমন আরও অনেক হাদীস আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আমরা উঠ ছেড়ে দিয়ে তাওয়াক্কুল করব না বেঁধে রেখে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তোমরা আগে উঠ বেঁধে নাও; তারপর তাওয়াক্কুল করো।'[২]

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তাওয়াক্কুল হলো বান্দাকে তার দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে যা উপকৃত করে, তা অর্জন করার ক্ষেত্রে এবং তার দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে যা ক্ষতি করে, তা প্রতিরোধ করার ব্যাপারে আল্লাহর ওপর হৃদয়-মন দিয়ে নির্ভর করা। আর এ নির্ভরতার সাথে সরাসরি উপায়-উপকরণের অবলম্বনও জরুরি।'[৩]

দেখো, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে বসে থাকলেই যদি জীবিকা চলে আসত, তাহলে সাহাবিরা ব্যবসা করতেন না, কৃষিকাজ বা দিনমজুরি করতেন না। চুপ করে ঘরে বসে 'আল্লাহ আল্লাহ' করতেন; আর আল্লাহ তাঁদের জন্য ফেরেশতার মাধ্যমে খাবার পাঠিয়ে দিতেন! তাহলে তুমি কেন এমন চিন্তা করছ?

না তুমি ভাবছ—

১) সাহাবিরা তাওয়াক্কুল কী সেটা বুঝতে পারেননি। আবূ বকর, উমারের মতো মানুষ তাওয়াক্কুল কী সেটা বুঝতে পারেননি। রদিয়াল্লাহু আনহুম।

অথবা

২) তাঁরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে পারেননি। তাওয়াক্কুল করতে পারলে ঠিকই আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে খাবার পাঠিয়ে দিতেন। তাঁদের আর ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধের গনীমত, কৃষিকাজ ইত্যাদি করা লাগত না?

উত্তর আমাকে দেওয়া লাগবে না। তুমি তোমার নিজেকে উত্তর দাও।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সাহাবিরা ইসলামের জন্য নিজেদের, নিজের স্ত্রী-সন্তান, মাতা-পিতা, অর্থ-সম্পদকে কুরবান করে দিয়েছেন। ইসলাম ছিল তাঁদের কাজে নাম্বার ওয়ান প্রায়োরিটি। তাঁরা অর্থের দাস ছিলেন না, অর্থ ছিল তাঁদের দাস। কিন্তু তাই বলে তাঁরা এরকম দিবাস্বপ্ন আর ফাঁপা রোমান্টিসিজমে ভুগে অলসতা করতেন না। তাঁরা কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন।

**পড়াশোনা শেষে যখন তোমাকে আর পরিবার থেকে টাকা দেবে না, যখন তোমাকেই টাকা আয় করতে হবে, তখন আসলে বুঝতে পারবে যে, টাকা প্রয়োজনীয় একটা জিনিস এবং টাকা কামানো কোনো সহজ কাজ না।**

তুমি ফুলটাইম দ্বীনের কাজও করলে না, আবার পড়াশোনা, স্কিল ডেভেলপও করলে না। জীবনের এই পর্যায়ে এসে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে তোমাকে। তোমার লাইফস্টাইল বদলাতে হবে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এই কঠিন পরীক্ষায় টিকে থাকা যায় না। দ্বীনের ব্যাপারে একটু একটু করে আপস করা শুরু হয়। আপস করতে করতে অনেককে ইসলামের অনেক মৌলিক জিনিস থেকেও বিচ্যুত হতে দেখেছি।

তাই এমন অলসতায় ডুবে থেকো না। অল্প অল্প করে হলেও পড়াশোনা করো, বিভিন্ন স্কিল বাড়াও। না হলে তুমি দুনিয়ার কাজেও আসবে না, ইসলামের জন্যও বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

চলবে ইনশাআল্লাহ...

[২] তিরমিযি, আস-সুনান, হাদীস নং : ২৫১৭
[৩] ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ : ৪/১৫

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# কীভাবে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করব?

(২য় পর্ব)

আরিফুল ইসলাম

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা যখন প্রথম চাকরি পায়, বংশের মুখ তখন উজ্জ্বল হয়। বাবা-মার জন্য এ যেন এক গৌরবগাঁথা বিজয়। সারাজীবনের কষ্টের অবসান হবে এই আশায় তাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। সন্তানরাও নিজেরা আবেগাপ্লুত হয়ে বলে থাকে, "আমার বাবা-মা সারাজীবন আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছেন, বাকি জীবনে তাদের আর কষ্ট করতে দেব না।" বাবা-মায়েরা সারাজীবন যে বোঝা এতদিন বহন করেছে, এখন বোঝাটা ঘাড়বদল হয়ে সন্তানের কাঁধে এসে পড়ে।

নিম্নবিত্ত পরিবারের বাবা-মায়েদের আশা থাকে তাদের সন্তান বড় হয়ে বিরাট বড়লোক হবে। দেশ-বিদেশে নামডাক হবে, দামি গাড়ি করবে, আলিশান বাড়ি করবে। বাবা-মা আগে থেকে নিজেদের ছেলেমেয়েদের নাম রাজা-রানিদের নামে রেখে দেয়—বাদশাহ, সম্রাট, নুরজাহান, মমতাজ, আকবর, জাহাঙ্গীর ইত্যাদি। বড়লোক হওয়ার পরে নাম নিয়ে হীনমন্যতায় যাতে না ভুগতে হয়।

চাকরিজীবি সন্তানের খুশির সংবাদে প্রতিবেশীর বাসায় দই-মিষ্টি নিয়ে যায়, পিতামাতার কলিজা বড় হয়। বাবা-মা সারাজীবনের লালিত স্বপ্ন এখন অনেক কাছ থেকে হাতছানি দেয়। কী আনন্দ!

সন্তান প্রতিমাসের খরচ এবং সর্বনিম্ন হাতখরচ রেখে, বাবার কাছে টাকা পাঠায়। বাবা-মায়ের অনায়াসে মাস চলে যায়। মাস যায়, বছর যায়। জীবন আপন গতিতে চলতে থাকে।

চাকরির বয়স বাড়ে, বেতন বাড়ে। সেই সাথে বাড়ি ভাড়া বাড়ে, চালডাল তরি-তরকারির দাম বাড়ে, সবকিছুর খরচ আগের চেয়ে বেশি। এ জন্য আগের চেয়ে বাড়িতে বেশি টাকা পাঠাতে হয়। তবুও কেমন যেন টানাটানি। আগে তো এর চেয়ে অবস্থা আরও ভাল ছিল। বাবা সন্তানকে ফোন করে চাকরির কেমন চলছে জানতে চায়। সুযোগ-সুবিধা কেমন বাড়ছে, উপরি-ইনকামের ব্যবস্থা আছে কিনা জানতে চায়। প্রতিবছর প্রমোশনে যে পরিমাণ বেতন বাড়ে, তা এখন যথেষ্ট নয়। তাদের সারা জীবনের স্বপ্ন—**একটা বাড়ি। স্বপ্ন সত্যি করতে হলে ইনকামের অঙ্কটা একটু বাড়াতে হবে। সঞ্চয়ী হতে হবে।**

প্রতি মাসে কিছু কিছু করে টাকা করে বাড়ির কাজটা শুরু করতে হবে। সন্তান এবার অধিক পরিশ্রম করে ভাগ্যের চাকা বদলাতে চেষ্টা করে। আয়ের বিকল্প পথ খুঁজে। দুই টাকা খরচ কমিয়ে জমা করার চেষ্টা করে। কোথায় দুই পয়সা বেশি ইনকাম করা যায় সবসময় সেই চেষ্টা করে থাকে। খরচ আরও কমাতে হবে, এক পয়সাও অপচয় করা যাবে না। আগের মাসের চেয়ে এই মাসে বেশি টাকা পাঠাতে হবে। কিন্তু আগের চেয়ে বেশি টাকা পাঠালেও বাবা-মার সেই হাসিমুখ এখন নেই।

কয়েক বছর হাড়খাটা পরিশ্রম করে যে টাকা জমা হয়েছে তা বাড়ি করার জন্য কিছুই না। এভাবে অগ্রসর হলে আগামী ৩০ বছরেও বাড়ি করা হবে না। আমার বাবা-মা স্বপ্নের বাড়ি কি সত্যি সত্যি দেখে যেতে পারবে? চিন্তায় সন্তানের রাতে ঘুম আসে না।

কী করা যায়, কী করা যায়? তোমার বাবার বন্ধু একটা ভালো আইডিয়া দিয়েছে—হাউজ লোন। গত কয়েকদিন ধরে তোমার পরিবার তোমাকে নানাভাবে বুঝানোর চেষ্টা করছে লোন নিয়ে নেওয়ার জন্য। মাসে মাসে কিছু কিছু করে লোন পরিশোধ করে দিলে একসময় লোন শোধ হয়ে যাবে। তোমার বাড়িটা থেকে যাবে। একবার বাড়িটা হয়ে গেলে সারাজীবনের জন্য নিশ্চিন্ত। একটা এসেট হয়ে গেল, সবসময় কাজে লাগবে।

কিন্তু কিস্তি! ওটা হয়ে যাবে—তোমাকে এভাবেই বুঝানো হয়েছে। এত চিন্তা-ভাবনা করে সবকিছু করা যায় না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তোমার লাইফস্টাইল আগের চেয়ে অনেক করুণ। খরচের লিস্টে নতুন আইটেম যোগ হয়েছে—হাউস লোন। ধার-দেনা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে।

তোমার অনেক পরিশ্রম বেড়েছে, আয় বেড়েছে। কিন্তু অভাব কমেনি, আগেও টানাটানি ছিল এখনও তাই। তুমি এক জটিল চক্করে ঘুরপাক খাচ্ছ। দারিদ্রের দুষ্টচক্রে আটক পড়েছ। সারাজীবন এই ইঁদুর দৌড় দৌঁড়াতে হবে, যদি না তুমি উত্তরণের পথ জানো।

"কীভাবে আমি এই চক্র থেকে বের হব"—এমন বোধোদয় যদি তোমার হয়, তাহলে পরের অংশটা তোমার জন্যই।

চলো, একটা এক্সারসাইজ দিয়ে শুরু করি।

এই মুহূর্তে যদি তোমার ইনকাম দ্বিগুণ করে দেওয়া হয় তাহলে কী করবে? আপনার কল্পনায় যে জিনিসগুলো আসছে একটি কাগজে লিখে ফেলো।

এবার তোমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করা যাক।

তোমার আকাঙ্ক্ষা কী ছিল?

- কিছু ধার-দেনা আছে, ঐগুলি পরিশোধ করতে হবে।
- আরেকটু ভালো দেখে বাসা ভাড়া নেওয়া দরকার।
- সোফাসেটের কাভারগুলো চেঞ্জ করতে হবে।
- পর্দাগুলোর রং নষ্ট হয়ে গেছে, চেঞ্জ করতে হবে।
- অনেক দিন ধরে ওভেনটা নষ্ট, ঠিক করানো দরকার।

ধরো, তোমার ইনকাম তিনগুণ হয়ে গেছে। এবার কী লাগবে তোমার?

- একটি ওয়াশিং মেশিন খুব দরকার।
- একটি বড় স্ক্রিন এলইডি টিভি খুব শখ ছিল।
- বিয়ের পর থেকে গিন্নিকে ভালো কিছু দেওয়া হয় না। একটা গলার হারের খুব শখ ছিল বেচারির।
- যদি সম্ভব হয় আগের বাইকটা সেল করে নতুন সিভিজেটটা নেব।

ধরো, তোমার ইনকাম এখন পাঁচগুণ। এবার কী করবে?

- আব্বা-আম্মার বহুদিনের স্বপ্ন একটা বাড়ি করার।
- একটা গাড়ি হলে কী যে সুবিধা হতো! পাবলিক ট্রান্সপোর্টে আর কতদিন?
- ছোটবেলা থেকে দার্জিলিং এ ঘুরতে যাওয়ার ইচ্ছে। সারাজীবন কেবল টিভিতেই দেখলাম, বাস্তবে দেখা হয়নি কখনো।

ওকে, আমাদের এক্সারসাইজ শেষ। তুমি খেয়াল করেছ, তোমার চাহিদাগুলোর একটা প্যাটার্ন আছে। তুমি যে স্তরেই থাকো, সেখান থেকে আরও বেশি খরচের একটা তালিকা আগেই তৈরি হয়ে যায়। এমনকি এই সবগুলোই তোমাকে ঋণের দিকে ধাবিত করে। একাউন্টিংয়ের ভাষায় এটিই হচ্ছে লাইয়াবিলিটি।

**কেন গরিবরা কেবল গরিব হয়, আর ধনীরা আরও ধনী হয়? কারণ, গরিবদের লাইয়াবিলিটি বেশি, যেখানে ধনীদের এসেট বেশি। এই সিম্পল জিনিসটা বেশিরভাগ মানুষ ধরতে পারে না।**

চলো, এসেট এবং লাইয়াবিলিটি আরেকটু ব্যাখ্যা করা যাক।

**এসেট :** খুব সাধারণভাবে বললে, এসেট হচ্ছে যা তোমার পকেটে টাকা এনে দেবে। এমনকি এজন্য তোমাকে কোনো কষ্ট করতে হবে না। ধরো, তুমি একটি ছাগলের খামারে বিনিয়োগ করেছ; যেখান থেকে মাসে ১০-১৫ হাজার টাকা ইনকাম হয়। কাজেই এটি একটি এসেট। তোমার কোনো ইন্টিলেকচুয়াল প্রপার্টি থাকতে পারে। যেমন: তোমার লেখা কোনো বই, কোনো সফটওয়্যার, কিংবা এফিলিয়েট ওয়েবসাইট -

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এইগুলো সবই তোমার এসেট। এসেটের শর্ত হচ্ছে, এটি তোমার হয়ে কাজ করে ইনকাম জেনারেট করবে।

**লাইয়াবিলিটি :** যা তোমার পকেট থেকে টাকা বের করে দেবে তাই লাইয়াবিলিটি। খুব সহজ সাদামাটা সংজ্ঞা দিলাম। যেমন : তোমার কার লোন, যেখানে প্রতিমাসে টাকা গুনতে হয়। কাজেই এটি লাইয়াবিলিটি। ফ্ল্যাট বুকিং দেওয়ার সময় তোমার বাবাকে বলা হয়েছে, ফ্ল্যাট একটি মূল্যবান এসেট। কথা সত্যি। তবে এটি তোমার বাবার এসেট না, ডেভেলপার কোম্পানি কিংবা ব্যাংকের এসেট। হ্যাঁ, তোমার বাবার বাড়ি ব্যাংকের এসেট। মাঝে মাঝে অনেক বাড়ির সামনে সাইনবোর্ড ঝুলে, এই বাড়িটি অমুক ব্যাংকের অমুক শাখার নাম দায়বদ্ধ। বুঝতে পারছ, কেন এই কথা লেখা থাকে?

অনেক একাউন্টেন্ট হয়তো আমার এই সংজ্ঞার সাথে একমত হবেন না। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষদের বোঝানো। কোনো একাডেমিক সংজ্ঞা না দিয়ে যতটুকু বলা দরকার ততটুকুই বললাম এখানে।

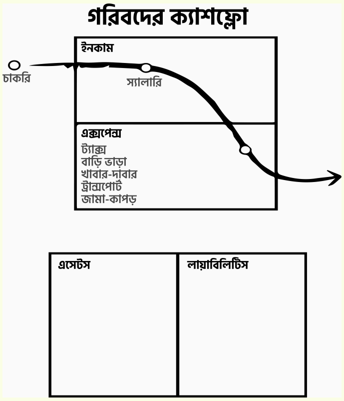


গ্রাফটি লক্ষ্য করো। ওপরের দিকে ইনকাম এবং এক্সপেন্স নিচের দিকে এসেট এবং লাইয়াবিলিটি। গরিবদের ক্যাশফ্লো সবসময় ইনকাম টু এক্সপেন্স। তারা যা ইনকাম করে পুরোটাই খরচ করে ফেলে। তারা কাজ করলে খায়, না করলে না খেয়ে থাকতে হয়।

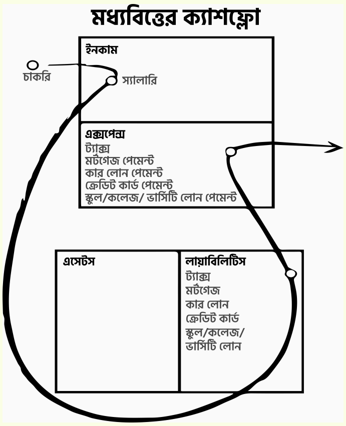


মধ্যবিত্তদের ক্যাশফ্লো ইনকাম টু লাইয়াবিলিটি টু এক্সপেন্স। মধ্যবিত্তদের ইনকাম ভালো থাকা স্বত্বেও তারা সচ্ছল হতে পারে না। কারণ, তাদের লাইয়াবিলিটি বেশি। মধ্যবিত্তদের সারাজীবন স্ট্রাগল করতে হয় শুধু তাদের কোনো এসেট না থাকার কারণে।

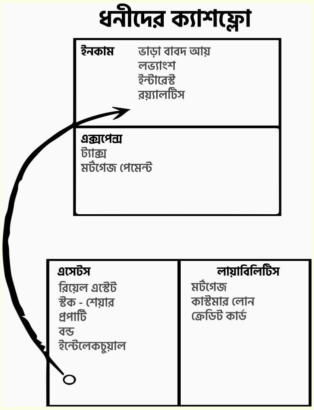


এবার ধনীরাদের ক্যাশফ্লো দেখো। ইনকাম টু এসেট (রিপিট) টু ইনকাম টু লাইয়াবিলিটি টু এক্সপেন্স। ধনীরা ইনকামকে এসেটে কনভার্ট করে যেখান থেকে আবার ইনকাম হয়। এইটাই মূল ম্যাজিক। এবং এই শ্রেণির লোকদের লাইয়াবিলিটি সবসময় কম থাকে।

এবার বুঝতে পারছ, কেন ধনীরা আরও ধনী হয়? কেন গরিবরা আরও গরিব হয়? কেন মধ্যবিত্তরা সারাজীবন স্ট্রাগল করে?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

**আমরা সারাজীবন টাকা-পয়সার টানাটানি থেকে এই কারণে বের হতে পারি না যে, আমাদের ইনকাম কম। না, আমাদের ইনকাম খারাপ না, কিন্তু আমরা জানি না কীভাবে টাকা-পয়সা ম্যানেজ করতে হয়।**

আমাদের ফিনান্সিয়াল আইকিউ একেবারেই শূন্য। কারণ, আমাদেরকে ফিনান্সিয়াল ব্যাপারগুলো কোথাও শেখানো হয় না। আমাদের স্কুল-কলেজে এবং পরিবার থেকে শেখানো হয় কীভাবে পড়াশোনা করে ভালো চাকরি অর্জন করতে হবে। কিন্তু কীভাবে টাকা-পয়সা ম্যানেজ করতে হয়, কিভাবে টাকা-পয়সা আমাদের হয়ে কাজ করে আরও টাকা-পয়সা উপার্জন করে দেবে, এ ব্যাপারে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। ভার্সিটি পাশ করা বেশিরভাগ গ্রাজুয়েটদের চেয়ে মুদি দোকানদারদের ফিনান্সিয়াল আইকিউ বেশি থাকে।

বেশিরভাগ মানুষ লসের ভয়ে ইনভেস্ট করতে চায় না। তাদের ধারণা রিস্ক নেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু তোমার ব্যবহৃত স্মার্টফোন, টিভি, ফ্রিজ এগুলোও তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই রিস্ক তো তুমি ঠিকই নিয়েছ। এসেট করার জন্য ইনভেস্টমেন্ট কোনো রিস্ক নয়। সবচেয়ে বড় রিস্ক হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক অজ্ঞতা। কোনো ব্যবসায় ইনভেস্ট করার জন্য যে পড়াশুনা থাকা দরকার আমাদের তা নেই।

ভার্সিটি থাকাকালীন আমার এক বন্ধু আমাকে শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল।[১] কিন্তু শেয়ার কেনাবেচা সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। আমার বন্ধুর কাছে আমি এই ব্যাপারে জানতে চাইলাম। সে আগ্রহ সহকারে বুঝাতে শুরু করল, "শেয়ার দুই প্রকার। প্রাইমারি শেয়ার, সেকেন্ডারি শেয়ার। প্রাইমারি শেয়ারে ইনভেস্ট করলে লস নেই, তবে লাভ খুব সামান্য। সেকেন্ডারি শেয়ারে লাভ বেশি, বড় বড় লোকজন সেকেন্ডারি শেয়ার কেনাবেচা করে। আমাদের প্রাইমারি শেয়ার দিয়ে শুরু করতে হবে। তারপর সেকেন্ডারি শেয়ারে যেতে হবে।" ব্যস এতটুকুই।

আমি প্রশ্ন করলাম, "শেয়ারের দাম কখন কমে, কখন বাড়ে?" সে উত্তর দিল, "তুমি শুরু করো, আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারবে।"

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, "কোন ধরনের শেয়ার কিনলে বেশি লাভ হবে?" সে বলল, "আমার এক বড় ভাই আছেন, উনি অনেক দিন ধরে এই লাইনে আছেন। উনিই সবকিছু ঠিক করে দিবেন, আমাদের কিছুই করতে হবে না।"

যে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই সেখানে কী করে ইনভেস্ট করব। এটাকে কি আমরা রিস্ক বলব? এটা স্রেফ লটারি ছাড়া কিছু না। রিস্ক এবং ফিনান্সিয়াল এডুকেশন দুইটা দুই জিনিস।

## কিছু লক্ষ্যণীয় বিষয় :

১) অধিক ইনকাম কখনোই টাকা-পয়সার সমস্যার সমাধান করতে পারে না। অর্থনৈতিক বুদ্ধিমত্তাই কেবল তোমাকে দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে মুক্তি দেবে।

২) ইনকামকে যতটা সম্ভব এসেটে কনভার্ট করতে হবে। তাহলে এসেট তোমাকে প্রতিনিয়ত ইনকাম তৈরি করে দেবে।

৩) গরিবরা টাকার জন্য কাজ করে। পক্ষান্তরে, টাকা বড়লোকদের জন্য কাজ করে।

৪) ইনভেস্টমেন্ট কোনো রিস্ক নয়, যদি তুমি জানো কীভাবে রিস্ক হ্যান্ডেল করতে হবে।

৫) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি চাইলে ভয় এবং লোভ - এই দুইটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য মুছে ফেলতে হবে।

৬) টাকা-পয়সার ইমোশনালি সিদ্ধান্ত না নিয়ে ব্রেন থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

[১] বর্তমানে শেয়ার মার্কেটে সুদ, হারাম পণ্যের লেনদেনসহ অনেক হারাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট না করাই সঠিক সিদ্ধান্ত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# অরিগামি

মাওলানা নাহিদ হাসান

## কাগুজে রঙিন ছাতা

**যা যা লাগবে : A4 কাগজ, আঠা ,কাঁচি, পেন্সিল কম্পাস।**

১ প্রথমে ১২×১২ সে.মি. মাপের ৯টি নীল ও ৯টি গোলাপী কাগজ নিই। কাগজগুলোকে মাঝ বরাবর ভাঁজ করি, পুনরায় মাঝ বরাবর ভাঁজ করি।

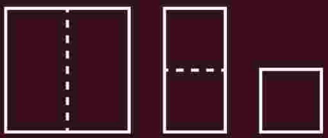

২ একটি কাগজের বদ্ধ পাশে কম্পাস সেট করে খোলা পাশে একটি বৃত্তচাপ আঁকি। কাঁচি দিয়ে কেটে নিই।

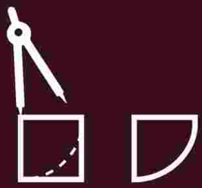

৩ এখন কাগজের ভাঁজ খুলে চিত্রের মতো আঠা লাগিয়ে আবার জুড়ে দিই। এভাবে মোট ১৮ টি কাগজই করে নিতে হবে।

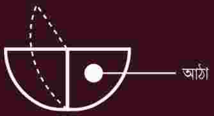


৪ এবার আঠার সাহায্যে কাগজগুলো একটার পর একটা জুড়ে নিতে হবে। পরপর তিনটি একই রঙের, তারপর তিনটি ভিন্ন রঙের। সবগুলো লাগানো হলে আঠা দিয়ে একসাথে সেট করে দিতে হবে।

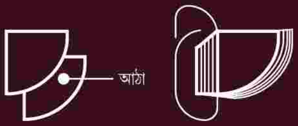


৫ এখন A প্রান্তকে ঘুরিয়ে এনে B প্রান্তের সাথে আঠার সাহায্যে জুড়ে দিলে ৬ নং ধাপের মতো ছাতার মূল কাঠামো পেয়ে যাবে।

৬ এখন একটি লম্বা কাগজ মুড়িয়ে হাতল তৈরি করে ছাতার মূল কাঠামোর মধ্যে সেট করে নিই। হাতলের মাথা একটি পেন্সিলের সাহায্যে বাঁকিয়ে সুন্দর করে নিই।

ব্যস, তৈরি হয়ে গেল কাগুজে রঙিন ছাতা।
কেউ আবার এই ছাতা বর্ষায় ব্যবহার কোরো না যেন!

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# ব্যবসায় নামার আগে..

অবসরপ্রাপ্ত লেখক

নতুন নতুন ইসলামের বুঝ পাবার পর অনেকের মাঝে কিছু ঝোঁক তৈরি হয়। এর মধ্যে একটি হলো, হালাল বা সুন্নাহসম্মত ব্যবসা করার ঝোঁক। নিঃসন্দেহে এটি অনেক ভালো চিন্তা-ভাবনা। কিন্তু সমস্যা হলো, অধিকাংশ কিশোর-তরুণই মনে করে, সুন্নাহসম্মত ব্যবসা মানেই আতর-টুপি আর ইসলামি বইয়ের ব্যবসা। এটা কিন্তু ভুল ধারণা, ভাইয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কিংবা সাহাবি আজমাঈন (আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হোন) কিন্তু শুধু আতর-টুপি বা বইয়ের ব্যবসা করেননি। তাই, সুন্নাহসম্মত ব্যবসাকে আতর-টুপি আর বইয়ের ব্যবসায় সীমাবদ্ধ ভাবা উচিত নয়। বরং যেকোনো হালাল ব্যবসাই সুন্নাহসম্মত উপায়ে করা যেতে পারে।

এটা গেল প্রথম ভুল ধারণা। অনেকের মধ্যেই আরেকটি ভুল প্রবণতা আছে। হুট করে মনে হলো, আর অমনি ফেসবুকে একটা পেইজ খুলে আতর-টুপি, বই-মধু ইত্যাদির ব্যবসা শুরু করে দিল। এটা ঠিক না। ব্যবসা করতে হলে প্রাথমিক কিছু জ্ঞানার্জন জরুরি। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক—উভয় প্রকারই।

তুমি যে জিনিস নিয়ে ব্যবসা করতে চাও বা উদ্যোক্তা হতে চাও, তা নিয়ে অল্প হলেও কিছু পড়াশোনা করো। বাজার, চাহিদা, যোগান ইত্যাদি যাচাই-বাছাই করো। তারপর অভিজ্ঞদের পরামর্শ নাও। এই উদ্যোগে কী কী অসুবিধা মোকাবিলা করতে হতে পারে, সম্ভাব্য ঝুঁকি কী, সেগুলো সম্পর্কে জানো। তারপর সম্ভাবনাময় মনে হলে ইসতিখারা করে উদ্যোগ নাও, ব্যবসা শুরু করো।

কিছুই না জেনে, কিছুই না বুঝে, নিছক ঝোঁক আর আবেগ থেকেই কিছু একটা শুরু করে দেওয়াটা প্রশংসনীয় কিছু নয়। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ কিংবা সাহাবিদের আদর্শ নয়। বাজার সম্পর্কে, ব্যবসার পদ্ধতি সম্পর্কে উনাদের অত্যন্ত ভালো ধারণা ছিল।

**ব্যবসা শুরু করা খুবই সহজ। কিন্তু আরও বেশি সহজ হলো লস করা। ব্যবসাতে লাভ-লস থাকবেই। কিন্তু নিজের ভুলে, তাড়াহুড়া, অস্থিরতা বা নির্বুদ্ধিতায় লস করাটা স্মার্ট মানুষদের কাজ নয়, ভাইয়া। আমরা মুসলিম। আমাদের অনেক স্মার্ট হতে হবে।**

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# সমাপ্ত জীবনের গল্প

তাউসিয়াত জান্নাত

আহমেদ হোসেন। তার স্ত্রীর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে। শিউলিতলার নিচেই কবরের জায়গাটা নির্ধারণ করা হয়েছে। তার স্ত্রীর যে শিউলি ফুল খুব পছন্দ ছিল!

ঠিক এক বছর আগে এই শিউলিতলা থেকে আমার স্ত্রী দুটো ফুল এনে চুলে গুজে দিতে বলেছিল! আমি তখন ভুরু কুঁচকে জবাব দিয়েছিলাম, 'তোমার কি আহ্লাদের শেষ নেই? এই রৌদ্রফাটা দুপুরে আমি তোমার জন্য ফুল আনতে যাব!'

'আমার না খুব ইচ্ছে করছিল!' নিচু স্বরে বলেছিল তমা। কষে এক চড় মেরে আমি বলেছিলাম, 'নিজের শখ নিজে গিয়ে পূরণ করো! আমার কাছে বেশি আশা করতে এসো না।'

বউটা সেদিন হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তাকে আমি দিনের পর দিন অবহেলা, অপমান করে গেছি! কিন্তু কখনো তাকে মুখে মুখে তর্ক করতে শুনিনি। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগও করেনি কোনো দিন। আসলে তমাকে আমার মোটেও পছন্দ হয়নি। বিয়ের পর সারাক্ষণ মনে হতো, আমি ওর চেয়ে আরও সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করতে পারতাম। কী নেই আমার! ধন-সম্পদ, ক্যারিয়ার, স্মার্টনেস, যোগ্যতা! কিন্তু ওর না ছিল রুপচ্ছটা, না ছিল উচ্চশিক্ষা! ওর বাবাও অত বড়লোক ছিল না। শুধু সালাত, সিয়াম, কুরআন আর পর্দা করেই কি কারও যোগ্য হওয়া যায়! যোগ্যতার মাপকাঠি হলো ধবধবে সাদা চামড়া, নয়তো বাপের কাড়িকাড়ি টাকা। এর কোনোটাই তমার ছিল না।

কিন্তু আজ আমার তমার জন্য এত খারাপ লাগছে কেন! মেয়েটার সাথে কখনো ভালো ব্যবহার করিনি। বিয়ের পর থেকেই ওর সাথে খারাপ ব্যাবহার করে গেছি সময়ে-অসময়ে। একদিন আমি আমার কলিগ অহনার সাথে কথা বলি। তমা খুব কষ্ট পেয়েছিল। আমাদের মধ্যে ফ্রেন্ডের মতোই কথা হতো। তমা আমায় বলেছিল যাতে বেশি সময় ধরে আলাপ না করি। কারণ ছাড়া কথা না বাড়াই। এতে আমার গুনাহ হবে। তমাকে সেদিন মুখের ওপর বলেছিলাম, 'তুমি নিশ্চয়ই এতদিনে বুঝতে পেরেছ, তোমাকে আমার মোটেও পছন্দ হয়নি! তুমি আমার কলিগের মতো সুন্দরী হলে, তার সাথে আমি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কথাই বলতাম না!’ তমা একটিবারের জন্যেও বলেনি, ‘বিয়ের আগে আপনি তো আমার সম্পর্কে সবই জানতেন। আমার রূপ, আমার বাবার সম্পত্তি সবই আপনার জানা ছিল। তখন তো বড় গলায় বলেছিলেন—আমার আর কিছুই লাগবে না। তবে এখন কেন এগুলো বলছেন?’

মেয়েটা বড্ড ধৈর্যশীল ছিল। নিয়তি মনে করে মুখবুজে সয়ে নিয়েছিল সবকিছু। শুধু অহনা নয়, অনেক মেয়ে কলিগের সাথে আমার কথা চলত। আমি ওদের সাথে চ্যাট করতাম, আর তমা আমার পাশেই ঘুমিয়ে পড়ত।

আমার দুর্ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে তমা গভীর রাতে উঠে যেত। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করত, সালাত পড়ত চুপিচুপি! একদিন মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে তাহাজ্জুদ শেষ করে গুনগুন করে কুরআন পড়ছিল তমা। আমার রাগ উঠে গেল। বিছানা থেকে নেমে কষে দিলাম এক থাপ্পড়। বললাম, ‘তুমি জানো না, লাইট জ্বালালে আমার ঘুম আসে না?’

‘আমার ভুল হলে মাফ করে দেন। আমি তো জানতাম না।’ শান্ত গলায় জবাব দিয়েছিল তমা।

তারপর থেকে সে আর লাইট জ্বালিয়ে তাহাজ্জুদ পড়েনি। আল্লাহর কাছে দুআ করে গেছে আড়ালে আড়ালে। ওর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরত, কিন্তু মুখ থেকে কোনো আওয়াজ বেরোত না। আমি তমাকে মাঝেমধ্যে প্রশ্ন করতাম—‘তুমি কি আল্লাহর কাছে শুধু অভিযোগ করো আমাকে নিয়ে? না কি দুআও করো?’ ও মুচকি হেসে বলত, ‘স্বামীর নামে কি কেউ অভিযোগ করতে পারে? যারা সবর করবে, আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কার হিসেবে জান্নাত দেবেন। সেদিন তো কোনো ইচ্ছাই আর অপূর্ণ থাকবে না। তখন আপনি আমার থেকে চোখই ফেরাতে পারবেন না। সেদিন আমরা এক দেখায় হাজার বছর পার করে দেব ইনশাআল্লাহ!’

**‘তোমার কি লজ্জা বলতে কিছু নেই!’ ধমকের সুরে আমি বলতাম তমাকে। মেয়েটাকে এত অবহেলা করতাম, তবুও সে আমার প্রতি ভালোবাসা দেখাত। কী অদ্ভুত!**

আমার এক সন্তান জন্ম দিতে গিয়েই তমা দুনিয়া থেকে বিদায় নিল। বেচারী কতই-না ধৈর্যশীল ছিল। তার গায়ের রং কেন ধবধবে সাদা নয়, এর জন্যে ওকে কত অপমানই-না করেছি। ওর সামনে ওর বাবা-মা-ভাইকে নিয়ে বাজে কথা বলেছি। কিন্তু ও কিছুই বলেনি। চোখের পানি দিয়ে সব অভিমান ধুয়েমুছে সাফ করে নিত মেয়েটা।

তমার মৃত্যুর পর আমি দ্বিতীয় বিয়ে করেছি। দ্বিতীয় স্ত্রীর চামড়া ধবধবে সাদা। বলেতে গেলে আমি নিজেই সাদা চামড়া খুঁজে পাত্রী ঠিক করেছি। কিন্তু বিয়ের রাত থেকেই তার কর্কশ গলা শুনতে শুনতে আমি এখন ক্লান্ত।[১] ইচ্ছে করেই এখন বাসায় ফিরি দেরি করে। আমি গিয়ে চুপিচুপি ঘুমিয়ে পড়ি। আমি চাই না, এই মহিলার সাথে আমার কোনো কথা হোক। তার কর্কশ আচরণ আমার জীবনটাকে বিষিয়ে তুলেছে। মাঝেমধ্যে মনে হয়, মাটি খুঁড়ে তমাকে বের করে নিয়ে আসি।

আজ এই শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে মেয়েটার কথা মনে পড়ে চোখের জল যেন আর থামছেই না! ওর জন্যে কি আমার হৃদয়ে কোনো জায়গা তৈরি হয়েছিল? **আজ খুব বলতে ইচ্ছে করছে, আমি তোমায় মিস করছি, তমা!** কিন্তু সে তো আমায় একা করে চলে গেছে আল্লাহর কাছে। বড্ড অভিমান নিয়ে শুয়ে আছে মাটির বিছানায়।

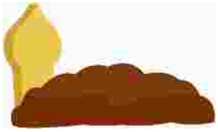

[১] সাদা চামড়া মানে খারাপ আর কালো চামড়ার মানুষ মানে ভালো—গল্পে এই বার্তা দেওয়া হয়নি। ভুল বুঝো না। গায়ের রং যেমনই হোক, দ্বীনদারিতাই যে প্রধান বিবেচ্য, এই গল্পে সেই বার্তাই দেওয়া হয়েছে।—সম্পাদক

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# কমিকস

মূল : দ্যা মুসলিম শো

অনুবাদ : মুহাম্মদ শরফুদ্দিন তাওসিফ

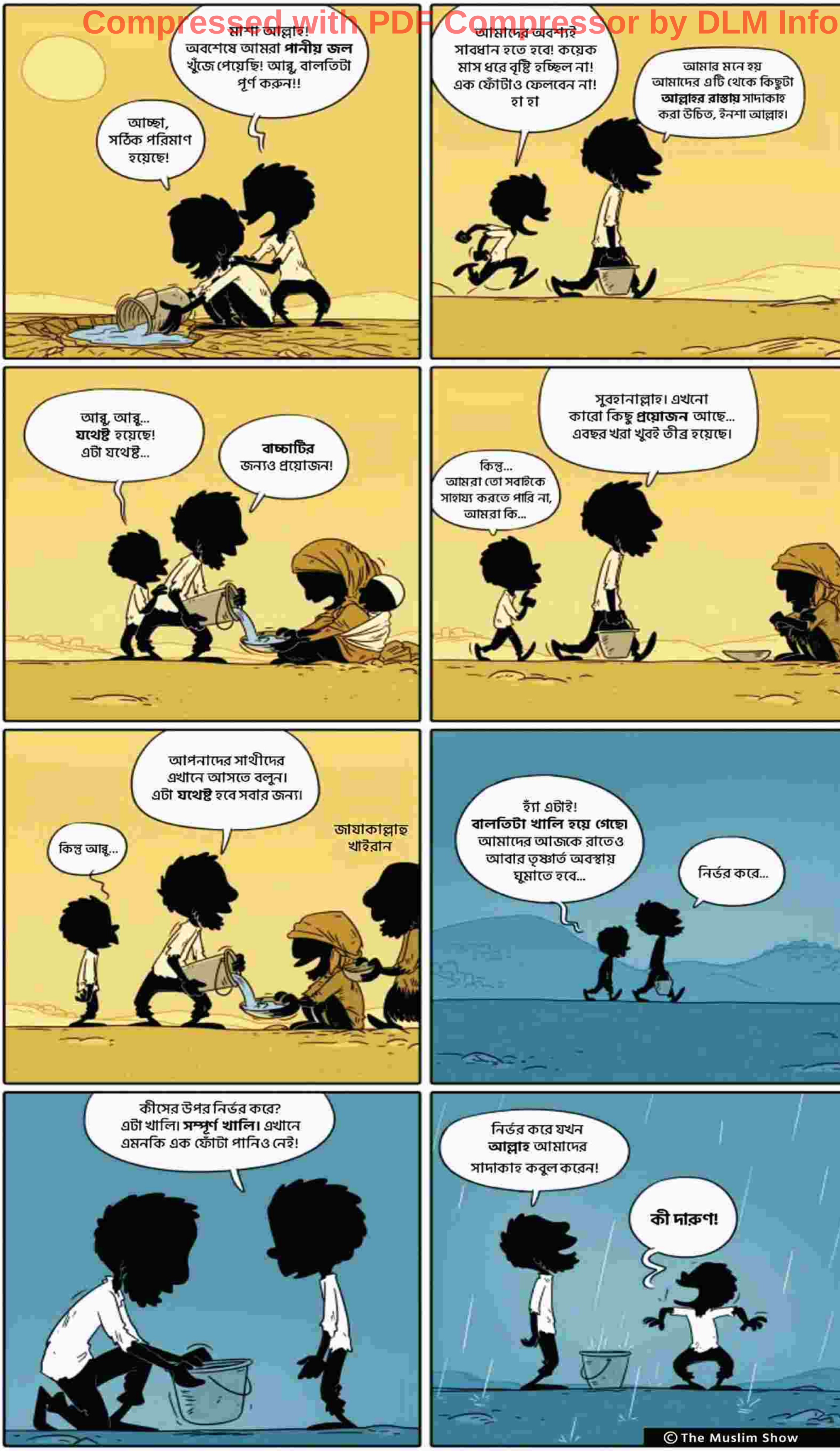

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# ভালোবাসা বনাম ভালোবাসা

মাহিন আফরোজ মিতু

**দৃশ্যপট-১:**

সেলিব্রেটি খেলোয়াড় ঘোষণা দিলেন, তার ভক্তদের একজনকে তার একটি জার্সি উপহার দেবেন। তবে সেটার জন্য কিছু নিয়মকানুন মানতে হবে। তরুণ-যুবারা সেই ঘোষণা শুনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। প্রিয় খেলোয়াড়ের জার্সি বলে কথা! পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু! যেভাবেই হোক, যেকোনো মূল্যে সেটা পেতেই হবে! স্বপ্নের খেলোয়াড়ের গায়ের স্পর্শ লেগে আছে সেই জার্সিতে। আহ.. ভাবতেই হৃদয় বারবার আন্দোলিত হচ্ছে!

**দৃশ্যপট-২:**

চাঁদের চেয়েও সুন্দর একজন মানুষ। কিন্তু তাঁর পরনের জামাটি ছেঁড়া। সেটা দেখে আরেকজন মানুষ—যিনি কি না তাঁকে খুব ভালোবাসেন—সেই মানুষটিকে সুন্দর একটি জামা উপহার দিলেন। সুন্দর মানুষটি উপহারের জামাটি বাড়ির ভেতর থেকে পরে আসলেন। জামাটি দেখে আবার আরেক ব্যক্তি আবদার করে বসলেন, ‘আপনি কি আমাকে এই জামাটি উপহার দেবেন?’

মুচকি হেসে তিনি জামাটি খুলে দিলেন; যদিও এটা ছাড়া তাঁর আর কোনো ভালো জামা ছিল না। তাও তিনি বিনা দ্বিধায় সেটা দিয়ে দিলেন! এটা দেখে আশেপাশের মানুষেরা খানিকটা বিরক্ত হলেন। জামাটি তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নেওয়ার কী দরকার ছিল! তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কেন এমনটা করলে? তুমি জানো না, তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি কখনো না করেন না?’

তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমি তো এটাই চেয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জামা যেন আমার কাফন হয়!’

এই ছিল আল্লাহর রাসূলের প্রতি সাহাবিদের ভালোবাসার একটি নমুনা।

***

দুটি দৃশ্যপটের প্রেক্ষাপট ভিন্ন ভিন্ন। দুটোতেই ভালোবাসার গল্প আঁকা হয়েছে। কিন্তু দুটি দৃশ্যপটের ভালোবাসার মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। একটিতে ভালোবাসা হয়ে গিয়েছে অন্তঃসারশূন্য; আরেকটিতে ভালোবাসা পূর্ণতা পেয়ে ধন্য হয়েছে!

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

**আমরা সবাই কাউকে না কাউকে খুব ভালোবাসি। ভালোবাসা প্রকাশের ব্যাপারে আমরা বেশ পারদর্শী। কিন্তু আফসোস, সঠিক জায়গায় ভালোবাসার প্রয়োগ করতে পারি না। আমাদের অন্তর আজ বেদখল হয়ে গেছে! আর তাই, অপাত্রে অনুভূতি বিলিয়ে দিই আমরা।**

যেই ভালোবাসার হক আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্য বরাদ্দ করার কথা ছিল, সেই ভালোবাসা আমরা অপচয় করি তথাকথিত দুনিয়াবি সেলিব্রেটিদের পেছনে। এরাই আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যায়। আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাদের অনুসরণ করি; তাদের লাইফস্টাইল, চালচলন আমাদের মুগ্ধ করে। অথচ না তারা আমাদের চেনে, না আমরা তাদের চিনি। দিনশেষে এই ভালোবাসা হয়ে যায় অন্তঃসারশূন্য।

যেসব ভাইবোনেরা সেলিব্রেটি-মুগ্ধতায় মত্ত, তাদেরকে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, 'আচ্ছা, কেন আমরা এই ভালোবাসা আল্লাহর রাসূলের জন্য অনুভব করি না?'

জানো, রাসূল ﷺ একবার বলছিলেন, 'আমার ভাইদেরকে দেখার জন্য খুব ইচ্ছে করে!'

সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি আপনার ভাই নই?'

তিনি ﷺ জবাব দিলেন, 'তোমরা তো আমার সাহাবি। আমার ভাই হলো তারা, যারা আমার পরে আসবে। আমাকে না দেখেই আমার ওপর ঈমান আনবে।'[১]

দেখলে, দেখলে তাঁর উত্তর? আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে তাঁর ভাই বলে সম্বোধন করেছেন! তিনি অনেক কাঁদতেন আমাদের জন্য। এই ভেবে কাঁদতেন যে, আমাদের কী হবে! হ্যাঁ, এই আজকের আমাদের কথা ভেবেই তিনি কাঁদতেন। একদিন দু'দিন না। রাতের পর রাত। আই রিপিট, রাতের পর রাত! এই ভালোবাসা হাল আমলের বস্তাপঁচা ভালোবাসার মতো ঠুনকো নয়। মিছেও নয়। এত ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য আমরা নই। তবুও পেয়েছি। অনেক পেয়েছি। এই ভালোবাসার হিসেব কি চুকাতে হবে না আমাদের? অবশ্যই চুকাতে হবে!

যাঁকে ভালোবাসি বলে মুখে দাবি করি, তাঁকে আরও বেশি করে জানতে ইচ্ছে করে না? আমি জানি, খুব ইচ্ছে করে। ভালোবাসার মানুষকে তো জানতে ইচ্ছে করবেই। চলো তাহলে, তাঁকে জানি। আর অনেক বেশি ভালোবাসি। তাঁকে যত বেশি জানব, তত বেশি ভালোবাসব। অন্তরে প্রাণহীন অনুভূতি দ্বারা বেদখল হওয়া জায়গাগুলো কানায় কানায় পূর্ণ করব রাসূলের প্রতি ভালোবাসা দ্বারা। তাঁকে এত ভালোবাসব, যাতে আল্লাহ আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। আর জান্নাতে আমাদেরকে রাসূল ﷺ এর প্রতিবেশি করে দেন!

> কল্পনা করো তো, নবিজিকে তুমি এত বেশি ভালোবেসেছ যে, শেষ বিচারের দিন তিনি তোমাকে দেখেই উজ্জ্বল একটি হাসি উপহার দিলেন। তারপর তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে হাউযে কাউসার থেকে পানি পান করতে দিলেন তোমাকে! তুমি তাঁর সাথে জান্নাতে প্রবেশ করলে! পেছনে ফেলে গেলে দুনিয়ার সকল সেলিব্রেটিকে। আর সেদিন তুমি বুঝতে পারবে, কে ছিল আসল সেলিব্রেটি!

তুমি সেদিন দেখবে, দুনিয়ায় যে যাকে ভালোবেসেছিল, আজ শেষ বিচারের দিন, তারা তাদের সাথেই অবস্থান করছে।[২] ঠিক যেমনিভাবে তুমি অবস্থান করছ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে! কারণ, দুনিয়ায় তুমি তাঁকেই ভালোবে

পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে বেশি!

[১] আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং : ১২৫৭৯

[২] মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং : ৬৪৭০

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

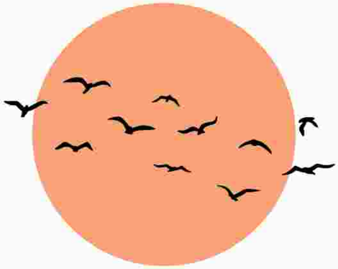

# ছেঁড়া খামে চিঠি

তাসনিম জামান, নীলফামারী সরকারি কলেজ

শুকনো পাতার ছাউনি ঘেরা ছোট্ট কুঁড়েঘর
মেঘ গুড়গুড় বৃষ্টি এলেই গড়িয়ে পড়ে জল
প্রভাতকিরণ উঁকি দিয়ে মধুস্বরের ডাক
ছায়াতরুর ঝরা পাতা সঙ্গী হয়ে থাক।

বাতায়নের ছিদ্র দিয়ে বইবে শীতল হিম
কচি ঘাসে জমে শিশির, খসে পড়া বিল।
মিষ্টি রোদে উঠবে হেসে হলদে রঙা ফুল
পরশ করে বসব সেথায় এলিয়ে দিয়ে চুল।

ঢেউ খেলানো সবুজ ঘাসে নীলচে নদীর তীর
দূর সীমানায় হৃৎ ডুবিয়ে চোখজোড়া স্থির।
সেই নদীতে ভিড় করেছে শ্বেতপদ্মের দল
আলতো হাতে ছুঁতে গেলেই পালিয়ে যাবার ছল।

রং বদলে লালচে নীড় মিলিয়ে দিবাকর
মিটিমিটি তারার আলো সন্ধ্যে নামার পর।
উঠোনজুড়ে জোছনা মেখে হারিয়ে যাবার নাম
বন্দী করে নিতাম যদি লুকিয়ে রেখে ধাম।

দয়াময়ের অনুগ্রহে দিব্যলোকের আশা
আর্জি সকল পূর্ণ হবে, নিত্যদিনের বাঁচা।
ছেঁড়া খামে চিঠি জমে, টুকরো অভিপ্রায়
রবের তরে যাচ্ছে উড়ে আরশে আযীম যেথায়।

# গতিময়তা

সাদমান বিন মাসুদ

সময়ের চেয়ে দ্রুত গতির,
আছে কি আর কিছু?
একবার সে ফুরিয়ে গেলে,
পাবে না ধরলে পিছু।

এ সবুজ অরণ্যকে দেখছি
আজ তরুলতায় ঘেরা।
এ সকল সৃষ্টি হবে সেদিন
ভয়ে ভীত-দিশেহারা।

জলদি এ সময় ফুরাবার আগে
পূণ্য করে নেয় যদি কোনো পাপী
ক্ষমালাভের আশা করতে পারে সে,
রব যে সবচেয়ে বেশি ক্ষমাকারী।

জলদি তাওবা করে নাও সকলে
এ বেলা ফুরোবার আগে।
নইলে হয়তো যে হারিয়ে যাবে,
এ মহাকালের অতল গহ্বরে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# চোখের সামনে জান্নাত ক্রয়

এনামুল হোসাইন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

**চৈত্রের খাঁ খাঁ গরম।** দুপুর বেলা। বাস থেকে নামার পর হাঁটতে হলো কিছুটা। ক্লান্তি লাগছে। সঙ্গে তৃষ্ণাও পেয়েছে। একটা বন্ধ দোকানের শাটারের ছায়ায় একটু জিরানোর জন্য দাঁড়ালাম। সামনে লেবু পানি বিক্রি হচ্ছে। রাস্তার লেবু পানি খাওয়া খুব একটা সুবিধার না। তারপরেও লোভ হচ্ছিল। যাব কি যাব না, মনের সাথে যখন যুদ্ধ করছি তখন চোখের সামনে ঘটে গেল চমৎকার এক ঘটনা।

মধ্যবয়স্ক এক লোক লেবু পানি বিক্রি করছে। মুখে ঘন দাঁড়ি। মোটামুটি পড়াশোনা করা লোক মনে হলো। তার পাশের ফুটপাতে বসে লেবু পানি খাচ্ছে এক তরুণ। কাঁধে ব্যাকপ্যাক। ভার্সিটিতে যাতায়াত করে বোঝা গেল তা দেখে। এর মুখেও দাঁড়ি। প্যান্ট টাখনুর ওপর গোটানো। এমন সময় সিগন্যাল পড়ল। এক রিকশাওয়ালা যাত্রী বোঝাই রিকশা থামাল। পরিশ্রম আর গরমে দাঁড়ি, টুপিওয়ালা রিকশাওয়ালার ঘেমে একেবারে গোসল করার মতো অবস্থা। মুখটা একটু পরপর খুলে যাচ্ছে। হাঁপাচ্ছে।

লেবুওয়ালার কাছে লেবু পানির দাম জিজ্ঞাসা করল। দাম শুনে কিছুটা মলিন মুখে ফিরে গেল রিকশার কাছে। ২০/৩০ সেকেন্ড পর কী ভেবে লেবু পানিওয়ালা ডাক দিল উনাকে। বলল—নেন, খান এক গ্লাস। দাম দিতে হবে না।

কৃতজ্ঞতার একটা হাসি ঠোঁটের কোণে উঠেই মিলিয়ে গেল রিকশাওয়ালার। ফুটপাতে বসে লেবু পানি খাওয়া তরুণ উঠে দাড়াল। একটা ১০০ টাকার নোট বাড়িয়ে দিল। বলল, বাকি টাকা ফেরত দিতে হবে না মামা। রিকশাওয়ালা মামার বিলটাও রাখেন।

**পেছুনে একবারও না ফিরে দ্রুতগতিতে হাঁটা দিল সে। শাটারের নিচ থেকে আমিও বের হয়ে পিছু নিলাম ওর।**

বাসার পথটা ওদিকেই। এই চমৎকার ঘটনায় মুগ্ধ। তবে আমার মুগ্ধ হওয়া আরও বাকি ছিল। একবার পেছনে ফিরলাম। দেখলাম-রিকশাওয়ালাও মাটিতে বসে বসে লেবু পানি খাচ্ছে। চোখের সামনেই জান্নাতের ব্যবস্থা করে ফেললেন দুইজন। ইনশাআল্লাহ।

নবি কারীম ﷺ বলেন,

**‘যে মুসলিম কোনো বস্ত্রহীনকে বস্ত্র পরিধান করাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের সবুজ কাপড় পরিধান করাবেন। যে ব্যক্তি কোনো ক্ষুধার্ত মুসলিমকে খাবার দেবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো পিপাসার্ত মুসলিমকে পানি পান করাবে, আল্লাহ তাকে উৎকৃষ্ট জান্নাতের শরাব পান করাবেন, যার ওপর সীল লাগানো থাকবে।’**[১]

সহীহ বুখারিতে এসেছে, আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

‘এক ব্যক্তি রাস্তায় চলার পথে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হলো। তারপর একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে সে নেমে পড়ল এবং পানি পান করল। ওপরে উঠে এসে সে দেখতে পেল, একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার দরুন ভিজা মাটি চেটে খাচ্ছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, এ কুকুরটির তেমন পিপাসা পেয়েছে, যেমনি আমার পিপাসা পেয়েছিল। তারপর সে কূপের মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা পানিভর্তি করে এনে কুকুরটিকে পান করাল। আল্লাহ তার এ কাজ কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন।’

সাহাবিগণ বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! পশুদের ব্যাপারেও কি আমাদের জন্য সওয়াব রয়েছে?’

তিনি বললেন, ‘প্রাণী মাত্রের সেবার মধ্যেই সওয়াব রয়েছে।’[২]

[১] আবূ দাঊদ, আস-সুনান
[২] বুখারি, আস-সহীহ, হাদীস নং : ২৪৬৬

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# গনিত ধাঁধাঁ

- বরফির সংখ্যাগুলো একটি বিশেষ নিয়মে বাড়ছে। পরবর্তী সংখ্যাটি কত হবে?

5 | 11 | 29 | 83 | ?

- যদি,

৯ = ৭২
৮ = ৫৬
৭ = ৪২
৬ = ৩০
তাহলে ৩ = ?

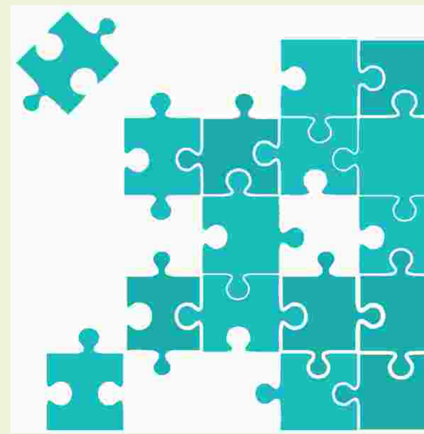

# বুদ্ধি খাটাও

- বলতে হবে, তিনটি ছবি যোগ করলে বাংলাদেশের কোন জেলার নাম হয়?

- তিনটি ছবি যোগ করলে একটি দেশের নাম হয়। বলতে হবে কোন সে দেশ?

# গুগলি

১. A থেকে Z পর্যন্ত ২৬ টি বর্ণ আছে। এখন N ও P, Q আর S বাদ দিলে কয়টি বর্ণ পাব?

২. বালতি, লেবু , ইলিশ দিলে বাবুই পাখি হয়।
কতর থেকে কত নিলে কত পাওয়া যায়?

সমস্যাগুলোর সমাধান করে জলদি পাঠিয়ে দাও এই ঠিকানায় quiz.sholo@gmail.com। ১০ আগস্ট, ২০২৩ এর মধ্যে। মেইলের সাবজেক্ট লেখবে- গণিত ধাঁধা। পুরস্কার হিসেবে সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে ৫ জন পাবে ষোলোর পরবর্তী সংখ্যা।

গত সংখ্যার ‘বুদ্ধি খাটাও’ এর বিজয়ীদের নাম দেওয়া হলো :
মুহাম্মদ ইউসুফ আমিন, হামিমা আক্তার সনি
Khan k, Nusrat Jahan Ohi, Istiakul Hasnat Sohrab

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


আল হিদায়া
সত্যের সন্ধানে, উম্মাহর কল্যাণে

# আল হিদায়া ইসলামিক লাইব্রেরী

এখানে যোলো ম্যাগাজিন, লস্ট মডেস্টির বইগুলো ও সকল ধরনের ইসলামিক বই পাওয়া যায় এবং সারাদেশে বই হোম ডেলিভারি করা হয়।

# আল হিদায়া বুক ক্যাফে

আপনি এখানে বসে আপনার পছন্দের বইটি পড়তে পারবেন।

বার্তা : সত্যের সন্ধানে, উম্মাহর কল্যাণে

ঠিকানা : তেমুহানী বাজার, পাঁচগাছিয়া, ফেনী।
নাম্বার : ০১৮৭১-৪১৬৬৬৬
ফেসবুক পেজ : আল হিদায়া Al Hidaya
ই মেইল : alhidayalibrary66@gmail.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতিভূ প্রকাশ

কিশোর বয়সে এডভেঞ্চার বা টান টান উত্তেজনার রহস্যগল্প পড়তে কেমন লাগে? যদি থ্রিলারধর্মী বই পড়তেই তোমার ভালো লাগে, তাহলে আজই সংগ্রহ করে নাও আমাদের দুটি কিশোর উপন্যাস 'ওরা চারজন' এবং 'মিশন তমক্র'।

protivuprokash
protivuprokash@gmail.com
০১৪০৪ ৯২০ ৭৩৩, ০১৪০৬ ৩০০ ১০০
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (দ্বিতীয় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


# BIBIJAAN

সুখময় অনন্ত জীবনের সন্ধানে

A collection of 450+ articles,
PDF, audio & video

Download the App

Google Play

App Store

www.bibijaan.com